নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদধীন শ্রীগৌড়ীয় মঠাদি
শাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক
আচার্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

রহস্যের প্রাগ্বন্ধ

শ্রীভজন রহস্য গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্কলিত। ইনি স্বীয় ভজনপ্রকারের কতিপয় ইঙ্গিত গ্রন্থাকারে তদনুগভজনশীলের দর্শন-স্বরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অকিঞ্চন কয়েক বর্ষ পূর্বে তাহাকে নিরন্তর এইরূপ শ্লোকোচ্চারণ ও তদাস্বাদন-মুখে ভগবৎপ্রেমে বিহ্বলিত সন্দর্শন করিয়াছে।

কনিষ্ঠাধারগত নিষ্ঠায় ভক্তিরাজ্যে অর্চনের ব্যবস্থা আছে। অর্চন ও ভজন-শব্দদ্বয়ে যে বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, তাহা অনেকে অনুধাবন না করিয়া অর্চন-শব্দে ভজনকে নির্দেশ করেন। নবধা-ভক্তি-মূলে ভজন প্রভাবিত হইলেও অর্চন তদন্তর্গত হওয়ায় উহাও ভজনাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়। সমগ্র ভজন ও ভজনাঙ্গ একতাৎপর্যপর নহে। সম্ভ্রমজ্ঞান-সহ প্রভুর উপাসনায় অর্চন সংশ্লিষ্ট। উপচার-সহ প্রপঞ্চাগত বিচারে মর্যাদামূলে ভগবৎসেবা 'অর্চন' নামে অভিহিত। বিশ্রম্ভসেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রখর রশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হইলেও স্নিগ্ধ কমনীয় চন্দ্রিকালোকের প্রাদুর্ভাবোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে সংক্ষিপ্ত অর্চন-পদ্ধতি সংযুক্ত আছে। গ্রন্থ শরীরে ভজনের গূঢ়ার্থ-তাৎপর্য বিবৃত। **অর্চনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত সম্বন্ধ ন্যূনাধিক জড়িত, ভজনরাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শরীরী ভগবানে অক্ষমাভাবে সেবারত।** সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত ভজনশীলের ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রতীতিগত ভাব প্রাপঞ্চিকমাত্র নহে; তাহা ভাবনা-পথের অতীত অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যবশে কালাতীত হইয়া অতীন্দ্রিয়-রূপপর।

পরমশ্রদ্ধাবন্ত জনগণের জ্ঞাতব্য বিষয় গুরূপদিষ্ট বিশেষতত্ত্বই 'রহস্য'-নামে অভিহিত। রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে সাধনভক্তির অঙ্গ কথন-তালিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তৃতীয়-ভক্ত্যনুষ্ঠানকারি বিশ্রব্ধসেবকের সেবাফলস্বরূপ

সাধুবর্ত্মানুবর্তনই ভজনরহস্যযাজন। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনপরায়ণ সংসার-মুক্ত হইয়া কৃষ্ণেতর-বাসনাবদ্ধ জনসঙ্গ-বিমুক্ত হ'ন। তখনই তাঁহার অষ্টকাল বা সর্বকাল সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সেবোন্মুখ শুদ্ধভক্ত—ভোগী বা ত্যাগী বদ্ধ-অভক্তের সঙ্গ অভীষ্টলাভের অন্তরায় বলিয়া জানেন। তাদৃশ অন্যাভিলাষী, কর্মী বা জ্ঞানীর ভজন-রহস্যে রুচি নাই, সুতরাং অষ্টকাল চিদুদ্ভাসিত ভজনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্যতা না থাকায়, এই গ্রন্থ তাঁহাদের নিরন্তর অত্যন্ত আদরের বস্তু হয় না।

অহর্নিশকাল আটভাগে বিভক্ত হইলে প্রত্যেক কালখণ্ডকে যাম বলে। নৈশকালে ত্রিযাম এবং দিবাভাগে ত্রিযাম, ইহার সহিত ঊষা ও সান্ধ্য-সম্মেলনে অষ্টযাম। সকল সময়ে সর্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাশ্মিতায় সার্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। হরিসম্বন্ধিবস্তুসমূহে প্রাকৃত বিচারের আরোপ করিলে জীবের বদ্ধভাব হইতে মুক্তি ঘটে না। লব্ধস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণ নিরন্তর কৃষ্ণসেবন-পর। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলি অষ্টযামোচিত ও শ্রীরূপপাদের একাদশ শ্লোক ও তদনুগ সকল মহাজনের অষ্টকালবিহিত ভজনলালসাময়ী কবিতা ভজনের নৈরন্তর্য বিধান করে। জড়কাল-দেশ-পাত্রাদি-বিমুক্ত হইয়াই শ্রীগুরুসেবকের শ্রীভজনরহস্য সর্বদা আলোচ্য।

কানপুর
১৩ই নবেম্বর, ১৯২৭

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
দাস শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

সম্পাদকের নিবেদন

৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরা অর্থাৎ ভগবদ্ধামে বাস এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তি-সেবন—এই পঞ্চাঙ্গ শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে **শ্রীনাম-সংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ।** ভগবৎসম্বোধনাত্মক মহামন্ত্র 'সাধক ও সিদ্ধ' উভয়েরই অনুশীলনীয়। সাধুসঙ্গে মহামন্ত্র-কীর্তনের ফলে সাধক সংসারমুক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তানর্থ হইয়া ক্রমশঃ ভজনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি লাভ করতঃ ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অধিকারী হ'ন। শ্রীনামই যে নামী শ্রীকৃষ্ণ, তৎকালে তাহা তাঁহার অনুভূতির বিষয় হয় এবং মহামন্ত্র-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে সপরিকর শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর লীলাবিলাস হইয়া থাকে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীনামাষ্টকে কীর্তন করিয়াছেন,—

"অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।"

শুদ্ধভক্তিভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহের ভগীরথ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্যমূলক বিচার এবং শ্রীনাম-গ্রহণ-প্রণালী বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে "ভজনরহস্য" গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। মহামন্ত্রস্থ অষ্টযুগের করুণা বর্ণন করিয়া মহামন্ত্র-কীর্তন-সহযোগে কিভাবে অষ্টকালীয় লীলা অনুশীলন করিতে হয়, এই গ্রন্থে ঠাকুর সুন্দররূপে তাহার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। এই অষ্টযুগ-অর্থে মহাপ্রভু অষ্ট শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহাই 'শিক্ষাষ্টক'-নামে খ্যাত এবং অষ্টযামে অনুশীলনীয়।

"অধিকার না লভিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে।
বিপর্যয়-বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥"

—এই সতর্ক-বাণীর প্রতি সাধকগণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া"—শ্রীরূপপাদের এই শ্লোক-প্রোক্ত ভজন-ক্রম বরণ করিয়া ঠাকুর অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত ভজনরহস্য রচনা করিয়াছেন। ইহার অনুশীলনে ভক্তমণ্ডলীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বস্তুতঃপক্ষে গ্রন্থখানি ভগবদনুশীলনপর সজ্জনগণের কণ্ঠহার-স্বরূপ।

সূচকম্

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

অনেক পাঠকের ইচ্ছাক্রমে এই সংস্করণে গ্রন্থোদ্ধৃত শ্লোকসমূহের গদ্যানুবাদ বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল। তজ্জন্য গ্রন্থের আকার প্রায় দ্বিগুণ হইল। পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক যামের সাধনের উপসংহারে যে লীলাসূত্রাত্মক শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃত 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্' হইতে উদ্ধৃত।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ।

শ্লোকসূচী

[মাতৃকাক্রমে শ্লোক, যাম ও শ্লোকসংখ্যা পর্যায়ক্রমে দ্রষ্টব্য]

র

ল

শ

হ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
কলিকলুষ-সন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপশ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভূ ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্যভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ॥
বৈষ্ণবসার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা ।
শ্রীমায়াপুরধামস্ত নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥

তদভিন্নসুহৃদ্‌বর্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁবিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-মহোদয়ঃ ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ॥

শ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস-দাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি ॥
নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ-নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম-নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ॥

জয়ধর্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাঁ' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সূরী।
ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী॥
মাধবেন্দ্র পুরীবর- শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্‌গুরু গৌর মহাপ্রভু॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হ'ন,
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁ'র পদ বিশ্বনাথ-আশ॥
বিশ্বনাথ-ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁ'র মোদ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্য-সেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
এ'সব পরমহংস, গৌরাঙ্গের নিজবংশ,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর কাম॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীভজনরহস্য

(শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণির অন্তর্গত)

প্রথমযাম-সাধন

নিশান্তভজন—শ্রদ্ধা

(রাত্রের শেষ ছয়দণ্ড)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্ভজামি কলিপাবনম্ ॥ ১ ॥
নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং চরণমধুপেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥

(স্তবাবলী)

[অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুদ্বয়), উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ), অস্ত্র (অবিদ্যানাশক শ্রীহরিনাম) ও (শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরামানন্দ প্রমুখ) পার্ষদগণের সহিত বিদ্যমান, কৃষ্ণনামোচ্চারণ-রত অথবা সুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণনকারী

কলিপাবন অকৃষ্ণবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আমি সংকীর্তনবহুল যজ্ঞদ্বারা ভজন করি ॥ ১ ॥]

[অনুরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥]

[যিনি এই গৌড়ীয় জনগণকে সংসারের মধ্যে নিজত্বে অর্থাৎ আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গণনবিধিদ্বারা অর্থাৎ সংখ্যাপূর্বক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তনসহ স্বীয় শ্রীচরণকমলের মধুপ ভক্তগণকে বহুল শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রভু শচীনন্দন কি আমার নয়নপথপ্রাপ্ত হইবেন ? ২]

কলিজীব উদ্ধারিতে পরতত্ত্ব হরি। নবদ্বীপে আইলা গৌররূপ আবিষ্করি'॥
যুগধর্ম কৃষ্ণনাম-স্মরণ-কীর্তন। সাঙ্গোপাঙ্গে বিতরিল দিয়া প্রেমধন ॥
জীবের সুনিত্য ধর্ম নাম-সংকীর্তন। অন্য সব ধর্ম নাম-সিদ্ধির কারণ ॥

বিষ্ণুরহস্যে,—

যদভ্যর্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্তনাৎ ॥ ৩ ॥

[সত্যযুগে ভক্তির সহিত শ্রীহরির অর্চন ও শত শত যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে একমাত্র গোবিন্দকীর্তনদ্বারা অবিকল তৎসমস্তই লাভ হয় ॥ ৩ ॥]

সত্যযুগে শত শত যজ্ঞে হর্যর্চন। কলিতে গোবিন্দনামে সে-ফল-অর্জন ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,—নামে অন্য-প্রায়শ্চিত্ত-নিষেধ—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ ৪ ॥

[হরিনামে যত পাপনাশিনী শক্তি বর্তমান, পাতকী ব্যক্তি তত পাপ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৪ ॥]

কোন প্রায়শ্চিত্ত নহে নামের সমান। অতএব কর্মত্যাগ করে বুদ্ধিমান্ ॥

বৈষ্ণব চিন্তামণৌ, (হরিভক্তিবিলাস ১১।২৩৬ সংখ্যাধৃত) কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা

অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনস্তু ততো বরম্ ॥ ৫ ॥

[বিষ্ণুর পাপনাশন স্মরণ বহু আয়াসে সাধিত হয়। কিন্তু (অনায়াসে) ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেই যে বিষ্ণুর কীর্তন হয়, তাহা স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। (কেননা, এইরূপ নামকীর্তন বা নামাভাসদ্বারাই সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে) ॥ ৫ ॥]

তপস্যায় ধ্যানযোগ কষ্টসাধ্য হয়। ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্রে কীর্তন আশ্রয় ॥
ওষ্ঠের স্পন্দনাভাবে নামের স্মরণ। স্মরণকীর্তনে সর্বসিদ্ধি-সংঘটন ॥
অর্চন অপেক্ষা নামের স্মরণ-কীর্তন। অতি শ্রেষ্ঠ বলি' শাস্ত্রে করিল স্থাপন ॥

(হরিভক্তিবিলাস ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য—)

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ৬ ॥

[হে ভরতবংশাবতংস! যিনি শত শত পূর্বজন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান ॥ ৬ ॥]

হরেকৃষ্ণ ষোলনাম অষ্টযুগ হয়। অষ্টযুগ-অর্থে অষ্টশ্লোক প্রভু কয় ॥
আদি হরেকৃষ্ণ অর্থে অবিদ্যাদমন। শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনামসংকীর্তন ॥
আর হরেকৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সর্বশক্তি। সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ে ভজনানুরক্তি ॥
সেইত' ভজনক্রমে সর্বানর্থনাশ। অনর্থাপগমে নামে নিষ্ঠার বিকাশ ॥
তৃতীয়ে বিশুদ্ধভক্ত চরিত্রের সহ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামে নিষ্ঠা করে অহরহ ॥
চতুর্থে অহৈতুকী ভক্তি উদ্দীপন। রুচি সহ হরে হরে নামসংকীর্তন ॥
পঞ্চমেতে শুদ্ধ দাস্য রুচির সহিত। হরেরাম সংকীর্তন স্মরণবিহিত ॥

ষষ্ঠে ভাবাঙ্কুরে হরে রামেতি কীর্তন। সংসারে অরুচি কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ ॥
সপ্তমে মধুরাসক্তি রাধাপদাশ্রয়। বিপ্রলম্ভে রামরাম নামের উদয় ॥
অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব। রাধাকৃষ্ণপ্রেমসেবা প্রয়োজন-লাভ ॥

যথা, ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব বিঃ ৪র্থ লঃ ১১ শ্লোক—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ৭ ॥

[প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে (শ্রদ্ধা হইতে) সাধুসঙ্গ, অতঃপর (সাধুসঙ্গ হইতে) ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি, অতঃপর নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তৎপরে আসক্তি (এই পর্যন্ত সাধনভক্তি); তাহার পর ভাব এবং তদনন্তর প্রেম উদিত হ'ন। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম ॥ ৭ ॥]

ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়। শ্রদ্ধা হৈলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয় ॥
সাধুসঙ্গফলে হয় ভজনের শিক্ষা। ভজনশিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্রদীক্ষা ॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়। অনর্থ খর্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয় ॥
নিষ্ঠানামে যত হয় অনর্থবিনাশ। নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়। ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায় ॥
নামাসক্তি ক্রমে সর্বানর্থ দূর হয়। তবে ভাবোদয় হয় এইত' নিশ্চয় ॥
ইতি মধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া। কুটীনাটী দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া ॥
অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ। নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ ॥

যথা কাত্যায়নসংহিতায়, (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫১ শ্লোকধৃত)—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্বাসবৈশসম্ ॥ ৮ ॥

[প্রদীপ্ত অগ্নির জ্বালায় অথবা পিঞ্জরে অবস্থানও ভাল ; তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সংবাসরূপ বিপদ্ উপস্থিত না হয় ॥ ৮ ॥]

যথ,বিষ্ণুরহস্যে—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্ ।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্ ॥ ৯ ॥

[সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের সহিত আলিঙ্গন বরং ভাল, কিন্তু শেল-যুক্ত নানা-দেবদেবী-সেবকদিগের সহিত সঙ্গ কদাপি উচিত নহে ॥৯॥]

অগ্নিতে পুড়ি বা পঞ্জরেতে বদ্ধ হই । তবু কৃষ্ণবহির্মুখ-সঙ্গ নাহি লই ॥
বরং সর্পব্যাঘ্রকুম্ভীরের আলিঙ্গন । অন্যসেবিসঙ্গ নাহি করি কদাচন ॥

অতএব নামাভাসে সর্বপাপ-বিনাশ ও সংসার-ক্ষয় । যথা, (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৫২)—

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিম্ ।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ১০ ॥

[হে গুণনিধে তুমি পাবনগণের মধ্যে পরমপাবন উত্তমঃ-শ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ নিষ্কপটমতি হইয়া অতি শীঘ্র ॥ সরলভাবে ভজন কর । কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্যের আভাসও অন্তঃকরণ-গহ্বরে প্রকৃষ্টরূপে উদিত হইয়া মহাপাতকরূপ অন্ধকার-রাশিকে বিনষ্ট করে ॥ ১০ ॥]

পরম পাবন কৃষ্ণ তাঁহার চরণ । নিষ্কপট-শ্রদ্ধা-সহ করহ ভজন ॥
যাঁর নামসূর্যাভাস অন্তরে প্রবেশি' । ধ্বংস করে মহাপাপ অন্ধকাররাশি ॥
এই শিক্ষাষ্টকে কহে কৃষ্ণলীলা-ক্রম । ইহাতে ভজনক্রমে লীলার উদ্গম ॥
প্রথমে প্রথম শ্লোক ভজ কিছু দিন । দ্বিতীয় শ্লোকেতে তবে হওত প্রবীণ ॥

চারি শ্লোকে ক্রমশঃ ভজন পক্ক কর। পঞ্চম শ্লোকেতে নিজসিদ্ধদেহ বর॥
ঐ শ্লোকে সিদ্ধদেহে রাধাপদাশ্রয়। আরম্ভ করিয়া ক্রমে উন্নতি উদয়॥
ছয় শ্লোক ভজিতে অনর্থ দূরে গেল। তবে জান সিদ্ধদেহে অধিকার হৈল॥
অধিকার না লভিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে। বিপর্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥
সাবধানে ক্রম ধর যদি সিদ্ধি চাও। সাধুর চরিত দেখি' শুদ্ধবুদ্ধি পাও॥
সিদ্ধদেহ পেয়ে ক্রমে ভজন করিলে। অষ্টকাল সেবাসুখ অনায়াসে মিলে॥
শিক্ষাষ্টক চিন্ত, কর স্মরণ কীর্তন। ক্রমে অষ্টকাল-সেবা হবে উদ্দীপন॥
সকল অনর্থ যাবে পাবে প্রেমধন। চতুর্বর্গ ফল্গুপ্রায় হবে অদর্শন॥

অথ ভজনক্রম—শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক :—(১) নামে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়,—

চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥ ১১॥

[চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন্॥ ১১॥]

সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত নামাষ্টক ৭ম শ্লোক :—নাম চিদ্ঘন-আনন্দস্বরূপ—

সূদিতাশ্রিতজনার্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণপূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥১২॥

[হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি আশ্রিত জনগণের (নামাপরাধ-রূপ) পীড়াসমূহ নাশ কর, তুমি—(ভক্তগণের নিকটে) পরম সুন্দর

চিদ্ঘনসুখস্বরূপ এবং গোকুলবাসিগণের মহোৎসব অর্থাৎ মূর্তিমান্ আনন্দস্বরূপ। অতএব পূর্ণ বপু অর্থাৎ পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১২ ॥]

আশ্রিত জনের সব আর্তিনাশ করি'। অতিরম্য চিদ্ঘন স্বরূপে বিহরি ॥
গোকুলের মহোৎসব কৃষ্ণ পূর্ণরূপ। হেন নামে নমি' প্রেম পাই অপরূপ ॥
নামসংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ। সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

অষ্টাঙ্গ যোগপথ সর্বদা ভয়সঙ্কুল ঃ—যথা ভাগবতে (১।৬।৩৬)—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ১৩ ॥

[পুনঃ পুনঃ কাম-লোভাদি-রিপুবশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবাদ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের অবলম্বন-দ্বারা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না ॥ ১৩ ॥]

যোগে শুদ্ধ করি' চিত্তে একাগ্রহ করে। বহুস্থলে এ কথার ব্যতিক্রম ধরে ॥

কর্ম-জ্ঞানাদির নিন্দা, যথা ভাগবতে (১।৫।১২)—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১৪ ॥

[নৈষ্কর্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিবর্জিত হইলে নিরঞ্জন হইয়াও যখন শোভা পায় না (কেননা তাহাতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য নাই), তখন স্বভাবতঃ অভদ্র যে কর্ম, তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরে অনর্পিত থাকিলে কিরূপে শোভা পাইবে ? ১৪ ॥]

নিরঞ্জন-কর্মাতীত, কভু জ্ঞান-সুশোভিত, শুদ্ধভক্তি বিনা নাহি হয়।
স্বভাব অভদ্র কর্ম, হলেও নিষ্কাম ধর্ম, কৃষ্ণার্পিত নৈলে শুভ নয় ॥

অভক্তিমার্গ ভাগবতে নিন্দিত যথা (ভাঃ ১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ১৫ ॥

[হে বিভো! শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল-বোধ-লাভের জন্য যে-সকল ব্যক্তি চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র তাঁহার চরম ফল হয়। স্থূল তুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোন-প্রকারে তণ্ডুল প্রাপ্ত হয় না তদ্রূপ ॥ ১৫ ॥]

ভক্তিপথ ছাড়ি' করে জ্ঞানের প্রয়াস। মিছে কষ্ট পায় তার হয় সর্বনাশ ॥
অতি কষ্টে তুষ কুটি' তণ্ডুল না পায়। ভক্তিশূন্য জ্ঞানে তথা বৃথা দিন যায় ॥

(২) নামে ভবমহাদাবাগ্নি অনায়াসে নির্বাপিত হয়, যথা ভাগবতে (৬।২।৪৬)—

নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষুতাং তীর্থ-পদানুকীর্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনো-
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ১৬ ॥

[অতএব মুমুক্ষুগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্তন ব্যতীত পাপমূলনাশক কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। আর যে-সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মন মলিনই হইয়া থাকে; কিন্তু হরিকীর্তনে মন নির্মল হয় ও পুনরায় কর্মে আসক্তি জন্মে না ॥ ১৬ ॥]

কর্মবন্ধ সুখণ্ডন, মোক্ষপ্রাপ্তি সংঘটন, কৃষ্ণনাম-কীর্তনে সাধয়।
কর্মচক্র রজস্তমঃ, পূর্ণরূপে বিনির্গম, নাম বিনা নাহি অন্যোপায় ॥

যথা, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৪৬ অধ্যায় :—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।

বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ১৭ ॥

[যিনি 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তিনি মুক্তির পথানুসরণেই বদ্ধপরিকর অর্থাৎ অনায়াসে তাঁহার মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৭ ॥]

যাঁর মুখে একবার নাম নৃত্য করে । মোক্ষসুখ অনায়াসে পায় সেই নরে ॥

(৩) নাম সমস্ত শ্রেয়ের কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণ করেন, যথা, প্রভাসখণ্ডে ;—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ১৮ ॥

[এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতে মধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় হউক্, কিংবা হেলায়ই হউক্, কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তিত হইলে (কীর্তনকারী) নরমাত্রকেই ত্রাণ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥]

সকল মঙ্গল হৈতে পরম মঙ্গল । চিৎস্বরূপ সনাতন বেদবল্লী-ফল ॥

কৃষ্ণনাম একবার শ্রদ্ধায় হেলায় । যাঁহার বদনে সেই মুক্ত সুনিশ্চয় ॥

(৪) নামই বিদ্যাবধূর জীবন । যথা, গারুড়ে ;—

যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যৎ পরমং পদম্ ।

তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥ ১৯ ॥

[হে রাজন্! যদি পরম জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান হইতে পরম পদ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আদরের সহিত গোবিন্দনাম কীর্তন করুন্ ॥ ১৯ ॥]

পরম জ্ঞান হৈতে যে পরম পদ পায়। গোবিন্দকীর্তন সেই করহ শ্রদ্ধায় ॥

যথা, দেবগণ-বচন (ভাঃ ৩।৫।৪০)—

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবা-
স্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রি-
চ্ছায়াং সবিদ্যামথ আশ্রয়েম ॥ ২০ ॥

[হে বিধাতঃ! হে ঈশ! হে পরমাত্মন্! যেহেতু জীবগণ এই সংসারে (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-এই) ত্রিতাপ-গ্রস্ত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হয় না, তজ্জন্য হে ভগবন্! বিদ্যার সহিত বিদ্যমান ভবদীয় পাদপদ্ম ছায়াকেই আশ্রয় করিতেছি (ভাবার্থ—কর্মমার্গে ত' নহেই, ভক্তিব্যতীত জ্ঞানমার্গেও নিরবদ্য শুভ লাভ হয় না।) ॥ ২০ ॥]

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" ॥ ২১ ॥ (ভাঃ ৪।২৯।৪৯)

[যাহাতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি থাকে তাহাই (যথার্থ) বিদ্যা ॥২১॥]

যে শক্তিতে কৃষ্ণে মতি করে উদ্ভাবন। বিদ্যানামে সেই করে অবিদ্যা খণ্ডন ॥
কৃষ্ণনাম সেই বিদ্যাবধূর জীবন। কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥

(৫) নামে আনন্দসমুদ্র বৃদ্ধি করেন। যথা (ভাগবত ৮।৩।২০)

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২২ ॥

[একান্ত ভগবৎপ্রপন্ন জনগণ সমস্তবাঞ্ছাশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত কীর্তনপূর্বক আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হন ॥ ২২ ॥]

অকিঞ্চন হয়ে করে একান্ত কীর্তন। আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হয় সেইজন ॥

(৬) নামের প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়। যথা পদ্মপুরাণে ;—

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং শ্রবণেন যেষাং
আনন্দথুর্ভবতি নর্তিতরোমবৃন্দঃ ॥ ২৩ ॥

['কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় শ্রবণে যাঁহাদের আনন্দ ও রোমাঞ্চের উদয় হয়, তাঁহাদের (সেই ভক্তবৃন্দের)—সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন জনগণের উদ্ধারে বিচক্ষণ পাদুকাসমূহে নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥]

কৃষ্ণনাম শুনি' রোমবৃন্দ নৃত্য করে। আনন্দকম্পন হয় যাঁহার শরীরে ॥
ভবসিন্ধুপঙ্কমগ্ন জীবের উদ্ধার। বিচক্ষণ তিঁহো নমি চরণে তাঁহার ॥

(৭) নামে সর্বাত্মস্নপন হয়। যথা (ভাগবত ১২।১২।৪৮)—

সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ২৪ ॥

[ভগবান্ শ্রীহরির চরিত-কীর্তন বা মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিলে তিনি (শ্রীভগবান্) মানবগণের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া সূর্য যেরূপ অন্ধকাররাশি এবং প্রবল বায়ু যেরূপ মেঘরাশি বিনষ্ট করে, সেইরূপ যাবতীয় দুঃখ দূরীকৃত করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥]

শ্রুত অনুভূত যত অনর্থ-সংযোগ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সব হয় ত' বিয়োগ ॥
যেরূপ বায়ুতে মেঘ, সূর্য তমঃ নাশে। চিত্তে প্রবেশিয়া দোষ অশেষ বিনাশে
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে চিত্তদর্পণমার্জন। অতিশীঘ্র লভে জীব কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥

নাম কৃষ্ণচৈতন্যরসময়মাধুর্যবিগ্রহ যথা, নামাষ্টক ৮ম শ্লোক,—

নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্মিনির্যাসমাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ ২৫ ॥

[হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবন-স্বরূপ এবং তোমার মাধুর্যপ্রবাহ অমৃততরঙ্গের সারাংশ-স্বরূপ। অতএব (আমার প্রার্থনা—) তুমি আমার জিহ্বাতে সর্বদা রসের সহিত অর্থাৎ আনন্দময়-রূপে যথেষ্ট স্ফূর্তিলাভ কর ॥ ২৫ ॥]

মুনিবীণা-উজ্জীবন-সুধোর্মি-নির্ঘাস। মাধুরীতে পরিপূর্ণ কৃষ্ণনামোচ্ছ্বাস ॥
সেই নাম অনর্গল আমার রসনে। নাচুন রসের সহ এই বাঞ্ছা মনে ॥

নাম মুক্তকুলের উপাস্য, নামাভাস সর্বসন্তাপহর,—যথা, নামাষ্টক ২য় শ্লোক,—

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপপটলীং
বিলুম্পসি ॥ ২৬ ॥

[হে শ্রীনাম! তোমার জয় হউক। মুনিগণ সর্বদা তোমার-কীর্তন করেন। তুমি জনগণের অনুরাগ উৎপাদনের জন্য (দয়ালুত্বনিবন্ধন দয়া করিয়া) পরম অর্থাৎ চিন্ময় অক্ষররূপে বিরাজিত। কেহ তোমাকে অনাদরপূর্বকও একবার উচ্চারণ করিলে তুমি তাহার যাবতীয় উগ্র অর্থাৎ অতীব পীড়াদায়ক তাপসমূহ বিলুপ্ত কর ॥ ২৬ ॥]

জীব-শিব লাগি' পরমাক্ষর-আকার। মুনিবৃন্দ গায় শ্রদ্ধা করি', অনিবার ॥
জয় জয় হরিনাম অখিলোগ্রতাপ। নাশ কর হেলাগানে এ বড় প্রতাপ ॥

অতএব নামতত্ত্ব কহিতেছেন, যথা বেদবাক্যসমূহ ;—

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্)

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম যস্মাদুচ্চার্যমান
এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি ॥ ২৭ ॥

[ব্রহ্মের অতিনিকটবর্তী অর্থাৎ নির্দেশক নাম 'ওঁ' যাহাকর্তৃক উচ্চারিত হ'ন, তিনি (শ্রীনাম) তাহাকে সংসারভয় হইতে উদ্ধার করেন, তজ্জন্য শ্রীনাম 'তারক-ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় অভিহিত ॥ ২৭ ॥]

ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো
সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ ॥ ২৮ ॥

[হে বিষ্ণো ! তোমার এই নাম চৈতন্যবিগ্রহ, সর্বপ্রকাশক, যেহেতু তাহা হইতেই সকল বেদের আবির্ভাব ; অথবা ইহা পরমানন্দ এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ, সুলভ অথবা পরবিদ্যারূপ—আমরা সেই নাম বিচারপূর্বক কীর্তন করিতে করিতে ভজন করি ॥ ২৮ ॥]

ততোঽভূত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্ ।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

[যিনি অব্যক্ত-প্রভব স্বরাট্ অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিরাট্রূপ শ্রীভগবান্, তিনিই মূর্তিভেদে ভগবান্, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-নামে অভিহিত এবং সেই পরমাত্মার বাচক—ওঙ্কার—অকার, উকার, মকার ও অর্ধচন্দ্র-বাচক ॥ ২৯ ॥]

অব্যক্ত হইতে কৃষ্ণ স্বরাট্ স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ লিঙ্গত্রয় তন্ত্র ॥
অকার উকার আর মকার নির্দেশ। ওঁ হরি কৃষ্ণ রাম নামের বিশেষ ॥
হরি হইতে অভিন্ন সকল হরিনাম। বাচ্যবাচকভেদে পূর্ণ করে কাম ॥

অতএব,—শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ ৭৬—৭৮)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩০ ॥

[হে হরে হে কৃষ্ণ, হে হরে হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ, হে হরে হে হরে। হে হরে হে রাম, হে হরে হে রাম, হে রাম হে রাম, হে হরে হে হরে ॥

অথবা

হে রাধে হে কৃষ্ণ, হে রাধে হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ, হে রাধে হে রাধে। হে রাধে হে রাধারমণ, হে রাধে হে রাধারমণ, হে রাধারমণ হে রাধারমণ, হে রাধে হে রাধে ॥ ৩০ ॥]

প্রভু কহে কহিলাঙ্ এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥

যথা,—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তি লহরী ৪৭ অঙ্ক)

সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥ ৩১ ॥

[সদ্ধর্মের উদয় করাইবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি, তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্বার্থসিদ্ধি হয় ॥ ৩১ ॥]

নির্বন্ধিনী-মতি-সহ কৃষ্ণনাম করে। অতিশীঘ্র প্রেমফল সেই নামে ধরে ॥

নির্বন্ধ যথা,—

তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভির্জপমালিকা।
সর্বকর্মাণি সর্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা ॥
গোপুচ্ছসদৃশী কার্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা।
তর্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ ॥
অঙ্গুষ্ঠপর্বমধ্যস্থং পরিবর্তং সমাচরেৎ।
ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ।
ভুক্তৌ মুক্তৌ তথাকৃষ্টৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ ॥৩২

[তুলসীকাষ্ঠ অথবা মণিদ্বারা নির্মিতা মালিকা জপকারী সকল ব্যক্তির সমস্ত কর্মের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। মালিকা গোপুচ্ছসদৃসা অথবা সর্পের ন্যায় আকৃতি হইলে শুভপ্রদা। তর্জনীদ্বারা মালিকা স্পর্শ করিবে না। জপকালে মালিকা কম্পিত করিবে না বা দোলাইবে না। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পর্বমধ্যে মালিকা পরিবর্তন করিবে। বামহস্তের দ্বারা মালিকা স্পর্শ করিবে না। হস্ত হইতে মালিকা ভ্রষ্ট করিবে না। ভোগে ও মোক্ষে আকৃষ্ট সুধীগণ মালিকায় মধ্যমাঙ্গুলিতে শ্রীনাম জপ করিবেন ॥ ৩২ ॥]

তত্র নিয়মাঃ,—

মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্।
অব্যগ্রত্বমনির্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ॥ ৩৩ ॥

[মনঃসংযোগ, শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ, মৌন অর্থাৎ কৃষ্ণেতর-কথা বর্জন, মন্ত্রার্থচিন্তন, অব্যগ্রত্ব অর্থাৎ অনাসক্তি ও অনির্বেদ—এই-সকল জপসম্পত্তির হেতু অর্থাৎ কৃষ্ণেতরকথা বর্জনপূর্বক মনঃ-সংযোগ-সহকারে শুদ্ধান্তঃকরণে অনাসক্ত ও অনির্বেদ হইয়া মন্ত্রার্থচিন্তা করিতে করিতে শ্রীনাম জপ করিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥]

জপকালে মনকে একাগ্রভাবে লও।
চিত্তে শুদ্ধ থাক, বৃথা কথা নাহি কও ॥
নামার্থ চিন্তহ সদা ধৈর্যাশ্রয় কর।
নামেতে আদর করি' কৃষ্ণনাম স্মর ॥

নামার্থাঃ, যথা :— শ্রীগোপালগুরুধৃতস্বরূপসিদ্ধান্তবাক্যম্।

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্তিতা ॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে ॥
বৈদগ্ধ্য-সারসর্বস্বং মূর্তিলীলাধিদৈবতম্।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৪ ॥

[ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবান্ চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহ জানিতে হইবে। তিনি অবিদ্যা হরণ করেন বলিয়া 'হরি'-নামে স্মরণীয়। শ্রীকৃষ্ণাহ্লাদ-স্বরূপিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমন হরণ করেন বলিয়া 'হরা'-নামে পরিকীর্তিতা।

আনন্দৈক-সুখস্বামী অর্থাৎ (শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি) আনন্দস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকার একমাত্র সুখস্বরূপ স্বামী কমললোচন শ্যাম গোকুলের আনন্দজনক নন্দনন্দন 'কৃষ্ণ'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তিনি বৈদগ্ধ্যসার-সর্বস্ব এবং মূর্ত-লীলার অধিদেবতা। শ্রীরাধিকার সহিত নিত্য রমণ অর্থাৎ সুরত-লীলার জন্য তিনি (কৃষ্ণ) 'রাম'-নামে অভিহিত ॥ ৩৪ ॥]

চিদ্‌ঘন আনন্দরূপ শ্রীভগবান্। নামরূপে অবতার এইত' প্রমাণ ॥
অবিদ্যাহরণ কার্য হৈতে নাম হরি। অতএব হরে কৃষ্ণ নামে যায় তরি' ॥
কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী শ্রীরাধা আমার। কৃষ্ণমন হরে তাই হরা নাম তাঁর ॥
রাধাকৃষ্ণ-শব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দ রূপ। হরেকৃষ্ণ শব্দে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ ॥
আনন্দ-স্বরূপ-রাধা তাঁর নিত্য স্বামী। কমললোচন শ্যাম রাধানন্দকামী ॥
গোকুল-আনন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। রাধাসঙ্গে সুখাস্বাদে সর্বদা সতৃষ্ণ ॥
বৈদগ্ধ্য-সার-সর্বস্ব মূর্ত-লীলেশ্বর। শ্রীরাধারমণ রাম নাম অতঃপর ॥
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রীযুগল-নাম। যুগল লীলার চিন্তা কর অবিরাম ॥

অতএব, (বৃহন্নারদীয় পুরাণে)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩৫ ॥

[হরির নাম, হরির নাম, কেবল হরিরই নাম। কলিতে অন্য গতি নাই-ই, নাই-ই, নাই-ই। (অর্থাৎ কলিতে হরির নাম ব্যতীত আর গতি নাই, হরিনামই একমাত্র গতি) ॥ ৩৫ ॥

অন্য ধর্ম কর্ম ছাড়ি' হরিনাম সার। কলিযুগে তাহা বিনা গতি নাহি আর ॥

যথা ভাগবতে :—

নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স্বমনো ন সজ্জে-
ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদ্বিলজ্জঃ ॥ ৩৬ ॥

[যদি অচ্যুত ভগবানে স্বীয় মন নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে রাত্রি দিন নির্ভয়, জিতনিদ্র, নির্বেদগ্রস্ত, মিতভুক্, প্রশান্ত ও পরমার্থের একমাত্র দর্শনপথপর হইয়া ভক্ত ভগবানে রতিকর তদীয় (মুখ্য—কৃষ্ণ গোবিন্দাদি) নামসমূহ লজ্জা-ত্যাগপূর্বক পাঠ অর্থাৎ কীর্তন করিবেন ॥ ৩৬ ॥]

রাত্রদিন উন্নিদ্র নির্বিঘ্ন নির্ভয়। মিতভুক্ প্রশান্ত নির্জনে চিন্তাময় ॥
লজ্জা ত্যজি' কৃষ্ণরতি উদ্দীপক নাম। উচ্চারণ করে ভক্ত কৃষ্ণাসক্তিকাম ॥

যথা ভাগবতে (৬।৩ ২২)—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

[নামসঙ্কীর্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ,—এই পর্যন্তই ইহ-জগতে জীবসকলের 'পরমধর্ম' বলিয়া কথিত ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিযোগ কৃষ্ণনামগ্রহণাদি রূপ। 'পরধর্ম' নামে তার নির্ণীত স্বরূপ ॥

কৃষ্ণলীলা-চিন্তা,—

নিশান্তে কীর্তনে কুঞ্জভঙ্গ করে ধ্যান। ক্রমে ক্রমে চিত্ত লগ্নে রসের বিধান ॥

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত-বহু-বিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগীঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥ ৩৮ ॥

[দিবাগমনাশঙ্কায় বৃন্দা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য নিশান্তে শুক-সারিকা প্রভৃতি যে-সকল পক্ষীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কলরবে এবং প্রিয় ও অপ্রিয় কবিতাপাঠের শব্দে প্রবোধিত—তৎকালোচিত-রতিভরে পরম কমনীয় এবং দূর হইতে সখীগণকর্তৃক দৃষ্ট 'কক্খটী'

নাম্নী বানরীর চীৎকারে শঙ্কিত সেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিতে করিতে স্ব-স্ব-ভবনে গমনপূর্বক শয্যায় শয়ন করিলেন ॥ ৩৮ ॥]

দেখিয়া অরুণোদয়, বৃন্দাদেবী ব্যস্ত হয়,
কুঞ্জে নানা রব করাইল।
শুক-শারী-পদ্য শুনি', উঠে রাধা নীলমণি,
সখীগণ দেখি' হৃষ্ট হৈল ॥
কালোচিত সুললিত, কক্‌খটীর রবে ভীত,
রাধাকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেলা, নিভৃতে শয়ন কৈলা,
দুঁহে ভজি সে লীলা স্মরিয়া ॥ ১ ॥
এই লীলা স্মর আর গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণলীলা প্রেমধন পাবে কৃষ্ণধাম ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে নিশান্তভজনং বা
প্রথমযাম-ভজনপ্রকারবর্ণনম্ ॥

দ্বিতীয়যাম-সাধন

প্রাতঃকালীন ভজন

সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তি

(প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড)

নাম-গ্রহণের কালাকাল-বিচার নাই, নাম সর্বশক্তি-সমন্বিত। যথা শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ১॥

[হে ভগবন্! (তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, তজ্জন্য) তুমি তোমার (কৃষ্ণ-গোবিন্দ-গোপীনাথাদি) বহুবিধ নাম বিস্তার করিয়া প্রত্যেকটী নামে স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং তাহা স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। হে প্রভো! (জীববৃন্দের প্রতি) তোমার এতাদৃশী কৃপা, অর্থাৎ এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে জীবগণের নিকটে সুলভ করিয়াছ, কিন্তু আমার (নামাপরাধরূপ) এরূপ দুর্দৈব যে, (তোমার এরূপ সুলভ নামেও) অনুরাগ জন্মিল না॥ ১॥]

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥
সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

নামে রতি-প্রার্থনা, যথা নামাষ্টক ৫ম শ্লোক :—

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্ধতাং নামধেয় ॥ ২ ॥

[হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দনন্দন! হে কমলনয়ন! হে গোপীচন্দ্র! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণতকরুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি হে নামধেয়! তোমার অনেক স্বরূপ আছে ; সেই-সকল স্বরূপে আমার রতি অতিশয়িতরূপে বর্ধিত হউক্ ॥ ২ ॥]

নামে কৃষ্ণ সর্বশক্তি দিয়াছেন, যথা স্কান্দে :—

দানব্রততপস্তীর্থযাত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥ ৩ ॥

[দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রাদি, দেবমহদ্‌গণ, রাজসূয়-যজ্ঞ, অশ্বমেধ-যজ্ঞ ও অধ্যাত্মবস্তু-সমূহের জ্ঞানে যত শুভ-সর্বপাপহর-শক্তি অবস্থিত, শ্রীহরিকর্তৃক তৎসমস্ত আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় নামসমূহে (শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য নামসমূহে) স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥]

ধর্ম-যজ্ঞ-যোগ-জ্ঞানে যত শক্তি ছিল। সব হরিনামে কৃষ্ণ স্বয়ং সমর্পিল॥

নামভজনে শৌচাশৌচ, কালাকাল নিয়ম নাই, যথা বৈশ্বানর-সংহিতায় ;—

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে ॥ ৪ ॥

[শ্রীনামগ্রহণে দেশ-কালের নিয়ম নাই, শৌচাশৌচের বিচার নাই, রাম রাম অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ নাম-সঙ্কীর্তনে শ্রেষ্ঠ মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪ ॥]

দেশকাল শৌচাশৌচ-বিধি নামে নাই। হরে কৃষ্ণ রাম নামে সদ্য ত'রে যাই ॥

দুর্দৈবলক্ষণ যথা ভাগবতে (৩।৯।৭)—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৫ ॥

[(ব্রহ্মা কহিলেন—) "হে ভগবন্! বহির্মুখ-ইন্দ্রিয়যুক্ত ব্যক্তিগণ দৈবকর্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত-অশুভ-উপশম-রূপ আপনার প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয় এবং সর্বদা দীনভাবসে কাম-সুখলেশলব প্রাপ্তির জন্য লোভাভি-ভূতচিত্তে অকুশল কর্মসকল করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥]

তোমার প্রসঙ্গ সর্ব, অশুভ করয়ে খর্ব, দুর্দৈব-প্রভাবে মোর মন।
কামসুখ-লেশ আশে, লোভ অকুশলায়াসে, সে-প্রসঙ্গে না কৈল যতন ॥

ভাগবত (১।৭।৪-৬) বলিয়াছেন,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ॥ ৬ ॥

[শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের নির্মল চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে তিনি পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। কৃষ্ণের দূর-আশ্রিত মায়াতত্ত্বকে দর্শন করিলেন। পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-স্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত, তাঁহার ছায়াস্বরূপ দূরস্থিত মায়াকে দেখিলেন। চিচ্ছক্তির অনুপ্রকাশরূপ-জীবশক্তিপ্রসূত চিৎকণস্বরূপ—মায়াপেক্ষা পরতত্ত্ব জীবকে দেখিলেন। সেই জীব মায়াকর্তৃক মোহিত হইয়া আপনাকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন। মায়াকৃত কার্যসকল অভিমান-দ্বারা 'আমার কৃত' বলিয়া মনে করিতেছেন। আরও দেখিলেন যে, অধোক্ষজ কৃষ্ণে ভক্তিযোগই সেই জীবের অনর্থ-উপশমের একমাত্র কারণ ॥ ৬ ॥]

কৃষ্ণ, কৃষ্ণমায়া, জীব, এই তিন তত্ত্ব। মায়ামোহে মায়াবদ্ধ জীবের অনর্থ ॥
চিৎকণ জীবের কৃষ্ণভক্তিযোগবলে। অনর্থ বিনষ্ট হয় কৃষ্ণপ্রেমফলে ॥
এই তত্ত্ব নাম-সমাধিতে পাইল ব্যাস। ভাগবতে ভক্তিযোগ করিল প্রকাশ ॥
দুর্দৈব বা আরোপিত অনর্থ চারি প্রকার, যথা আম্নায়-সূত্র-ব্যাখ্যায় ;—

মায়ামুগ্ধস্য জীবস্য জ্ঞেয়োঽনর্থশ্চতুর্বিধঃ।
হৃদ্দৌর্বল্যঞ্চাপরাধোঽসত্তৃষ্ণা তত্ত্ববিভ্রমঃ ॥ ৭ ॥

[মায়ামুগ্ধ জীবের জ্ঞাতব্য অনর্থ চতুর্বিধ—হৃদয়-দৌর্বল্য, অপরাধ, অসত্তৃষ্ণা ও তত্ত্ববিভ্রম ॥ ৭ ॥]

মায়ামুগ্ধ জীবের অনর্থ চতুষ্টয়। অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্বল্য বিষময় ॥
অপরাধ, স্বরূপবিভ্রম এই চারি। যাহাতে সংসার-বন্ধ বিপত্তি বিস্তারি ॥

(১) স্বরূপভ্রম বা তত্ত্বভ্রম চারি প্রকার, যথা তত্রৈব ;—

স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বে চ সাধ্যসাধনতত্ত্বয়োঃ।
বিরোধি-বিষয়ে চৈব তত্ত্বভ্রমশ্চতুর্বিধঃ ॥ ৮ ॥

[তত্ত্বভ্রম চতুর্বিধ—স্বতত্ত্বে ভ্রম, পরতত্ত্বে ভ্রম, সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে ভ্রম ও (ভজনের) বিরোধী বিষয়ে ভ্রম ॥ ৮ ॥]

তত্ত্বভ্রম চতুষ্টয় বড়ই বিষম। স্বীয়তত্ত্বে ভ্রম আর কৃষ্ণতত্ত্বে ভ্রম ॥
সাধ্য-সাধনেতে ভ্রম, বিরোধী বিষয়ে। চারিবিধ তত্ত্বভ্রম বদ্ধজীবচয়ে ॥

(২) অসত্তৃষ্ণা চারিবিধ, যথা তত্রৈব ;—

ঐহিকেষ্বেষণা পারত্রিকেষু চৈষণাঽশুভা।
ভূতিবাঞ্ছা মুমুক্ষা চ হ্যসত্তৃষ্ণাশ্চতুর্বিধাঃ ॥ ৯ ॥

[অসত্তৃষ্ণা চতুর্বিধ—ঐহিক বিষয়ে এষণা অর্থাৎ ইচ্ছা বা অন্বেষণ, পারত্রিক বিষয়ে অশুভা এষণা, যোগ-বিভূতিবাঞ্ছা ও মোক্ষ-কামনা ॥ ৯ ॥]

পারত্রিক ঐহিক এষণা ভূতি-কাম। মুক্তিকাম এই চারি অসত্তৃষ্ণা নাম ॥

(৩) অপরাধ চারিবিধ, যথা তত্রৈব ;—

কৃষ্ণনামস্বরূপেষু তদীয়চিৎকণেষু চ।
জ্ঞেয়া বুধগণৈর্নিত্যমপরাধাশ্চতুর্বিধাঃ ॥ ১০ ॥

[অপরাধ চতুর্বিধ—কৃষ্ণনামে অপরাধ অর্থাৎ নামাপরাধ, কৃষ্ণ-স্বরূপে অপরাধ অর্থাৎ সেবাপরাধ, তদীয়ে অর্থাৎ ভক্তের চরণে অপরাধ ও (ভক্ত ব্যতীত অন্য) চিৎকণ জীবে অপরাধ ॥ ১০ ॥]

কৃষ্ণনামে, স্বরূপে ও ভক্তে, অন্য নরে। ভ্রম হৈতে অপরাধ চতুষ্টয় স্মরে ॥

(৪) হৃদ্দৌর্বল্য চারিপ্রকার, যথা তত্রৈব ;—

তুচ্ছাসক্তিঃ কুটীনাটী মাৎসর্যং স্বপ্রতিষ্ঠতা।
হৃদ্দৌর্বল্যং বুধৈঃ শশ্বজ্‌জ্ঞেয়ং কিল চতুর্বিধম্ ॥ ১১ ॥

[পণ্ডিতগণকর্তৃক সর্বদা জ্ঞেয় চতুর্বিধ হৃদ্দৌর্বল্য—তুচ্ছ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর-বিষয়ে আসক্তি, কুটীনাটী অর্থাৎ কপটতা, মাৎসর্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা ও প্রতিষ্ঠাশা ॥ ১১ ॥]

কৃষ্ণেতরবিষয়ে আসক্তি, কুটীনাটী। পরদ্রোহ, প্রতিষ্ঠাশা এইত' চারটি ॥
হৃদয়দৌর্বল্য বলি' শাস্ত্রে নির্ধারিল। ছয় রিপু, ছয় ঊর্মি ইহাতে জন্মিল ॥
যতদিন এ সব অনর্থ নাহি ছাড়ে। তত দিন ভক্তিলতা কভু নাহি বাড়ে ॥

নামসংকীর্তনে সকল অনর্থ দূর হয়, যথা ভাগবতে (১।১।১৪)

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ১২ ॥

[যাঁহাকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করে, তাঁহার নাম ঘোর সংসৃতিতে বিপন্ন হইয়া বিবশতার সহিত যিনি উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্য বিমুক্ত হন ॥১২॥]

এ ঘোর সংসারে পড়ি' কৃষ্ণনাম লয়। সদ্য মুক্ত হয় আর ভয় পায় ভয় ॥

যথা ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৩ ॥

[পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মাভিমানজনিত ভয় হইয়াছে। জীব কৃষ্ণমায়ায় বদ্ধ। অতএব গুরুচরণাশ্রয়পূর্বক পণ্ডিত ব্যক্তি অনন্য-ভক্তি-সহকারে সেই কৃষ্ণকে ভজন করিলে মায়া পার হন ॥ ১৩ ॥]

কৃষ্ণ ছাড়ি' জীব কৈল অন্যাভিনিবেশ। তাই তার বিপর্যয়-স্মৃতি আর ক্লেশ ॥
সদ্গুরু আশ্রয় করি' কৃষ্ণকৃপা-আশে। অনন্য-ভজন করে যায় কৃষ্ণপাশে ॥

এ স্থলে ভক্তিযোগ-লক্ষণ, যথা ভাগবতে (১।২।১২, ১।২।৭)—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ১৪ ॥

[শ্রদ্দধান অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্তনকারিগণ শাস্ত্রশ্রবণজনিত সুকৃতিলব্ধ এবং সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ও ভগবদিতর-বস্তুতে বিরক্ত হইয়া ভক্তিতে অর্থাৎ ভগবদ্-ভাগবত-সেবায় ভগবানে জীবের অধিষ্ঠান এবং জীবে ভগবানের অধিষ্ঠান দর্শন করেন। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র (ভগবদিতর-বিষয়ে) বৈরাগ্য ও অহৈতুক অর্থাৎ অভেদ-সন্ধান-রহিত শুদ্ধজ্ঞান উদিত হয় ॥ ১৪ ॥]

শ্রদ্ধা করি' নাম ভজে সাধুকৃপা পাঞা। ইতরে বিরাগ নিত্য স্বরূপ বুঝিয়া ॥
ইহাকেই বলি ভক্তিযোগ অনুত্তম। ভক্তিযোগে সর্বসিদ্ধি যদি ধরে ক্রম ॥

যেরূপে ভক্তিযোগের আনুকূল্য হয়, তাই বলিতেছেন ভাগবতে (২।৯।৩৫) (চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ৪র্থ শ্লোক)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥ ১৫ ॥

[(চতুঃশ্লোকী ভাগবতের এই শেষ অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন)—আমি স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্য অখণ্ড, অদ্বয়-তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কত প্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্তব্য এই যে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয় অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি-নিষেধ অথবা বিধি-রাগ-ভেদ-অনুসারে সদ্‌গুরুচরণে জিজ্ঞাসাদ্বারা সর্বদা সর্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৫ ॥]

অনর্থনাশের যত্ন দুইত' প্রকার। অন্বয়মুখেতে ব্যতিরেকমুখে আর ॥
অন্বয়মুখেতে বিধি ভজনবিষয়ে। ব্যতিরেকমুখেতে নিষেধ নানাশ্রয়ে ॥

হৃদ্দৌর্বল্য, অসতৃষ্ণা ও অপরাধ-রূপ অনর্থত্রয় দমনের নিষেধ বা ব্যতিরেকমুখে যত্ন-সম্বন্ধে যে-সকল বিধান আছে, তাহা আনুপূর্বিক বলিতেছেন, যথা উপদেশামৃতে (১ম শ্লোক)—

ভক্তির প্রতিকূল ছয়বেগ যথা :—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১৬ ॥

[যে ধীর অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা-রহিত পণ্ডিত ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ষড়্‌বেগ ধারণ করিতে সমর্থ তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। (এই ষড়্-বেগ জয়ীধীর ব্যক্তিই প্রকৃত গোস্বামী।) ॥ ১৬ ॥]

বাক্যবেগ মনোবেগ ক্রোধ-জিহ্বাবেগ। উদর-উপস্থবেগ ভজন-উদ্বেগ ॥
বহুযত্নে নিত্য সব করিবে দমন। নির্জনে করিবে রাধাকৃষ্ণের ভজন ॥

ঐ (২য় শ্লোক)—ভক্তির কণ্টক ছয় দোষ যথা :—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥

[অত্যাহার অর্থাৎ অধিক সঞ্চয় বা আহরণ, প্রয়াস অর্থাৎ ভক্তির প্রতিকূল-চেষ্টা, প্রজল্প অর্থাৎ অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ স্বাধিকারগত নিয়ম-বর্জন ও স্বীয় অধিকার-বহির্ভূত নিয়ম-গ্রহণ, জনসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্মধ্বজী প্রভৃতি কৃষ্ণা-ভক্তগণের সঙ্গ, লৌল্য অর্থাৎ অসতৃষ্ণাময় মত-গ্রহণ-চাঞ্চল্য—এই ষড়্-বিধ দোষদ্বারা ভক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥]

অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জনসঙ্গ। নিয়ম-আগ্রহ লৌল্যে হয় ভক্তি-ভঙ্গ ॥

ঐ (৪র্থ শ্লোক)—ভক্তি-পোষক ছয় সৎসঙ্গ যথা :—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥ ১৮॥

[(ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক) দান, (ভক্তপ্রদত্ত বস্তু প্রসাদ-রূপে) প্রতিগ্রহণ, স্বীয় গুপ্তকথা (ভক্তের নিকটে) ব্যক্ত করা, (ভজন-সম্বন্ধীয় ভক্তের গুপ্তকথা) জিজ্ঞাসা করা, (ভক্তপ্রদত্ত অন্নাদি) ভোজন করা, (ভক্তকে প্রীতিপূর্বক) ভোজন করান—এই ছয়-প্রকার (সৎসঙ্গরূপ) প্রীতির লক্ষণ ॥ ১৮ ॥]

আদান প্রদান প্রীতে, গূঢ়-আলাপন। আহার ভোজন ছয় সঙ্গের লক্ষণ ॥
সাধুর সহিত সঙ্গে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। অভক্ত অসৎসঙ্গে ভক্তি হয় ক্ষয় ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮।২৪) ভোগ-বুদ্ধিতে বিষয়ি-দর্শন ও স্ত্রীলোক-দর্শন নিষেধ ;—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ১৯॥

[(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু খেদের সহিত কহিলেন—হায়!) ভবসাগর পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এইরূপ ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িগণের ও যোষিদ্‌গণের সন্দর্শন—বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু অর্থাৎ অধিকতর অনিষ্টকর ॥ ১৯ ॥]

নিষ্কিঞ্চন ভজন-উন্মুখ যেই জন। ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে যাঁর মন ॥
বিষয়ি-মিলন আর যোষিৎ-সম্মিলন। বিষপানাপেক্ষা তাঁর বিরুদ্ধঘটন ॥

সাধুনিন্দাপরাধবর্জন, অক্ষজজ্ঞানে বৈষ্ণব-দর্শন অপরাধজনক,—যথা উপদেশামৃতে (৬ষ্ঠ শ্লোক)—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চদোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ ॥ ২০ ॥

[এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের (নীচবর্ণ-কর্কশতা-আলস্যাদি) স্বাভাবিক দোষ ও (কদর্যবর্ণ-কুগঠন-ব্যাধি-জরাদি-জনিত-কুদর্শনাদি) শারীরিক দোষ প্রাকৃত-দৃষ্টিতে দর্শন করা উচিত নহে অর্থাৎ ঐ দোষদ্বয়-দর্শনে ভগবদ্ভক্তকে কর্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীব জ্ঞান করিতে নাই। নীরধর্মগত বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্কদ্বারা গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবধর্ম অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব কখনও পরিত্যক্ত হয় না, (তদ্রূপ বাহ্য-দর্শনে যাহাই লক্ষিত হউক, আত্মস্বরূপ-লব্ধ বৈষ্ণবের কোন দোষ থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাতে কোনও প্রকার দোষ দেখিতে নাই।) ॥ ২০ ॥]

স্বভাবজনিত আর বপুদোষে ক্ষণে। অনাদর নাহি কর শুদ্ধভক্তজনে ॥
পঙ্কাদি জলীয় দোষে কভু গঙ্গাজলে। চিন্ময়ত্ব-লোপ নহে, সর্বশাস্ত্রে বলে ॥
অপ্রাকৃত ভক্তজন পাপ নাহি করে। অবশিষ্ট পাপ যায় কিছু দিন পরে ॥

প্রতিষ্ঠাশা ও কপট কুটীনাটী-দৌরাত্ম্যবর্জন, যথা মনঃশিক্ষায় (৭ম শ্লোক)

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ২১ ॥

[হে মন! প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব বিশুদ্ধ সাধুপ্রেম কিরূপে এই হৃদয় স্পর্শ করিবে?

তুমি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ অতুলনীয় সামন্তরাজের সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণীকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া সাধু প্রেমকে তথায় প্রবেশ করাইবেন ॥ ২১ ॥]

ঐ (৬ষ্ঠ শ্লোক) :—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটীনাটী-ভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ২২ ॥

[হে মন! তুমি কি জন্য প্রকৃষ্টরূপে উদীয়মান কপটতাজনিত কুটিনাটিরূপ গর্দভের ক্ষরিত মূত্রে স্নান করিয়া নিজকে এবং আমাকে দগ্ধ করিতেছ? তুমি সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদযুগলবিষয়ক প্রেমভক্তি-রূপ বিলসমান সুধাসমুদ্রে স্নান করিয়া নিজকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥ ২২ ॥]

প্রতিষ্ঠাশা কুটীনাটী যত্নে কর দূর। তাহা হৈলে নামে রতি পাইবে প্রচুর ॥

দশবিধ নামাপরাধ অবশ্য ত্যাগ করিবে, যথা পাদ্মে (স্বর্গখণ্ড ৪৮ অঃ)

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
(৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
(৫) তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্।
(৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

(৮) ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
(১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমেতি পরমঃ সোঽপি নাম্ন্যপরাধকৃৎ ॥ ২৩ ॥

[(১) সাধুগণের নিন্দা নামের চরণে মহাপরাধ বিস্তার করে। যে (নামপরায়ণ) সাধু হইতে শ্রীনামের প্রসিদ্ধি অর্থাৎ শ্রীনামের মহিমা প্রচারিত হইতেছে, শ্রীনাম কিরূপে তাঁহার গর্হণ অর্থাৎ সাধুনিন্দা সহ্য করিবেন? (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ-দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন, এইরূপ বুদ্ধি করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) গুরুর অবজ্ঞা অর্থাৎ নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত-বুদ্ধিতে অসূয়া; (৪) বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির নিন্দা; (৫) অর্থবাদ অর্থাৎ হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিজ্ঞান করা; (৬) ভগবন্নামসমূহকে কল্পনাপ্রসূত মনে করা; (৭) নামবলে যাহার পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম-নিয়ম আসন-ধ্যানধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়াদ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্মের সহিত অপ্রাকৃত নামগ্রহণকে সমান বা তুল্য জ্ঞান করাও অনবধানতা বা প্রমাদ-রূপ নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ-দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকটে অপরাধ; (১০) যে ব্যক্তি শ্রীনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার'

এইরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-শ্রবণে বা গ্রহণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সে-ও নামাপরাধী ॥ ২৩ ॥]

সাধু-অনাদর আর অন্যে ঈশ-জ্ঞান। গুরুকে অবজ্ঞা, নাম-শাস্ত্রে অপমান ॥
নামে অর্থবাদ, নামবলে পাপান্ধতা। অন্য শুভ কর্ম-সহ নামের সমতা ॥
শ্রদ্ধাহীনে নাম দান, জড়াসক্তিক্রমে। মাহাত্ম্য জানিয়া নামে শ্রদ্ধা নহে ভ্রমে ॥
এই দশ-অপরাধ যত্নে পরিহরি'। হরিনামে কর ভাই ভজন-চাতুরী ॥

ফল্গুবৈরাগ্যবর্জন, যথা ভক্তিরসামৃতে (পূঃ বিঃ ২।১২৬)

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ ২৪ ॥

[সাত্বত-শাস্ত্র, শ্রীমূর্তি, ভগবন্নাম, মহাপ্রসাদ ও গুরু-বৈষ্ণবগণ প্রমুখ হরিসম্বন্ধি-বস্তুসমূহকে প্রাকৃত-জ্ঞানে মুমুক্ষুগণকর্তৃক পরিত্যাগ 'ফল্গু-বৈরাগ্য'-নামে কথিত হয় ॥ ২৪ ॥]

প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ভক্তিসম্বন্ধবিষয়। মুমুক্ষুজনের ত্যাগ ফল্গু নাম হয় ॥

ন্যাসাধিকারপ্রাপ্ত জীবের কর্মাধিকারত্যাগ, যথা ভাগবতে (১১।৫।৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥ ২৫ ॥

[যিনি সর্বভাবের দ্বারা সর্ব-কর্ম ত্যাগ করিয়া সর্বদা শরণ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী থাকেন না অর্থাৎ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত থাকেন ॥ ২৫ ॥]

একান্ত হইয়া নামে যে লয় শরণ। দেবাদির ঋণ তার নহে কদাচন ॥

কেবল-নিয়মাগ্রহ বর্জন করিবে, নিয়মের তাৎপর্যাগ্রহ হইবে, যথা পাদ্মে—

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ২৬ ॥

[বিষ্ণু সর্বদা স্মর্তব্য, কখনও বিস্মর্তব্য নহেন,—সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী কথার অনুগত ॥ ২৬ ॥]

যাহে কৃষ্ণস্মৃতি হয়, তাই বিধি জানি। কৃষ্ণবিস্মারক কায নিষেধ বলি' মানি ॥

কর্ম-জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তাদির চেষ্টা করিবে না, যথা পাদ্মে ;—

হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্দ্বিপদপাংশলঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ ॥
নাম্নোঽপি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ ২৭ ॥

[যে নরাধম শ্রীহরির চরণে অপরাধ অর্থাৎ সেবাপরাধসমূহ করিয়া থাকে, কদাচিৎ যদি তাহার নামাশ্রয় হয়, তাহা হইলে সে সেই নাম-গ্রহণ-ফলে নিশ্চয়ই মায়াসমুদ্র হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে। নামসমূহই নামাপরাধিগণের পাপ হরণ করেন, অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণ করিলে সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥]

কৃষ্ণের শ্রীমূর্তি-প্রতি অপরাধ করি'। নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি' ॥
নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়। অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

অন্বয়মুখে স্বরূপ-জ্ঞানের যত্ন করিবে। প্রথমে কৃষ্ণস্বরূপ-জ্ঞান, তাঁহার গুণ ও লীলা। যথা চতুঃশ্লোকী ভাগবতে (২।৯।৩২)

(১ম) অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৮ ॥

[(ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—) এই জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্বচনীয় ব্রহ্মপর্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না, সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥২৮॥

চিদ্ঘন-স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্য সনাতন। কৃষ্ণশক্তি-পরিণতি অন্য সংঘটন ॥
সকলের অবশেষে কৃষ্ণ চিদ্ভাস্কর। অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব কৃষ্ণেতর ॥

মায়াশক্তি-স্বরূপজ্ঞান ও জীবশক্তি-স্বরূপজ্ঞান যথা তত্রৈব (২।৯।৩৩)

(২য়) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২৯ ॥

[স্বরূপতত্ত্বই অর্থ অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্ম-তত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। ইহার দুই প্রকার পরিচয়—আভাস ও তমঃ। জীবই আভাস-পরিচয়। চিৎ-শক্তি অণু-তটস্থ-অবস্থায় 'আভাস'-রূপ জীব, সুতরাং তাঁহার চিৎ-পরিচয়। অচিন্মায়ায় 'তমঃ'-পরিচয় ; তাহাতে জড় জগৎ ॥ ২৯ ॥]

কৃষ্ণশক্তি মায়া, কৃষ্ণ হৈতে ভেদাভেদ।
চিচ্ছক্তি স্বরূপাশ্রিতা চিজ্জ্যোতিসম্ভেদ ॥
জড়াকারে মায়াশক্তি ছায়া তমোধর্ম।
প্রপঞ্চ-প্রতীতি যাহে বিনশ্বরকর্ম ॥

জীব ও জড় কৃষ্ণ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সত্ত্বেও কৃষ্ণের নিত্যস্বরূপে পৃথগবস্থান। যথা তত্রৈব (২।৯।৩৪)

(৩য়) যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩০ ॥

[যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্রভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট-রূপে স্বতন্ত্র বিদ্যমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্বভূতে সর্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্-রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ ॥ ৩০॥]

মহাভূত উচ্চাবচ-ভূতে অবস্থিত। হইয়াও পূর্ণরূপে মহাভূতে স্থিত ॥
সেইরূপ চিদংশ-জীবে কৃষ্ণাংশ ব্যাপিত। হইয়াও পূর্ণ কৃষ্ণ স্বরূপাবস্থিত ॥

নামাদিস্বরূপজ্ঞান ;—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৮ পদ্মপুরাণ-বচন)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৩১॥

[কৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত ; কারণ, নাম-নামীতে ভেদ নাই ॥ ৩১ ॥]

হরিনাম চিন্তামণি চিদ্রসস্বরূপ। পূর্ণ জড়াতীত নিত্য কৃষ্ণ-নিজরূপ ॥

ভক্তিরসামৃতে (পূঃ বিঃ ২।১০৯)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ৩২ ॥

[অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত-জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য নহেন। তাঁহা (শ্রীকৃষ্ণনামাদি) ভক্তের (নিরন্তর-নামগ্রহণাত্মক) সেবোন্মুখ-অপ্রাকৃত-জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়সমূহে স্বয়ং স্ফূর্তি-লাভ করেন ॥৩২॥]

নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সেবামুখে কৃপা করি' ইন্দ্রিয়ে উদয় ॥

অন্বয়মুখে নামাধিকার-যত্ন, যথা ভাগবতে (১১।২১।২)

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

[নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্যয়ই দোষ। গুণ-দোষের এইরূপ নির্ধারণ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥]

অধিকার-সুসম্মত কার্যে হয় গুণ। বিপরীতকার্যে দোষ বুঝিবে নিপুণ ॥

নামাধিকার, যথা ভাগবতে (১১।২০।২৭-২৮)

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥৩৪॥

[(ভগবান্ বলিতেছেন,—) মদীয় চরিতকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, (আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাত্মক) সকল কর্মে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি কাম অর্থাৎ বিষয়বাসনারাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলে (মদ্ভক্তিদ্বারাই সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে, এইরূপ) দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে দুঃখপরিণামক বিষয়ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। (এই কার্য নিষ্কপট হইলে আমি তাঁহাকে কৃপা করি) ॥ ৩৪ ॥]

কৃষ্ণকথা-শ্রদ্ধালাভ ত্যজে কর্মাসক্তি। দুঃখাত্মক কামত্যাগে তবু নহে শক্তি॥
কাম-সেবা করে তাহা করিয়া গর্হণ। সুদৃঢ়ভজনে কামে করে বিধ্বংসন॥
পুণ্যময় কামমাত্র উদ্দিষ্ট এথায়। পাপকামে শ্রদ্ধধানের আদর না হয়॥

ছয়টী ভজনানুকূল স্বভাবে যত্ন, যথা উপদেশামৃতে (৩য় শ্লোক)

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥৩৫॥

[(ভক্তির অনুকূল-বিষয়ে) উৎসাহ, দৃঢ়বিশ্বাস, ধৈর্য (অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্যাবলম্বন), তত্তৎকর্ম-প্রবর্তন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন এবং কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে ভোগবর্জন, (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তরূপ) দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ এবং ভক্তিসদাচারের অনুষ্ঠান—এই ছয়টীতে ভক্তি সিদ্ধ হয় ॥ ৩৫ ॥]

উৎসাহ, দৃঢ়তা, ধৈর্য, ভক্তিকার্যে রতি।
সঙ্গত্যাগ, সাধুবৃত্তি, ছয়ে কর মতি ॥

প্রকৃত সাধুসঙ্গের জন্য যত্ন করা আবশ্যক, যথা ভাগবতে (৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

[(ভগবান্ শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—) সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে-সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক-কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা অর্থাৎ সাধনভক্তি, রতি অর্থাৎ ভাবভক্তি এবং ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তির উদয় হইবে ॥ ৩৬ ॥]

সাধুসঙ্গে হয় কৃষ্ণকথা-রসায়ন । তাহে-শ্রদ্ধা রতি-ভক্তি ক্রমে উদ্দীপন ॥

সৎসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, তাহা উপদেশামৃতে (৫ম শ্লোক)

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্ ।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৩৭ ॥

[যাঁহার মুখে এক কৃষ্ণনাম উদিত হ'ন, তাঁহাকে (কনিষ্ঠাধিকারীকে) (মধ্যমাধিকারী) (স্ব-সম্পর্কবোধে) মনে মনে আদর করিবেন । যদি তিনি দীক্ষিত হইয়া শ্রীহরির ভজনে প্রবৃত্ত হ'ন অর্থাৎ সদসদ্ বিচারজ্ঞ হইয়া মধ্যমাধিকারী হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণতি প্রভৃতি-দ্বারা আদর করিতে হইবে । আর অন্যনিন্দাদিশূন্য-হৃদয়, একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, ভজন-বিজ্ঞ অর্থাৎ মানসসেবায় অষ্টকালীয় ভজনে সুদক্ষ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়-আশয়-স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা (মধ্যম-অধিকারী) আদর করিবেন ॥ ৩৭ ॥]

অকৈতবে কৃষ্ণনাম যার মুখে শুন। মনেতে আদর তারে কর পুনঃ পুনঃ॥
ভক্তিসম্প্রদায় লভি' যেই কৃষ্ণ ভজে। আদর করহ পড়ি' তার পদরজে॥
স্বীয়-পর-বুদ্ধিশূন্য অনন্যভজন। যাঁহার, তাঁহার সেবা কর অনুক্ষণ॥

যুক্তবৈরাগ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহপূর্বক নাম কর, যথা ভঃ রঃ সি পূঃ বিঃ (২।১২৫)—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ ৩৮॥

[(কৃষ্ণেতর) বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র-গ্রহণরূপ কার্যটী 'যুক্ত বৈরাগ্য'-সংজ্ঞিত হয়॥ ৩৮॥]

যথাযোগ্য বিষয়ভোগ অনাসক্ত হঞা। সুযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তি-সম্বন্ধ করিয়া॥

যথা ভাগবতে (৭।১১।৩২)

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ ৩৯॥

[স্বভাবকৃত-বৃত্তির সহিত বর্তমান স্বধর্মাচারী ধীরে ধীরে আপনার স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কাম-ভাব প্রাপ্ত হ'ন॥ ৩৯॥]

স্বভাববিহিত-বৃত্তি করিয়া আশ্রয়। নিষ্পাপ জীবনে কর কৃষ্ণনামাশ্রয়॥

তত্র কৌশল, যথা তত্রৈব (১১।৭।৩৯)

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাঙ্মনঃ॥ ৪০॥

[প্রাণবায়ু যেরূপ রূপ-রসাদি বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া জীবন রক্ষার উপযোগিরূপে কেবলমাত্র আহারাদি লাভ করিয়াই প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ মনস্বী পুরুষও যাহাতে জ্ঞান বিনষ্ট এবং বাক্য ও মন বিক্ষিপ্ত

না হয় তাদৃশ-জীবিকা মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, পরন্তু ইন্দ্রিয়সমূহের অভীষ্টবৃত্তিসকলদ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না ॥ ৪০ ॥]

অপ্রজল্পে কর প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকার। ইন্দ্রিয়ের প্রিয়বৃত্তি না কর স্বীকার ॥
বাগিন্দ্রিয়, মনোজ্ঞান যাহে স্বাস্থ্য পায়। এরূপ আহারে যুক্ত-বৈরাগ্য না যায় ॥

সঙ্গসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান, যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ; (২।১৩)

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ ॥ ৪১ ॥

[যে ব্যক্তির যেরূপ সঙ্গ, মণিস্পর্শের ন্যায় তাহার সেইরূপ গুণ হয় ; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভজনোন্নতির জন্য স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ উন্নত সাধুগণের সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। (কারণ শুদ্ধ সাধুলোকের সঙ্গদ্বারা শুদ্ধ সাধু হওয়া যায়।) ॥ ৪১ ॥]

স্বযুথের মঙ্গল ও অন্যে রাখি' দূর। যথা সঙ্গ যথা ফল পাইবে প্রচুর ॥

যত্নপূর্বক মহাজনের পথে চলিবে, যথা স্কান্দে :—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ ৪২ ॥

[প্রাচীন মহাজন সাধুগণ যে পথ অনায়াসে অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয়, যেহেতু তাহা চরমমঙ্গলপ্রদ এবং ক্লেশনির্মুক্ত ॥ ৪২ ॥]

শ্রৌত-পন্থাই ভক্তিপথ, যথা ব্রহ্মযামলে :—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ৪২ ॥

[শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রবিধি-ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ক ॥]

পূর্ব-মহাজন-পথে চলে অনায়াসে। নবপথে উৎপাত আসিয়া জীবে নাশে ॥
অনর্থ-নাশের যত্ন কভু নাহি যার। নামকৃপা নাহি পায় দুর্দৈব তাহার ॥
নামকৃপা বিনা কোটি কোটি যত্ন করে। তাহাতে অনর্থ কভু নাহি ছাড়ে তারে ॥
নিষ্কপটে যত্নে কাঁদে নামের চরণে। দূর হয় অনর্থ তাহার অল্প দিনে ॥
অনর্থ ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন। একান্তভাবেতে লও নামের শরণ ॥

একান্ত ভজনে যত্নসমষ্টি, যথা হরিভক্তিবিলাসে ঃ—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্তন্তে স্বয়ং হি তে।
সর্বত্যাগেঽপ্যহেয়ায়াঃ সর্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য়ুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্ ॥
প্রভাতে চার্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্ ॥ ৪৩ ॥

[এই প্রকারে যে-সকল ঐকান্তিক ভক্ত পরম-প্রীতির সহিত প্রায় অর্থাৎ বহুলভাবে প্রভু শ্রীবিষ্ণুর কীর্তন ও স্মরণ করেন, তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্যে রুচি হয় না।

ইঁহাদের যে কোন ভাবে প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্তির চরণ-সেবনে অভিলাষ, স্ব-স্ব-মন্ত্র ও স্ব-স্ব রসের দ্বারাই তদ্বিধি অর্থাৎ তাহা বিহিত হইয়া থাকে। তাঁহারা স্বতঃই বিহিত নিত্যসেবায় প্রবর্তিত হ'ন।

সর্বত্যাগ করিয়াও যাহা অত্যাজ্য অর্থাৎ ত্যাগ করিতে পারা যায় না, সেই সর্বপ্রকার অনর্থের আধার প্রতিষ্ঠা-রূপিণী বিষ্ঠার অস্পর্শনে যত্ন করা কর্তব্য; তাহাই অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া তাহা

পরিত্যাগের যত্ন অপেক্ষা যাহাতে ইহার স্পর্শ না হয় তজ্জন্য প্রযত্নই বরণীয়।

যাঁহারা প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় এবং মধ্যরাত্রিতে শ্রীহরিকীর্তন করেন, তাঁহাদের অন্যসাধন নাই অর্থাৎ অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই, (শ্লোকের শেষ পাদের পাঠান্তর 'তে তরন্তি ভবার্ণবম্'—তাঁহারা ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন)॥ ৪৩॥]

একান্ত ভক্তের মাত্র কীর্তন-স্মরণ। অন্য পর্বে রুচি নাহি হয় প্রবর্তন॥
ভাবের সহিত হয় শ্রীকৃষ্ণসেবন। স্বারসিকী-ভাব ক্রমে হয় উদ্দীপন॥
একান্ত ভক্তের ক্রিয়া-মুদ্রা রাগোদিত। তথাপি সে সব নহে বিধি-বিপরীত॥
সর্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন। প্রতিষ্ঠাশাত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ॥
প্রভাতে গভীর রাত্রে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়। অনর্থ ছাড়িয়া লও নামের আশ্রয়॥
এইরূপে কীর্তন স্মরণ যেই করে। কৃষ্ণ-কৃপা হয় শীঘ্র, অনায়াসে তরে॥
শ্রদ্ধা করি' সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-নাম লয়। অনর্থ সকল যায় নিষ্ঠা উপজয়॥

প্রাতঃকালে নিত্যলীলা করিবে চিন্তন।
চিন্তিতে চিন্তিতে ভাবের হইবে সাধন॥

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে-
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে॥ ৪৪॥

[যিনি প্রভাতে স্নানান্তে (বিবিধ অলঙ্কারে) ভূষিতা এবং যশোদা-কর্তৃক আহূতা হইয়া সখীগণের সহিত তাঁহার গৃহে (গমনপূর্বক) যথাবিহিত অন্নাদি—পাকরচনা ও শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে, আর যিনি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া গোগৃহে

গমনপূর্বক যথানিয়মে গোদোহন, স্নান এবং সহচরগণের সহিত ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৪৪ ॥]

রাধা স্নাত বিভূষিত, শ্রীযশোদা-সমাহূত,
সখীসঙ্গে তদ্গৃহে গমন।
তথা পাক-বিরচন, শ্রীকৃষ্ণাবশেষাশন,
মধ্যে মধ্যে দুঁহার মিলন ॥
কৃষ্ণ নিদ্রা পরিহরি,' গোষ্ঠে গোদোহন করি,'
স্নানাশন সহচর-সঙ্গে।
এই লীলা চিন্তা কর, নামপ্রেমে গরগর,
প্রাতে ভক্তজন-সঙ্গে রঙ্গে ॥
এই লীলা চিন্ত আর কর সংকীর্তন।
অচিরে পাইবে তুমি ভাব-উদ্দীপন ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে দ্বিতীয়যামসাধনম্।

তৃতীয়যাম-সাধন

পূর্বাহ্নকালীয়ভজন—নিষ্ঠা-ভজন

(ছয়দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্যন্ত)

নামকীর্তনের অধিকারী নির্ণয়—নাম-সাধন-প্রণালী—যথা শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ১॥

[যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হ'ন, নিজে মানশূন্য হইয়া অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী॥ ১॥]

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন। ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥

এস্থলে শরণাপত্তি এইরূপ, যথা বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ ২॥

[(শরণাগতির ছয় প্রকার লক্ষণ—) ১। আনুকূল্যসঙ্কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল-বিষয়-গ্রহণে সঙ্কল্প, ২। প্রাতিকূল্য-বিবর্জন অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল-বিষয় সর্বতোভাবে পরিত্যাগ, ৩। কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন, অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আমার রক্ষাকর্তা আর কেহ নাই—এই বিশ্বাস, ৪। শ্রীকৃষ্ণকে গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, ৫। আত্ম-নিক্ষেপ অর্থাৎ আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র না, উহা কৃষ্ণেচ্ছার পরতন্ত্র—এইরূপ বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ, ৬। কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীনবুদ্ধি ॥২॥

ভক্তি-অনুকূল যাহা তাহাই স্বীকার। ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার॥
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্তা আর কেহ নাই। কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই॥
আমি আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন। নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন যাপন॥

আদৌ দেহাভিমান পরিত্যাগ। যথা মুকুন্দমালায় (৩৭ শ্লোক) :—

ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্মতে, নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥৩॥

[এই শতসন্ধি-জর্জর (পাঞ্চভৌতিক) দেহ অবশ্য পাতিত হইবে এবং পরিণামে চূর্ণ অর্থাৎ কৃমিবিষ্ঠায় পরিণত হইবে। হে মূঢ় দুষ্ট মন, তুমি কি ঔষধ জিজ্ঞাসা করিতেছ? ভবব্যাধি হইতে নিরাময় হইবার একমাত্র ঔষধ শ্রীকৃষ্ণনাম-রসায়ন, তাহাই তুমি পান কর, অর্থাৎ নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর ॥ ৩ ॥]

শতসন্ধি-জর-জর, তব এই কলেবর, পতন হইবে একদিন।
ভস্ম ক্রিমি বিষ্ঠা হ'বে, সকলের ঘৃণ্য তবে, ইহাতে মমতা অর্বাচীন॥
ওরে মন, শুন মোর এ সত্য বচন।
এ রোগের মহৌষধি, কৃষ্ণনাম নিরবধি, নিরাময় কৃষ্ণ-রসায়ন॥

তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা ও সর্বভূতদয়াকে বরণ কর, যথা (ভাঃ ৩।৯।১২)

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্বভূতদয়য়াঽসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥ ৪ ॥

[(হে ভগবন্!) আপনি সকল প্রাণীতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত এবং সকলের একমাত্র বন্ধু। আপনি অভক্তগণের লভ্য নহেন। সর্ব-ভূতে দয়াশীল বলিয়া আপনি সকলের প্রতি সুপ্রসন্ন; কিন্তু সকাম দেবগণ নানাবিধ উপচারদ্বারা উপাসনা করিয়াও আপনার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না ॥ ৪ ॥]

বহু উপচারার্পণে, পূজি' কামী দেবগণে, প্রসন্নতা না ল'ভে তোমার।
সর্বভূতে দয়া করি', ভজে অখিলাত্মা হরি, তারে কৃপা তোমার অপার ॥

ভক্তমানদত্ব-ধর্মমাহাত্ম্য, যথা মুকুন্দমালায় (৩৫ শ্লোক):—

শৃণ্বন্ সতো ভগবতো গুণকীর্তনানি
দেহে ন যস্য পুলকোদ্গমরোমরাজিঃ।
নোৎপদ্যতে নয়নয়োর্বিমলাম্বুমালা
ধিক্ তস্য জীবিতমহো পুরুষাধমস্য ॥ ৫ ॥

[সাধুমুখে ভগবানের গুণ অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সম্বন্ধীয় কীর্তন-সমূহ শ্রবণ করিয়াও যাহার দেহে পুলক ও রোমাঞ্চের উদয় না হয়, নয়নদ্বয় হইতে বিমল জল অর্থাৎ প্রেমাশ্রু নির্গত না হয়, অহো! সেই পুরুষাধমের জীবনকে ধিক্ ॥ ৫ ॥]

সাধুমুখে যেইজন, কৃষ্ণনাম-গুণগণ, শুনিয়া না হৈল পুলকিত।
নয়নে বিমল জল, না বহিল অনর্গল, সে বা কেন রহিল জীবিত ॥

কৃষ্ণমহিমাজ্ঞানং তত্রৈব (৪৩ শ্লোক) ঃ—

কৃষ্ণো রক্ষতি নো জগত্ত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণো হি বিশ্বম্ভরঃ
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণে লয়ং গচ্ছতি।
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং কৃষ্ণস্য দাসা বয়ং
কৃষ্ণেনাখিলসদ্গতির্বিতরিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৬ ॥

[জগত্ত্রয়গুরু শ্রীকৃষ্ণই আমাদিগকে রক্ষা করেন, কৃষ্ণই বিশ্বম্ভর অর্থাৎ বিশ্বকে (সর্বপ্রকারে) ভরণ ও পোষণ করেন, এই জগৎ কৃষ্ণ হইতেই উত্থিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণেই লয়প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণেই এই অখিল বিশ্বের অবস্থিতি। আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস। সকল প্রকার সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই বিতরিত হইয়াছে। সেই শ্রীকৃষ্ণে নমস্কার ॥ ৬ ॥

জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ। কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করেন পালন ॥
কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞাছে উদয়। অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয় ॥
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত, জীব কৃষ্ণদাস। সদ্‌গতিপ্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস ॥
জনম লয়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে। কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে ॥

কৃষ্ণভজনে ব্যাকুলতা, যথা তত্রৈব (৩৩ শ্লোক) ঃ—

কৃষ্ণ ! ত্বদীয়-পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ ভজনং কুতস্তে ॥ ৭ ॥

[হে কৃষ্ণ ! অদ্যই আমার মানস-রাজহংস তোমার পদপঙ্কজ-পঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া থাকুক। প্রাণপ্রয়াণকালে আমার কণ্ঠ কফ, বাত ও পিত্তদ্বারা অবরুদ্ধ হইবে। সুতরাং তখন আর ভজন কি প্রকারে সম্ভবপর ? ৭ ॥]

বৃথা দিন যায় মোর মজিয়া সংসারে। এ মানসরাজহংস ভজুক তোমারে ॥
অদ্যই তোমার পাদপঙ্কজপঞ্জরে। বদ্ধ হ'য়ে থাকু হংস রসের সাগরে ॥
এ প্রাণ প্রয়াণকালে কফ বাত পিত্ত। করিবেক কণ্ঠরোধ অপ্রফুল্ল চিত্ত ॥
তখন জিহ্বায় না স্ফুরিবে তব নাম। সময় ছাড়িলে কিসে হ'বে সিদ্ধকাম ॥

নিজদৈন্য, যথা যামুনস্তোত্রে ছয় শ্লোকে :—

(ক) ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

[আমি ধর্মনিষ্ঠ নহি, আত্মবেদীও নহি, তোমার চরণকমলে ভক্তি-মান্‌ও নহি। হে শরণ্য! অন্যগতিহীন অকিঞ্চন আমি তোমার পাদ-মূলে শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮ ॥]

হরি হে!

ধর্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর, ভক্তি নাই তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন, রত সদা আপন-বঞ্চনে ॥
পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি, তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু, আমি দাস তুমি নিত্যপতি ॥

(খ) ন নিন্দিতং কর্ম তদস্তি লোকে সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে ॥৯॥

[ইহজগতে এমন কোন নিন্দিত কর্ম নাই, যাহা আমি সহস্র সহস্র-বার না করিয়াছি। হে মুকুন্দ! সেই আমি বিপাকাবসরে সম্প্রতি অগতি হইয়া তোমার অগ্রে ক্রন্দন করিতেছি ॥ ৯ ॥]

হেন দুষ্ট কর্ম নাই, যাহা আমি করি নাই, সহস্র সহস্র বার হরি।
সেই সব কর্মফল, পেয়ে অবসর বল, আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥

গতি নাহি দেখি আর,কান্দি হরি অনিবার,তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা' তোমার হয় মনে, দণ্ড দেহ অকিঞ্চনে, তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥

(গ) নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কুলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১০ ॥

[হে অনন্ত, আমি দীর্ঘকাল ভবসমুদ্রের শেষ-সীমায় নিমজ্জিত হইয়াছি। (সম্প্রতি তোমার পাদপদ্ম-লাভের আশায়) আমার ভবসিন্ধুকুল লব্ধ হইল। হে ভগবন্! তুমিও ইদানীং তোমার দয়ার সর্বোত্তম পাত্ররূপে আমাকে প্রাপ্ত হইলে. (কারণ—যে যত পতিত হয়, তব কৃপা তত তায়, তাহে আমি সুপাত্র দয়ার ॥ ১০ ॥]

নিজকর্ম-দোষফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে, হাবু-ডুবু খাই কত কাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই, ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল ॥
নিমগ্ন হইয়া যবে, ডাকিনু কাতর রবে, কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেই কালে আইলে তুমি, তব পদকূলভূমি, আশাবীজ হইল আমার।
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়, সর্বোত্তম ভাজন দয়ার ॥

(ঘ) ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তর-প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥

[আপনার নিরন্তর-সেবাদ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্যকিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব ? ১১ ॥]

আমি বড় দুষ্টমতি, না দেখিয়া অন্যগতি, তব পদে ল'য়েছি শরণ।
জানিয়াছি এবে নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ, আমি তব নিত্য পরিজন ॥
সেই দিন কবে হবে, ঐকান্তিক ভাবে যবে, নিত্যদাস্যভাব পাব আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ হইবে স্বতঃ, সেবায় তুষিব ওহে স্বামি ॥

(ঙ) অপরাধসহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ১২ ॥

[হে হরে! সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী, ভীষণ ভব-সমুদ্র-মধ্যে পতিত, গতিহীন এই শরণাগতকে কেবল কৃপাপরবশ হইয়া (দাস্য-দানপূর্বক) আত্মসাৎ করুন্ ॥ ১২ ॥]

আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য দুর্লক্ষণ, সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষমঘোরে, গতিহীন গতি—অভিলাষী ॥
হরে তব পদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে, কৃপা করি' কর আত্মসাৎ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই, তুমি তারে উদ্ধারিবে নাথ ॥

(চ) ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততো দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥ ১৩ ॥

(হে হরে!) আপনার নিকটে আমি একটী বিজ্ঞাপন করিতেছি, তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে, (পরন্তু) পরমার্থপরিপূর্ণ তাহা এই যে, যদি আপনি আমার প্রতি দয়া না করেন তাহা হইলে হে নাথ! আপনার উপযুক্ত দয়াপাত্র আর কোথায়ও পাইবেন না ॥ ১৩ ॥

অগ্রে এক নিবেদন, করি মধুনিসূদন, শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়, হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি, মোরে দয়া তব অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়, তাতে আমি সুপাত্র দয়ার।
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়াপাত্র কোথা পা'বে, দয়াময় নামটি তোমার ॥

অমানিত্ব, যথা যামুনস্তোত্রে :—

অমর্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়া-প্রসবভূঃ
কৃতঘ্নো দুর্মানী স্মরপরবশো রক্ষণপরঃ।

নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণস্তবপরিচরেয়ং চরণয়োঃ ॥ ১৪ ॥

[আমি অমর্যাদ, ক্ষুদ্র, চঞ্চলমতি, অসূয়াপ্রসবের ভূমি অর্থাৎ অসূয়াগ্রস্ত, কৃতঘ্ন, দুর্মানী, কামপরবশ, রক্ষণপর অর্থাৎ প্রতিপাল্য, নৃশংস, পাপিষ্ঠ, (সুতরাং) আমি কি প্রকারে ইহ অপার দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার চরণদ্বয়ের পরিচর্যা লাভ করিব ? ১৪ ॥]

আমিত' চঞ্চলমতি, অমর্যাদ ক্ষুদ্র অতি, অসূয়াপ্রসব সদা মোর ।
পাপিষ্ঠ কৃতঘ্ন মানী, নৃশংস বঞ্চনে জ্ঞানী, কামবশে থাকি সদা ঘোর ॥
এ হেন দুর্জন হ'য়ে, এ দুঃখজলধি ব'য়ে, চলিতেছি সংসারসাগরে ।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি, তব পদসেবা মিলে মোরে ॥

ভক্তমানদত্ব, যথা তত্রৈব :—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে ।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি জন্ম চতুর্মুখাত্মনা ॥ ১৫ ॥

[(হে ভগবন্ ! যদি কর্মানুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে) তোমার দাস্য-সুখৈকসঙ্গিগণের গৃহসমূহে আমার কীটজন্মও হউক, তথাপি ইতর অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিবিহীন গৃহে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্মও না হউক অর্থাৎ ব্রহ্মার জন্মও চাহি না ॥ ১৫ ॥]

বেদবিধি-অনুসারে, কর্ম করি' এ সংসারে, জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পায় ।
পূর্বকৃত কর্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে, জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥
তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম, তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে ।
কীট জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়, রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥
তব দাসসঙ্গহীন, যে গৃহস্থ অর্বাচীন, তা'র গৃহে চতুর্মুখ-ভূতি ।
না চাই কখন হরি, করদ্বয় যোড় করি', করে তব কিঙ্কর মিনতি ॥

আত্মনিবেদনাত্মক দৈন্য, যথা যামুনস্তোত্রে (৫২ শ্লোক) :—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥ ১৬ ॥

[(হে ভগবন্ !) যে কোন শরীরে বা (সত্ত্বাদি) যে কোন গুণে থাকি, তাহা অর্থাৎ আমাকে অদ্যই আমি তোমার পাদপদ্মযুগলে সমর্পণ করিলাম ॥ ১৬ ॥]

স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম যত, তাতে পুনঃ দেহগত ভেদ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ, এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥
যে কোন শরীরে থাকি, যে অবস্থা গুণ রাখি,সে অহংতা এবে তব পায়।
সঁপিলাম প্রাণেশ্বর, মম বলি' অতঃপর, আর কিছু না রহিল দায় ॥

নিষ্কপট দৈন্য, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩০ শ্লোক) :—

নিবদ্ধমূর্ধাঞ্জলিরেষ যাচে, নীরন্ধ্রদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠম্।
দয়ানিধে দেব ভবৎকটাক্ষ-দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ ॥ ১৭ ॥

[হে দেব ! আমি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া নিরন্ধ্র —নিশ্ছিদ্র— নিষ্কপট দৈন্যোন্নতিপূর্বক মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি—হে দয়ানিধে ! ভবদীয় কটাক্ষের দাক্ষিণ্য অর্থাৎ অনুগ্রহবৃত্তির লেশদ্বারা এই (দীন-জনকে) একবার অভিষিক্ত করুন ॥ ১৭ ॥]

মস্তকে অঞ্জলি বান্ধি' এই দুষ্টজন কান্দি' নিষ্কপটদৈন্য-মুক্তস্বরে।
ফুকারি', ফুকারি' কয়, ওহে দেব দয়াময়, দাক্ষিণ্য প্রকাশি' অতঃপরে ॥
কৃপাদৃষ্টি একবার করহ সিঞ্চন। তবে এ-জনের প্রাণ হইবে রক্ষণ ॥

ক্রমশঃ মধুররসাশ্রিত হরিকীর্তন, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে (২৯ শ্লোক) :—

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈর্বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।
ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নস্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ ॥ ১৮ ॥

[(হে নাথ !) বংশীনিনাদের অনুচরস্বরূপ তোমার মধুর কটাক্ষ-সমূহদ্বারা আমার প্রতি প্রসাদ বিস্তার কর। কারণ, তুমি প্রসন্ন হইলে অন্যে অপ্রসন্ন হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই ; কিন্তু তুমি অপ্রসন্ন হইলে অন্যে প্রসন্ন হইলেই আমাদের কি লাভ হইল ? ১৮ ॥]

মধুর কটাক্ষ-বংশী-নিনাদের সহ। আমাকে প্রসাদ করি' তব পদে লহ ॥
প্রসন্ন হইলে তুমি অন্য-প্রসন্নতা। প্রয়োজন কিবা মোর, এই মোর কথা ॥
তব প্রসন্নতা বিনা অন্যের প্রসাদে। কি কার্য আমার বল কহিনু অবাধে ॥
এইরূপ নিষ্ঠাসহ করিলে কীর্তন। অচিরে হইবে রুচি, পাবে প্রেমধন ॥
পূর্বাহ্নকালের লীলা এইরূপ হয়। নামাশ্রয়কালে চিন্তা কর মহাশয় ॥

পূর্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনার্যয়ার্কার্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্তৈঃ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥ ১৯ ॥

[যিনি পূর্বাহ্নে ধেনু ও মিত্রগণের সহিত বনে গমন করিলে শ্রীনন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, যিনি শ্রীরাধার প্রাপ্তি-বিষয়ে সতৃষ্ণ ও যিনি শ্রীরাধার অভিসারার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে উপস্থিত হ'ন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে এবং যিনি (নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাগমনের পরে) আর্যা জটিলাকর্তৃক সূর্যপূজার জন্য আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবার্তা-প্রাপ্তির আশায় প্রেরিত-সখীর আগমনপথের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকাকে আমি স্মরণ করি ॥ ১৯ ॥]

ধেনু-সহচরসঙ্গে, কৃষ্ণ বনে যায় রঙ্গে,
গোষ্ঠজন-অনুব্রত হরি।

রাধাসঙ্গ-লোভে পুনঃ, রাধাকুণ্ড-তট-বন,
যায় ধেনু সঙ্গী পরিহরি' ॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাঞা, রাধা নিজ-গৃহে যাঞা,
জটিলাজ্ঞা লয় সূর্যার্চনে।
গুপ্তে কৃষ্ণপথ লখি', কতক্ষণে আইসে সখী,
ব্যাকুলিতা রাধা স্মরি মনে ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে তৃতীয়যামসাধনম্।

চতুর্থযাম-সাধন

মধ্যাহ্নকালীয়ভজন—রুচি-ভজন

(দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত)

নামসাধকের অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা নাই :—

যথা শিক্ষাষ্টক (৪র্থ শ্লোক) :—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ১ ॥

[হে জগদীশ ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা (ইত্যাদি কৈতবাত্মক ত্রিবর্গ বা অপুনর্ভবরূপ জ্ঞানাত্মক চতুর্থবর্গ মোক্ষ) কামনা করি না। জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী (নিষ্কামা ব্যবধান-রহিতা) ভক্তি হউক। (ইহাই আমার প্রার্থনা) ॥ ১ ॥]

গৃহ-দ্রব্য-শিষ্য-পশু-ধান্য-আদি ধন। স্ত্রী-পুত্র-দাস-দাসী-কুটুম্বাদি জন ॥
কাব্য-অলঙ্কার-আদি সুন্দরী কবিতা। পার্থিববিষয়মধ্যে এ-সব বারতা ॥
এই সব পাইবার আশা নাহি করি। শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে,কৃষ্ণ কৃপা করি'॥
প্রেমের স্বভাব,যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানেকৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥

পার্থিব ধনাদি ভক্তির বিরোধী, যথা ভাগবতে (৩।৯।৬) :—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ২ ॥

[(ব্রহ্মা ভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছেন—হে প্রভো !) যে পর্যন্ত মানব আপনার অভয় চরণকমল বরণ না করে, সেই পর্যন্ত তাহার দ্রবিণ-দেহ-সুহৃৎ-নিমিত্ত ভয় হয় ; শোক, স্পৃহা, আসক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্তি-মূল দূর হয় না ॥ ২ ॥]

দ্রব্য-দেহ-সুহৃন্নিমিত্ত শোক ভয়। স্পৃহা পরাভব আর লোভ অতিশয় ॥
আমি মম আর্তিমূল অসৎ-আশয়। যত দিন নহে তব পাদপদ্মাশ্রয় ॥

শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বর, তাঁহার অর্চনাদিতে সর্বদেবাদির অর্চন হয়, যথা ভাগবতে (৪।৩১।১৪) :—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৩ ॥

[যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ (শাখা) ও উপশাখাসমূহ তৃপ্ত হয়, প্রাণে আহার প্রদান করিলে তাহার তৃপ্তিতেই যেরূপ সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতার পূজা হইয়া থাকে (সুতরাং কৃষ্ণেতর-দেববৃন্দের পৃথক্ পূজা নিষ্ফলা) ॥ ৩ ॥]

তরুমূলে দিলে জল, ভুজশাখা-স্কন্ধ। তৃপ্ত হয় অনায়াসে, সহজ নির্বন্ধ ॥
প্রাণের তর্পণে যথা ইন্দ্রিয় সবল। কৃষ্ণার্চনে তথা সর্বদেবতা শীতল ॥

ঐকান্তিকভক্তের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই, যথা পাদ্মে :—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ৪ ॥

[সর্বদেবগণের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরিই সর্বদা আরাধ্য। (তজ্জন্য) ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অপর দেববৃন্দকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না ॥৪॥]

আদৌ সর্বেশ্বরজ্ঞান কৃষ্ণেতে হইবে। অন্য দেবে কভু নাহি অবজ্ঞা করিবে ॥

ভক্তি-বিস্তার-ছলে অযোগ্য শিষ্যাদি করিয়া নিজ জনসংখ্যাদি বৃদ্ধি করিবে না, যথা ভাগবতে (৭।১৩।৮):—

শিষ্যান্নৈবানুবধ্নীয়াৎ গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

[প্রলোভনাদিদ্বারা বহু শিষ্য-সংগ্রহ করিবে না, বহুশাস্ত্র-অভ্যাস করিবে না, গ্রন্থব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন করিবে না এবং আরম্ভ অর্থাৎ মঠাদি-নির্ম্মাণ করিবে না ॥ ৫ ॥]

বহু শিষ্য-লোভেতে অযোগ্য শিষ্য করে।
ভক্তিশূন্য শাস্ত্রাভ্যাসে তর্ক করি' মরে ॥
ব্যাখ্যাবাদ-বহ্বারম্ভে বৃথা কাল যায়।
নামে যার রুচি সেই এ সব না চায় ॥

ঐকান্তিকী অহৈতুকী ভক্তি, যথা ভাগবতে (১।২।১৪):—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ৬ ॥

[অতএব এক মনে সাত্বতপতি ভগবানের বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা নিত্য করিবে ॥ ৬ ॥]

অনন্যভাবেতে কর শ্রবণ-কীর্ত্তন। নাম-রূপ-গুণ-ধ্যান-কৃষ্ণ-আরাধন ॥
সঙ্গে সঙ্গে অনর্থনাশের যত্ন কর। ভক্তিলতা ফল দান করিবে সত্বর ॥

দ্রব্যাভাবে বা লব্ধদ্রব্যাদি নষ্ট হইলে ক্ষোভ করিবে না, যথা ভক্তি-রসামৃতে (পূঃ বিঃ ২।৫২ পদ্মপুরাণবচন)

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥ ৭ ॥

[ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন যদি লব্ধ না হয়, অথবা যদি তাহা পাইবার

পরে বিনষ্ট হয়, তাহাতেও অবিক্লব-মতি হইয়া ধী অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা হরিকেই স্মরণ করিতে হইবে ॥ ৭ ॥]

ভক্ষ্য-আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়। অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায় ॥
নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লবমতি হঞা। গোবিন্দশরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া ॥

ক্ষোভত্যাগব্যবস্থা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫৩ পদ্মপুরাণবচন) :—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ ॥ ৮ ॥

[যাহার হৃদয় শোক-ক্রোধাদি ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ ঐ সকলে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয়ে কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্তি হইবে ? ৮ ॥]

পুত্র কলত্রের শোক, ক্রোধ, অভিমান।
যে হৃদয়ে তাহে কৃষ্ণ স্ফূর্তি নাহি পান ॥

প্রয়োজন মাত্র গ্রহণ, যথা তত্রৈব (নারদীয়পুরাণবচন) :—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ ৯ ॥

[স্বীয়-জীবিকা-নির্বাহের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু মাত্র স্বীকার করিবে। প্রয়োজনের অধিক বা কম গ্রহণ করিলে পরমার্থ হইতে চ্যুতি ঘটে ॥ ৯ ॥

সহজে জীবনযাত্রা-নির্বাহোপযোগী। দ্রব্যাদি স্বীকার করে ভক্ত নহে ভোগী ॥

অহৈতুকী ভক্তির উন্নতির লক্ষণ, ভাগবতে (১১।২।৪২) :—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ১০ ॥

[ভোজনকারীর প্রতিগ্রাসে যেরূপ তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি কার্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ শরণাগত ব্যক্তিমাত্রেরই ভজন-

কালে ভক্তি, পরেশানুভবরূপ সম্বন্ধজ্ঞান এবং অনিত্য বস্তু ও ব্যক্তিতে বিরক্তি এককালে হয় ॥ ১০ ॥]

ভক্তজনে সমমানে যুগপদুদয়। ভক্তি, জ্ঞান, বিরক্তি, তিন জানহ নিশ্চয় ॥
চিদচিদীশ্বর সম্বন্ধ-জ্ঞানে জ্ঞান। কৃষ্ণেতরে অনাসক্তি বিরক্তি-প্রমাণ ॥
যেরূপ ভোজনে তুষ্টি পুষ্টি প্রতিগ্রাসে। ক্ষুধার নিবৃত্তি এই তিন অনায়াসে ॥

সে-সময়ের নিবেদন, যথা প্রহ্লাদবাক্যে (ভাঃ ৭।৯।৩৯) :—

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥ ১১ ॥

[হে বৈকুণ্ঠপতে ! আমার মন পাপাদি-দুষ্ট, বহির্মুখ, দুর্ধর্ষ, কামাসক্ত, হর্ষ-শোক-ভয়-ধনাদি বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত, সুতরাং আপনার কথাসমূহে প্রীতিলাভ করে না, অতএব দীন আমি কিরূপে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব ? ১১ ॥]

দুরিত-দূষিত মম অসাধু মানস। কাম-হর্ষ-শোক-ভয়-এষণার বশ ॥
তব কথা-রতি কিসে হইবে আমার? কিসে কৃষ্ণ তব লীলা করিব বিচার?

রূপ-রসাদি বিষয়-আকর্ষণে জীবের সর্বনাশ, যথা তত্রৈব (৭।৯।৪০) :—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ১২ ॥

[হে অচ্যুত ! বহু সপত্নী যেমন গৃহপতি স্বামীকে যুগপৎ স্ব-স্ব-গৃহে আকর্ষণ করিয়া অপার ক্লেশ প্রদান করে, সেইরূপ আমাকে আমার

অপরিতৃপ্তা জিহ্বা এক দিকে, উপস্থ অন্য দিকে, চর্ম ভিন্ন দিকে, উদর অপর দিকে,কর্ণ পৃথক্ দিকে,নাসিকা ইতর দিকে, চঞ্চল দৃষ্টি অন্য একদিকে এবং কর্মেন্দ্রিয় অপর দিকে আকর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ ঐ আকর্ষণদ্বারা অপরিসীম ক্লেশ দিতেছে ॥ ১২ ॥]

জিহ্বা টানে রস প্রতি, উপস্থ কদর্থে।
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে ॥
চর্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, চক্ষু দৃশ্যে যায় ॥
কর্মেন্দ্রিয় কর্মে টানে, বহুপত্নী যথা। গৃহপতি আকর্ষয়, মোর মন তথা ॥
এমত অবস্থা মোর শ্রীনন্দনন্দন। কিরূপে তোমার লীলা করিব স্মরণ ?

ব্রজভক্তজনসঙ্গ প্রার্থনা, যথা দশমে ব্রহ্মস্তবে (১০।১৪।৩০) :—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ১৩ ॥

[(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্তবে বলিতেছেন—) হে নাথ! আমি এই নর-জন্মেই থাকি বা অন্যত্র আমার জন্ম হয় হউক, কিংবা তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমার সেই ভূরিভাগ্য লাভ হউক যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার পাদপল্লব-সেবা করিতে পারি ॥ ১৩ ॥]

এই ব্রহ্ম-জন্মেই বা অন্য কোন ভবে।
পশু-পক্ষী হ'য়ে জন্মি তোমার বিভবে ॥
এইমাত্র আশা তব ভক্তগণ-সঙ্গে। থাকি' তব পদসেবা করি নানারঙ্গে ॥

চতুর্বর্গচিন্তা অতিতুচ্ছ, যথা ভাগবতে শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ (৩।৪।১৫) :—

কো ত্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১৪ ॥

[(শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন—) হে ঈশ! আপনার পাদপদ্মসেবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটীই দুর্লভ নহে। তথাপি হে ভূমন্! আপনার পাদপদ্মসেবাসুখব্যতীত আমি আর কিছুই চাই না ॥ ১৪ ॥]

কৃষ্ণ! তব পাদপদ্মে ভক্তি আছে যাঁ'র।
চতুর্বর্গ-মধ্যে কিবা অপ্রাপ্য তাঁহার ॥
তথাপি তোমার পদসেবা মাত্র চাই।
অন্য কোন অর্থে মোর প্রয়োজন নাই ॥

শুদ্ধ-অহৈতুকী ভক্তির জন্য যত্ন করিবে, যথা ভাগবতে (১।৫।১৮) :—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥ ১৫ ॥

[ঊর্ধ্ব সপ্তলোকে এবং সুতলাদি অধঃস্থিত সপ্তলোকে ভ্রমণ করিয়াও যে নিত্য চিৎসুখ পাওয়া যায় না, তাহারই জন্য বিবেকী ব্যক্তি প্রযত্ন করিবেন; কারণ গভীর-বেগশালী কালের প্রভাবে বিষয়-সুখ দুঃখের ন্যায় চেষ্টা ব্যতীত প্রাক্তন কর্মবশতঃই সর্বত্র (এমন কি নরকাদিতেও) পাওয়া যায়। (সুতরাং বিষয়-সুখের জন্য যত্নের প্রয়োজন কি ?) ॥১৫॥]

বিনা যত্নে দুঃখের ঘটনা যেন হয়। সেইরূপে কালক্রমে সুখের উদয়॥
অতএব চৌদ্দলোকে দুর্লভ যে ধন। সেই ভক্তি জন্য যত্ন করে বুধগণ॥

অহৈতুকী ভক্তিতে মুক্তিবাঞ্ছার তুচ্ছতা, যথা তত্রৈব (৪।৯।১০) :—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি-লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ১৬॥

[হে নাথ! ভবদীয়-শ্রীচরণকমল-ধ্যান এবং ভবদীয় নিজজনের নিকটে আপনার চরিত-কথা-শ্রবণে যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখ অনুভূত হয় না। দেবতাপদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ, কাল-রূপ খড়্গাদ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্যে পতিত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ১৬॥]

তব পদধ্যানে ভক্ত-মুখে তব কথা।
শ্রবণে যে সুখ তাহা মাগিয়ে সর্বথা॥
ব্রহ্মসুখ নাহি ভাল লাগে মোর মনে।
কি ছার অনিত্য লোকসুখসংঘটনে॥

সাধুমুখে হরিনাম-শ্রবণের মাহাত্ম্য, যথা তত্রৈব (৪।২০।২৪) :—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥ ১৭॥

[হে নাথ! যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখ-মার্গদ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয়-পাদপদ্মসুধার যশোগান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা নাই, আমি সেই মোক্ষপদও কামনা করি না। আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, (আপনার প্রসঙ্গ-শ্রবণের জন্য) আপনি আমার অযুত কর্ণের বিধান করুন॥ ১৭॥]

যাহাতে তোমার পদসেবা-সুখ নাই। সেই বর আমি নাথ কভু নাহি চাই ॥
ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ-গান। শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান ॥

ভক্তের নিকট স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, সার্বভৌমপদ, রসাধিপত্য ও যোগের অষ্ট বা অষ্টাদশ-সিদ্ধির তুচ্ছতা, যথা ভাগবতে (৬।১১।২৫):—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ১৮ ॥

[হে সর্ব-সৌভাগ্য-নিধে! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, (অণিমাদি) যোগসিদ্ধি—এমন কি মোক্ষও কামনা করি না ॥ ১৮ ॥]

স্বর্গ, পরমেষ্ঠী-স্থান, সার্বভৌম-পদ। রসাতল-আধিপত্য, যোগের সম্পদ ॥
নির্বাণ ইত্যাদি যত ছাড়ি' সেবা তব।
নাহি মাগি, এ মোর প্রতিজ্ঞা অকৈতব ॥

নামাশ্রয়ে যে আসক্তি—উদয় হয় তাহার লক্ষণ, ভাগবতে (১০।২৯।৩৪):—

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ১৯ ॥

[(গোপীগণ বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ!) আমাদের যে চিত্ত একদিন গৃহকর্মে নিমগ্ন ছিল তাহা এবং গৃহকর্মনিরত হস্তদ্বয় তুমি অপহরণ করিয়াছ। পদদ্বয় (তোমাকর্তৃক অপহৃত হওয়ায়) তোমার পদমূল হইতে পদমাত্রও চালিত হইতেছে না। আমরা কিরূপে ব্রজে প্রত্যাবর্তন করিব? তথায় যাইয়াই বা কি করিব? ১৯ ॥]

গৃহসুখে চিত্ত ছিল, গৃহকার্যে কর। হরিয়া ল'য়েছ তুমি প্রাণের ঈশ্বর ॥
তব পাদমূল ছাড়ি' পদ নাহি যায়। যাব কোথা কি করিব বলহ উপায় ॥

এই অবস্থায় ভক্তের সর্ব-গুণোদয় ও শান্তি লক্ষিত হয়, যথা প্রহ্লাদ-বাক্যে (ভাঃ ৫।১৮।১২):—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ২০ ॥

[ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা ভক্তি বিদ্যমান, (ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি) সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবৃন্দ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন। শ্রীহরি-পাদপদ্মে ভক্তিহীন ব্যক্তির মহদ্গুণ কোথায়? সে মনোধর্মের দ্বারা অসদ্ বহির্বিষয়ে ধাবিত ॥ ২০ ॥]

অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁ'র তাঁহার শরীরে। সর্বগুণসহ সর্বদেবতা বিহরে ॥
অভক্ত সর্বদা মনোরথেতে চড়িয়া। অসদ্ বাহ্যে ভ্রমে গুণবর্জিত হইয়া ॥

এবম্বিধ ভক্তিতেই দেহাত্মাভিমানরূপ মিথ্যাহঙ্কার বিনষ্ট হয়, যথা ভাগবতে (৪।১১।৩০):—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥ ২১ ॥

[(মনু ধ্রুবকে উপদেশ করিতেছেন—) তৎকালে (পরমাত্মার অন্বেষণ-কালে) তুমি স্বরূপভূত, ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদরহিত, আনন্দৈকরস এবং যাঁহাতে নিখিল-শক্তি সম্যগ্রূপে সিদ্ধ হইয়াছে সেই ভগবৎস্বরূপে

অহৈতুকী ও অব্যবহিতা পরা ভক্তির অনুশীলন করিয়া অতি সহজেই 'আমি' ও 'আমার'—এই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হইবে ॥২১॥]

মনু বলে 'ধ্রুব তুমি ধৃতসর্বশক্তি। প্রত্যক্-আনন্দরূপ কৃষ্ণে কর ভক্তি ॥
আমি-মম-রূপাবিদ্যা-গ্রন্থি দৃঢ়তম। ছেদন করিতে ক্রমে হইবে সক্ষম' ॥

যথা ভাগবতে (৪।২২।৩৯) :—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥ ২২ ॥

[(শ্রীসনৎকুমার শ্রীপৃথু মহারাজকে উপদেশ করিতেছেন,—) যাঁহার অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসমূহের কান্তির ভক্তি-দ্বারা সাধুগণ যেরূপ কর্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ নহেন। অতএব (জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া) বাসুদেব কৃষ্ণকে ভজন কর ॥ ২২ ॥]

প্রত্যাহারে রুদ্ধমতি যোগেশ্বরগণ। কদাচ করিতে পারে যাহা সম্পাদন ॥
সেই কর্মাশয়গ্রন্থি কাটে সাধুগণ। যাঁ'র কৃপাবলে, লহ তাঁহার শরণ ॥

মধ্যাহ্নলীলা-সূচনা :—

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ২৩ ॥

[মধ্যাহ্নকালে যাঁহারা পরস্পর-সঙ্গ-জনিত বিবিধ-বিকারাদি (অষ্ট-সাত্ত্বিক, তেত্রিশ সঞ্চারী প্রভৃতি) ভাবরূপ ভূষণসমূহে অতি মনোহর, বাম্য ও উৎকণ্ঠায় অতিশয় লোল্য (চঞ্চল—সতৃষ্ণ), কন্দর্পযজ্ঞে ললিতাদি সখীগণের পরিহাসবাক্যে প্রাপ্তসুখ এবং দোলা, বনবিহার, জলকেলি, বংশীহরণ, রতিক্রীড়া, মধুপান ও সূর্যপূজাদি বিবিধ লীলায় তৎপর হইয়া পরিজনকর্তৃক সেবিত হইতেছেন, সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি ॥ ২৩ ॥]

রাধাকুণ্ডে সুমিলন, বিকারাদি বিভূষণ,
বাম্যোৎকণ্ঠমুগ্ধভাবলীলা।
সম্ভোগ-নর্মাদি রীতি, দোলা-খেলা, বংশীহৃতি,
মধুপান, সূর্যপূজা, খেলা ॥
জলখেলা, বন্যাশন, ছলসুপ্তি, বন্যাটন,
বহুলীলানন্দে দুইজনে।
পরিজন-সুবেষ্টিত, রাধাকৃষ্ণ সুসেবিত,
মধ্যাহ্নকালেতে স্মরি মনে ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে চতুর্থযামসাধনম্।

পঞ্চমযাম-সাধন

অপরাহ্ণকালীয় ভজন—কৃষ্ণাসক্তি

(সাড়ে তিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত)

নাম-সাধকের স্বরূপ, কৃষ্ণের নিত্যদাস্য-প্রার্থনা,—যথা শিক্ষাষ্টক (৫ম শ্লোক):—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ১ ॥

[ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম-বিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পতিত হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ বলিয়া চিন্তা কর ॥ ১ ॥]

তব নিত্য দাস মুঞি, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥

নিরপরাধে নামকীর্তন করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে ভাবোদ্গম হয়, যথা ভাগবতে (১।২।১৭-১৯):—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ২ ॥

[যাঁহার নাম-রূপাদি শ্রবণ ও কীর্তন পরম-পাবন, এবম্বিধ সাধুগণ-সুহৃৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-কথা-শ্রবণকারী জনগণের অন্তর্যামী চৈত্ত্য-গুরুরূপে তাঁহাদের হৃদয়ের পাপসমূহ সমূলে বিনাশ করেন। অভদ্র অর্থাৎ কষায়সমূহ নষ্টপ্রায় হইলে সর্বক্ষণ ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবত-সেবনদ্বারা উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। তখন অর্থাৎ নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজস্তমোগুণজাত ভাবসকলে ও কাম-লোভাদিতে অভিভূত না হইয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থানপূর্বক প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ২ ॥]

যাঁর কথা শ্রবণ-কীর্তনে পুণ্য হয়। সেই কৃষ্ণ হৃদয়ে বসিয়া নাশে ভয় ॥
সাধকের অভদ্র ক্রমশঃ করে নাশ। ভক্তির নৈষ্ঠিক ভাব করেন প্রকাশ ॥
রজস্তমসমুদ্ভুত কামলোভহীন। হঞা ভক্তচিত্ত সত্ত্বে হয়ত প্রবীণ ॥

তৎকৃপা-প্রার্থনা, যথা ভাগবতে (১০।১৪।৮):—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৩ ॥

[(ব্রহ্মার স্তব—হে শ্রীকৃষ্ণ!) অতএব যিনি (অনাসক্তভাবে) আত্মকৃত কর্মসকল ভোগ করিতে করিতে আপনার অনুকম্পার প্রতীক্ষায় (ভবদীয় পাদপদ্মে) কায়মনোবাক্যে প্রণতি-সহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥]

দুঃখ ভোগ করি' নিজকৃত-কর্মফলে। কায়মনোবাক্যে তব চরণকমলে ॥
ভক্তি করি' কাটে কাল তব কৃপা-আশে।
মুক্তিপদ, তব পদ পায় অনায়াসে ॥

এইরূপ স্থিতিতে যে পরাশান্তি লাভ হয়, তাহা ভাগবতে বলিতেছেন, যথা (১১।২।৪৩) :—

ইত্যচ্যুতাঙ্‌ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥৪॥

[হে রাজন্! এইরূপ অভ্যাসসহযোগে ভগবানের চরণযুগল-ভজনশীল (ভক্ত) ভাগবতের ভক্তি, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য-লাভ হইলে অনন্তর সাক্ষাৎ পরা শান্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥]

হেন অনুবৃত্তি-সহ যেই কৃষ্ণ ভজে।
সুভক্তি, বিরাগ, জ্ঞান, তাহার উপজে ॥
সে তিন সুন্দররূপে একত্রে বাড়িয়া।
পরাশান্তি-প্রেমধন দেয় ত' আনিয়া ॥

তন্মধ্যে ভক্তিসাধনপ্রকার নববিধ, যথা ভাগবতে (৭।৫।২৩-২৪) :—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥

[বিষ্ণুর (নাম-রূপাদি) শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও বিষ্ণুতে আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তিকে যিনি ভগবান্ বিষ্ণুতে যথার্থরূপে অর্পণ করিতে পারেন, তিনিই শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত ॥ ৫ ॥]

শ্রবণ-কীর্তন-আদি ভক্তির প্রকার।
চিদ্‌ঘন-আনন্দ-কৃষ্ণে সাক্ষাৎ যাঁহার ॥
সর্বশাস্ত্রতত্ত্ব বুঝি' ক্রিয়াপর তিনি।
সর্বার্থসিদ্ধিতে তিঁহ বিজ্ঞ-শিরোমণি ॥

ভাবোদ্গমে দাস্যরতির উদয় সাহজিক, যথা ভাগবতে (৬।১১।২৪) :—

অহং হরে তব পাদৈকমূল-দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ ॥৬॥

[(বৃত্র কহিলেন—) হে কৃষ্ণ! আমি কি পুনরায় তোমার পাদমূলের দাসানুদাস হইতে পারিব? আমার মন প্রাণপতি তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য তোমার প্রসঙ্গ কীর্তন করুক এবং শরীর তোমার সেবাকার্য করুক (ইহাই আমার প্রার্থনা।) ॥ ৬ ॥]

ছিনু তব নিত্যদাস, গলে বাঁধি' মায়াপাশ,
সংসারে পাইনু নানাক্লেশ।
এবে পুনঃ করি আশ, হঞা তব দাসের দাস,
ভজি' পাই তব ভক্তিলেশ ॥
প্রাণেশ্বর তব গুণ, স্মরুক্ মন পুনঃ পুনঃ,
তব নাম জিহ্বা করুক্ গান।
করদ্বয় তব কর্ম, করিয়া লভুক্ শর্ম,
তব পদে সঁপিনু পরাণ ॥

জীব বস্তুতঃ ভোগ্যতত্ত্ব এবং কৃষ্ণ ভোক্তা। সুতরাং ভজিতে ভজিতে আনন্দময়ী শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য-আশা প্রবলা হয়। তখন নিজের

গোপীভাব উদয় হয়, যথা ভাগবতে (১০।২৯।৩৮) :—

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৭ ॥

[(শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট এবং বাহ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উপেক্ষিত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—) হে দুঃখহারিণ্! আমরা গৃহ

পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলে আগমনপূর্বক তোমারই ভজনের আশা করিতেছি ; অতএব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে পুরুষরত্ন ! তোমার রমণীয়-হাস্য-মিশ্রিত কটাক্ষপাতে কামসন্তপ্তচিত্ত আমাদিগকে দাস্য প্রদান কর ॥ ৭ ॥]

তব দাস্য-আশে ছাড়িয়াছি ঘর-দ্বার।
দয়া করি' দেহ কৃষ্ণ, চরণ তোমার ॥
তব হাস্যমুখ-নিরীক্ষণ-কামিজনে।
তোমার কৈঙ্কর্য দেহ প্রফুল্ল বদনে ॥

সিদ্ধগোপীভাবাশ্রয়, যথা ভাগবতে (১০।২৯।৩৯) :—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৮ ॥

[(হে কৃষ্ণ !) তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কুণ্ডল-শ্রী-সমন্বিত-গণ্ডস্থল, অধরসুধাযুক্ত ঈষৎ হাস্যের সহিত অবলোকন, অভয়প্রদ ভুজ-দণ্ডদ্বয় এবং স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মীদ্বারা শোভিত বক্ষ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম ॥ ৮ ॥]

ও মুখ অলকাবৃত, ও কুণ্ডল-শোভা। অধর-অমৃত-গণ্ড-স্মিত-মনোলোভা ॥
অভয়দ ভুজযুগ, শ্রীসেবিত বক্ষ। দেখিয়া হ'লাম দাসী, সেবাকার্যে দক্ষ ॥

এ স্থলে পারকীয় ভাবের উৎকর্ষ, যথা ভাগবতে (১০।২৯।৩৩) :—

কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৯ ॥

[হে পরমাত্মন্! আত্মহিতৈষী ব্যক্তিগণ আত্মরূপী, সচ্চিদানন্দময় তোমাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। নিত্য বিবিধ-পীড়াদায়ক পতি-পুত্রাদি-দ্বারা কি ফল হইবে? অতএব হে কমললোচন! হে বরদ! হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি আমাদের চিরদিনের বদ্ধ-আশা বিফল করিবে না ॥ ৯ ॥]

তুমি প্রিয় আত্মা, নিত্য রতির ভাজন।
আর্তিদাতা পতিপুত্রে রতি অকারণ ॥
বড় আশা করি' আইনু তোমার চরণে।
কমলনয়ন, হের প্রসন্নবদনে ॥

শ্রীরাধাপদাশ্রয়ের কর্তব্যতা, যথা শ্রীস্বসংকল্পপ্রকাশ-স্তোত্রে (১ম শ্লোক):—

অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ? ১০ ॥

[শ্রীরাধাপদাম্ভোজরেণুর আরাধনা না করিয়া, তাঁহার পদাঙ্কযুক্ত শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় না করিয়া, তাঁহার গম্ভীরভাবযুক্ত-চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ভক্তগণকে সম্ভাষণ অর্থাৎ সেবা না করিয়া শ্যামসিন্ধুর রসে অবগাহন কি প্রকারে হইতে পারে? ১০ ॥]

রাধা-পদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্ক-পূত ব্রজ না ভজিলে ॥
না সেবিলে রাধিকা-গম্ভীরভাবভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হবে অনুরক্ত?

শ্রীরাধিকার দাস্যাভিমান, যথা গোস্বামিবাক্য ঃ—

অভিমানং পরিত্যজ্য প্রাকৃতবপুরাদিষু।
শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া গোপীদেহে ব্রজে বসাম্যহম্॥
রাধিকানুচরী ভূত্বা পারকীয়রসে সদা।
রাধাকৃষ্ণবিলাসেষু পরিচর্যাং করোম্যহম্॥ ১১॥

[আমি প্রাকৃত দেহাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় গোপীদেহে অর্থাৎ গোপীদেহ লাভপূর্বক ব্রজে বাস করি (এবং) শ্রীরাধিকার অনুচরী হইয়া সর্বদা পরকীয়রসে রাধাকৃষ্ণবিলাসসমূহে (উভয়ের) পরিচর্যা করি ॥ ১১॥]

স্থূল দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহরি'।
কৃষ্ণকৃপাশ্রয়ে নিত্য-গোপীদেহ ধরি'॥
কবে আমি পারকীয় রসে নিরন্তর।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা-সুখ লভিব বিস্তর॥

সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধা-পদদাস্য, যথা শ্রীশ্রীরাধারস-সুধানিধি (৩৩ শ্লোক) ঃ—

দূরাদপাস্য স্বজনান্ সুখমর্থকোটিং
সর্বেষু সাধনবরেষু চিরং নিরাশঃ।
বর্ষন্তমেব সহজাদ্ভুতসৌখ্যধারাং
শ্রীরাধিকাচরণরেণুমহং ভজামি॥ ১২॥

[(প্রাকৃত) স্বজন, সুখ ও অর্থকোটি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া (কৃষ্ণেতর) শ্রেষ্ঠ সাধনসকল চিরকাল নিরাশপূর্বক সহজ-অদ্ভুত-সৌখ্য-ধারা-বর্ষণকারী শ্রীরাধিকা-চরণ-রেণু ভজন করি ॥ ১২॥]

স্বজন-সম্বন্ধ, সুখ, চতুর্বর্গ-অর্থ। সকল সাধন ছাড়ি' জানিয়া অনর্থ॥
সহজ-অদ্ভুত-সৌখ্য-ধারাবৃষ্টিকরী। রাধাপদরেণু ভজি, শিরে সদা ধরি'॥

শ্রীরাধাদাস্যে কুঞ্জসেবা-প্রার্থনা, যথা তত্রৈব (১৯৮তম শ্লোক) :—

আশাস্য-দাস্যং বৃষভানুজায়াস্তীরে সমধ্যাস্য চ ভানুজায়াঃ।
কদা নু বৃন্দাবনকুঞ্জবীথিষ্বহং নু রাধে হ্যতিথির্ভবেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

[হে রাধে! কবে আমি বৃষভানুনন্দিনীর অর্থাৎ তোমার আশীর্বাদ-সাধ্য দাস্যে যমুনার তীরে সম্যগ্‌রূপে অবস্থানপূর্বক বৃন্দাবনের কুঞ্জপথ-সমূহে অতিথি হইব ? (আশাস্য—প্রার্থনীয়, আশীর্বাদ-সাধ্য) ॥ ১৩ ॥]

বৃষভানুকুমারীর হইব কিঙ্করী। কলিন্দনন্দিনী-তীরে র'ব বাস করি' ॥
করুণা করিয়া রাধে এ দাসীর প্রতি। বৃন্দাটবী-কুঞ্জপথে হইব অতিথি ॥

শ্রীরাধাদাস্যে নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণপর সংকীর্তন, যথা তত্রৈব—(২৫৯শ শ্লোক) :—

ধ্যায়ংস্তং শিখিপিচ্ছমৌলিমনিশং তন্নামসংকীর্তয়ন্
নিত্যং তচ্চরণাম্বুজং পরিচরন্ তন্মন্ত্রবর্যং জপন্।
শ্রীরাধাপদদাস্যমেব পরমাভীষ্টং হৃদা ধারয়ন্
কর্হি স্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ ? ১৪ ॥

[শিখিপিচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, তাঁহার নাম-সঙ্কীর্তন, নিত্য তাঁহার পাদপদ্ম-পরিচর্যা, তাঁহার শ্রেষ্ঠ-মন্ত্র-জপ এবং পরমাভীষ্ট শ্রীরাধাপদদাস্য হৃদয়ে ধারণ অর্থাৎ চিন্তা করিতে করিতে কোন্ সময়ে আমি তাঁহার অনুগ্রহে (তাঁহার পাদপদ্মে) পরমাদ্ভুত অনুরাগোৎসব প্রাপ্ত হইব ? ১৪ ॥]

নিরন্তর কৃষ্ণধ্যান, তন্নাম-কীর্তন। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা, তন্মন্ত্রজপন ॥
রাধাপদদাস্যমাত্র অভীষ্ট-চিন্তন। কৃপায় লভিব রাধা-রাগানুভাবন ॥

জন্ম জন্ম শ্রীরাধাদাস্য-প্রার্থনা, তত্রৈব যথা (৪০শ শ্লোক) :—

তস্যা অপাররসসারবিলাসমূর্তে-
রানন্দকন্দপরমাদ্ভুতসৌখ্যলক্ষ্ম্যাঃ।

ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভগতের্বৃষভানুজায়াঃ
কৈঙ্কর্যমেব মম জন্মনি জন্মনি স্যাৎ ॥ ১৫ ॥

[সেই বৃষভানুনন্দিনীর দাস্যই আমার জন্মে জন্মে লাভ হউক, যিনি অপার রসের সার বিলাসমূর্তিস্বরূপা, আনন্দকন্দরূপ পরমাদ্ভুত-সৌখ্য-লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভগতি অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্যা ॥ ১৫ ॥]

অপার রসের সার, বিলাস-মূরতি। পরম-অদ্ভুত-সৌখ্য-আনন্দ-নির্বৃতি ॥
ব্রহ্মাদির সুদুর্ল্লভ-বৃষভানুকন্যা। জন্মে জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা ॥

শ্রীরাধাদাস্যে শ্রীরাধানাথান্বেষণ, তত্রৈব যথা (১৪২শ শ্লোক) :—

রাধানামসুধারসং রসয়িতুং জিহ্বাস্তু মে বিহ্বলা
পাদৌ তৎপদকাঙ্ক্ষিতাসু চরতাং বৃন্দাটবীবীথিষু।
তৎকর্মৈব করঃ করোতু হৃদয়ং তস্যাঃ পদং ধ্যায়তাং
তদ্ভাবোৎসবতঃ পরং ভবতু মে তৎপ্রাণনাথে রতিঃ ॥ ১৬ ॥

[শ্রীরাধানাম-সুধারস-আস্বাদনে অর্থাৎ শ্রীরাধানাম-কীর্তনে আমার জিহ্বা বিহ্বলা হউক, শ্রীরাধাপদচিহ্নাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবনের পথসমূহে আমার পদদ্বয় বিচরণ করুক, আমার হস্ত শ্রীরাধার (প্রীতিকর) কর্ম করুক, হৃদয় তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করুক, শ্রীরাধার ভাবোৎসব হইতে তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণে আমার কেবলা রতি হউক ॥ ১৬ ॥]

জিহ্বা হউক সুবিহ্বল রাধানাম-গানে।
বৃন্দারণ্যে চল পদ, রাধা-অন্বেষণে ॥
রাধা-সেবা কর—কর, রাধা স্মর মনে।
রাধাভাবে মাতি' ভজ রাধাপ্রাণধনে ॥

শ্রীরাধা-পাদপদ্মই একমাত্র গতি, তত্রৈব যথা বিলাপকুসুমাঞ্জলি—(৮ম শ্লোক) :—

দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে দূয়মানমতিদুর্গতং জনম্।
ত্বং কৃপা-প্রবলনৌকয়াদ্ভুতং প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্ ॥ ১৭ ॥

[হে দেবি ! (রাধে !) আমি অখিল-দুঃখ-সাগর-মধ্যে (পতিত হইয়া) অতিশয় উত্তপ্ত ও অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি তোমার কৃপারূপ প্রবল নৌকাদ্বারা আমাকে তোমার অদ্ভুত-পাদপদ্মরূপ আলয় প্রাপ্ত করাও ॥ ১৭ ॥]

দুঃখসিন্ধুমাঝে দেবি, দুর্গত এজন। কৃপা-পোতে পাদপদ্মে উঠাও এখন ॥

শ্রীরাধাদাস্য-রতিতেই কেবলানুরক্তি, যথা তত্রৈব (১৬শ শ্লোক) :—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ॥ ১৮ ॥

[হে দেবি ! (রাধে !) তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের শ্রেষ্ঠ দাস্য ব্যতীত (সখ্যাদি) অন্য কিছুই কখনও নিশ্চয়ই যাচ্ঞা করি না। তোমার সখীত্বে নিত্যকাল আমার নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। সত্য অর্থাৎ শপথ করিয়া বলিতেছি—তোমার দাস্যে আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক ॥ ১৮ ॥]

তব পদ-দাস্য বিনা কিছু নাহি মাগি।
তব সখ্যে নমস্কার, আছি দাস্য লাগি' ॥

শ্রীরাধাদাস্যে নিষ্কপট কাকুতি, যথা স্তবমালা-শ্রীগান্ধর্বা-সংপ্রার্থনাষ্টক (২য় শ্লোক) :—

হা দেবি কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্বিকে তব গণে গণনাং বিধেহি ॥ ১৯ ॥

[হে দেবি ! অদ্য ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া উৎকট-আর্তি-সহযোগে কাকুভরে গদ্গদ-বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি—হে

গান্ধর্বিকে ! এই অবুধ জনকে অনুগ্রহ করিয়া তোমার গণে গণনা-বিধান কর ॥ ১৯ ॥]

ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি' বহু আর্তিস্বরে। কাকুভরে গদ্‌গদ-বচনে যোড়করে ॥
প্রার্থনা করি গো দেবি, এ অবুধ জনে। তব গণে গণি' কৃপা কর অকিঞ্চনে ॥

শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী রাধার দাস্য-রতি-প্রার্থনা, যথা শ্রীশ্রীরাধারস-সুধানিধি (৩৯ শ্লোক) :—

বেণুঃ করান্নিপতিতঃ স্খলিতং শিখণ্ডং
ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরঘাতবিমূর্চ্ছিতস্য
তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন ? ২০ ॥

[যাঁহার কটাক্ষরূপ শরের আঘাতে বিমূর্চ্ছিত ব্রজরাজতনয় শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে বেণু নিপতিত, শিখণ্ড স্খলিত ও পীতবসন ভ্রষ্ট হয়, কবে আমি সেই রাধিকার পরিচর্যা রসের সহিত করিব ? ২০ ॥]

যাঁহার কটাক্ষশরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত।
কর হৈতে বাঁশি খসে, শিখণ্ড স্খলিত ॥
পীতবস্ত্র ভ্রষ্ট হয়, সে রাধা-চরণ।
কবে আমি রসযোগে করিব সেবন ?

শ্রীরাধাদাস্য-রতির ব্যবহার-পরিচয়, যথা ভাগবতে (১১।৬।৪৬) :—

ত্বয়োপযুক্তঃ স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ২১ ॥

[তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে চর্চিত হইয়া তোমার মায়া জয় করিব ॥ ২১ ॥]

তোমার প্রসাদমালা-গন্ধ-অলঙ্কার। বস্ত্রাদি পরিয়া দিন যায়ত আমার ॥
তোমার উচ্ছিষ্টভোজি-দাস-পরিচয়ে। তব মায়া জয় করি অনাসক্ত হ'য়ে ॥

অপরাহ্ণ-নিত্যলীলা-সূচনা, যথা গোবিন্দলীলামৃত (১৯।১):—

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
শ্রীকৃষ্ণং চাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃ-মৃষ্টং স্মরামি ॥ ২২ ॥

[অপরাহ্ণকালে নিজগৃহপ্রাপ্তা, নিজরমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য (অমৃতকেলি, কর্পূরকেলি প্রভৃতি) নানা-উপহার-কৃতা, উত্তমরূপে স্নাতা, রম্যবেশ-পরিহিতা ও (শ্রীকৃষ্ণের বন হইতে গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনকালে) প্রিয়তমের মুখকমল-সন্দর্শনে পূর্ণ-প্রমোদাপ্তা শ্রীমতী রাধিকাকে এবং ধেনুবৃন্দ ও বয়স্যগণসহ ব্রজানুচলিত, (তৎকালে পথিমধ্যে) শ্রীরাধার দর্শনে তৃপ্ত, (নন্দাদি) পিতৃগণের সহিত মিলিত ও (যশোদাদি) মাতৃগণকর্তৃক (স্নানাদিদ্বারা) মার্জিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি ॥ ২২ ॥]

শ্রীরাধিকা গৃহে গেলা, কৃষ্ণ লাগি' বিরচিলা,
নানাবিধ-খাদ্য-উপহার।
স্নাত রম্য বেশ ধরি' প্রিয়মুখেক্ষণ করি,'
পূর্ণানন্দ পাইল অপার ॥
শ্রীকৃষ্ণাপরাহ্ণকালে, ধেনু-মিত্র লঞা চলে,
পথে রাধা-মুখ নিরখিয়া।
নন্দাদি মিলন করি,' যশোদা-মার্জিত হরি,
স্মর মন আনন্দিত হঞা ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে পঞ্চমযামসাধনম্।

সায়ংকালীন ভজন—ভাব।

(সন্ধ্যার পর ছয়দণ্ড)

সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণ, যথা শিক্ষাষ্টক (৬ষ্ঠ শ্লোক):—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

[(হে কৃষ্ণ!) তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রু-ধারায় শোভিত হইবে, বাক্য-নিঃসরণকালে বদনে গদ্‌গদ-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে? ১ ॥]

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥"

ভাবের স্বরূপ বলিতেছেন, যথা ভক্তিরসামৃতে (১।৩।২):—

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুঃ কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ২ ॥

[প্রেমের প্রথম অবস্থা 'ভাব'-নামে অভিহিত হয়। তাহাতে কম্প-অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার স্বল্পমাত্রায় উদিত হইয়া থাকে ॥২॥]

প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব নাম তার। পুলকাশ্রু স্বল্প হয় সাত্ত্বিক বিকার ॥

স্থায়িভাবলক্ষণ, যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১১):—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৩ ॥

[ক্ষান্তি (ক্ষমা, অথবা ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও ক্ষুব্ধ না হওয়া), অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়—এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ হঠাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনাম-গানে সর্বদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—এই অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মানবের স্বভাবে লক্ষিত হয় ॥ ৩ ॥]

ক্ষোভের কারণ-সত্ত্বে ক্ষোভ নাহি হয়।
সদা কৃষ্ণ ভজে, নাহি করে কালক্ষয় ॥
কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্তি সদা রয়।
মান থাকিলেও অভিমানী নাহি হয় ॥
অবশ্য পাইব কৃষ্ণকৃপা আশা করে।
কৃষ্ণ ভজে অহরহঃ ব্যাকুল অন্তরে ॥
হরেকৃষ্ণ নামগানে রুচি নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণের গুণাখ্যানে আসক্তি বিস্তর ॥
প্রীতি করে সদা কৃষ্ণবসতির স্থানে।
এই অনুভাব ভাবাঙ্কুর বিদ্যমানে ॥

ভাব সমৃদ্ধ হইলে যে সমস্ত অনুভাব-উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন, যথা ভক্তিরসামৃতে (২।২।২):—

নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা ॥
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা-হিক্কাদয়োঽপি চ ॥ ৪ ॥

[এবং নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, গীত, উচ্চ রোদন, তনু-পেষণ, হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাঁইতোলা), পুনঃ পুনঃ শ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতিও (ভাবের লক্ষণ) ॥ ৪ ॥]

নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চীৎকার, হুঙ্কার।
তনু ফোলে, হাঁই উঠে, শ্বাস বার বার ॥
লোকাপেক্ষা ছাড়ে, লালাস্রাব, অট্টহাস।
হিক্কা, ঘূর্ণা বাহ্য অনুভাব সুপ্রকাশ ॥

অষ্টসাত্ত্বিকবিকার, যথা ভক্তিরসামৃতে (২।৩।৭):—

তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥

[স্তম্ভ, ঘর্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা—এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব স্মরণের বিষয় ॥ ৫ ॥]

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ ও কম্প, স্বরভেদ।
বৈবর্ণ্য, প্রলয়, অশ্রু বিকার-প্রভেদ ॥

সিদ্ধদেহে জীব অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস, অতএব দাস্যরতি উদয় হইলে জীবের প্রাকৃতপরিচয়ে তুচ্ছবুদ্ধি হয়, যথা শ্রীমহাপ্রভুবাক্য—পদ্যাবলী, (৬৩ শ্লোক):—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥ ৬ ॥

[আমি ব্রাহ্মণ নহি, (ক্ষত্রিয়) রাজা নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, বর্ণী অর্থাৎ ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু আমি প্রকৃষ্টরূপে স্বতঃপ্রকাশমান যে নিখিল পরমানন্দ, তদ্দ্বারা পূর্ণ অমৃতসিন্ধুস্বরূপ গোপীভর্তা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ের দাস বৈষ্ণবগণের দাসানুদাস ॥ ৬ ॥]

বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, কভু নহি আমি।
গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি, স্বামী॥
প্রভূত-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাবাস।
শ্রীরাধাবল্লভদাস-দাসের অনুদাস॥

রাগমার্গে সাধনদেহে ও সিদ্ধদেহে দ্বিবিধ সেবানিষ্ঠা, যথা— (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৫১) :—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৭॥

[অত্র অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লিপ্সা অর্থাৎ লোভ হয়, তাঁহারা (রাগমার্গে ভজনপরায়ণ) ব্রজবাসিগণের অনুসরণপূর্বক অর্থাৎ তাঁহাদের আনুগত্যে (বাহ্যে) সাধকরূপে (শ্রবণ-কীর্তনাদি) এবং (অন্তরে) সিদ্ধরূপে অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিতে নিত্যসেবনোপযোগী মানসদেহে সেবা করিবেন॥ ৭॥]

শ্রবণকীর্তন বাহ্যে সাধক-শরীরে। সিদ্ধদেহে ব্রজানুগসেবা অভ্যন্তরে॥

তাহার সাঙ্কেতিক উপদেশ, রাগমার্গীয় ভক্তের লোকব্যবহার, যথা শ্রীমহাপ্রভুবাক্য :—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥ ৮॥

[পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্মসমূহে (পতিপুত্রসেবাদিতে) ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নব (পরপুরুষ-) সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে॥ ৮॥]

পরপুরুষেতে রত থাকে যে রমণী। গৃহে ব্যস্ত থাকিয়াও দিবস-রজনী॥
গোপনে অন্তরে নবসঙ্গরসায়ন। পরম-উল্লাসে করে সদা আস্বাদন॥
সেইরূপ ভক্ত ব্যগ্র থাকিয়াও ঘরে। কৃষ্ণরসাস্বাদ করে নিঃসঙ্গ অন্তরে॥

তথনকার মনোভাব, কৃষ্ণপ্রিয়বসতিস্থলে প্রীতি, যথা ভক্তিরসামৃতে (১।২।৬৫) :—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ৯ ॥

[হে পদ্মলোচন (শ্রীকৃষ্ণ !) আমি কবে যমুনতটে তোমার নাম-সমূহ কীর্তন করিতে করিতে (প্রেমে) উদ্বাষ্প হইয়া তাণ্ডব রচনা করিব অর্থাৎ উদ্ধতনৃত্য করিব ? ৯ ॥]

জীবের কৃষ্ণদাস্য নিত্য-সিদ্ধভাব। বদ্ধজীবে তাহা অবিদ্যা আবৃত আছে। কৃষ্ণানুশীলনে সেই ভাব সহজরূপে উদয় হয়। অকৈতবে সেই অনুশীলন করা কর্তব্য। কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অপরাধীর পাষাণ-হৃদয়ে ভাব শুদ্ধ নহে, কৃত্রিম মাত্র যথা, ভাগবতে (২।৩।২৪) :—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥১০॥

[অহো ! বহু হরিনামগ্রহণেও যাহার হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার, নেত্রে জল ও রোমসমূহে হর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় প্রস্তরতুল্য অতিশয় কঠিন অর্থাৎ অপরাধসমূহদ্বারা হৃদয় এরূপ কঠিন হইয়াছে যে, নামে বিগলিত হয় না।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—ভক্তিরসামৃতে (২।৩।৫২) :—

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥"

অন্যত্র লক্ষিত হয়—"অতিগম্ভীর-মহানুভাব-ভক্তেষু হরিনামভিশ্চিত্ত-দ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে।"

উক্ত মহাজনোক্তিদ্বয়ের অনুসরণে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা হইবে—হরিনামগ্রহণে বাহ্য বিকার-লক্ষণ—নেত্রে জল, গাত্রে রোমাঞ্চ সত্ত্বেও

যদি হৃদয় বিগলিত না হয়, তাহা হইলে তাহা পাষাণবৎ অতি কঠিন। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতি ভাবাঙ্কুরপ্রাপ্ত ভক্তগণের লক্ষণসমূহের সহিত অশ্রু-রোমাঞ্চাদি থাকিলেই তাহা হৃদয়-দ্রবত্বের লক্ষণ ॥ ১০ ॥]

হরিনামসংকীর্তনে রোম-হর্ষ হয়। দৈহিক বিকার নেত্রে জলধারা বয় ॥
সে সময়ে নহে যার হৃদয়-বিকার। ধিক্ তার হৃদয় কঠিন বজ্রসার ॥

নামে রতি হইতে হইতেই কৃষ্ণকিশোর-রূপ সহজে উদয় হয়, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে (১০৭ শ্লোক) :—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষা ॥ ১১ ॥

[হে ভগবন্! যদি তোমাতে আমাদের স্থিরতরা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তোমার দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক-কিশোরমূর্তি স্বতঃই আমাদের সম্মুখে উদিত হ'ন, মুক্তি স্বয়ং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া (অনাদি-অবিদ্যা-মোচনদ্বারা) আমাদের সেবা করে, আর ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ (ভক্তগণ কখন আমাদিগকে কৃপা করিয়া সেবায় নিযুক্ত করিবেন এই) সময়-প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥]

ভক্তি স্থিরতরা যাঁর ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার কৈশোর-মূর্তি তাঁর প্রাপ্য ধন ॥
করযুড়ি' মুক্তি সেবে তাঁহার চরণ।
ধর্ম-অর্থ-কাম করে আজ্ঞার পালন ॥

রতিলক্ষণা ভক্তিতে শুদ্ধভক্তসঙ্গে নামানুশীলন, যথা ভাগবতে (১১।৩।৩০, ৩১) :—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃ'তির্মিথ আত্মনঃ ॥

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ১২ ॥

[(ভগবদ্ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া) ভগবানের পুণ্যজনক যশোবিষয়ে পরস্পর অনুক্ষণ কীর্তন, পরস্পর রতি অর্থাৎ আত্মার অনুরাগ, পরস্পর তুষ্টি এবং স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তি (শিক্ষা করিবে)। (এইরূপে) ভাগবতগণ সাধনভক্তি-সঞ্জাত প্রেমভক্তির বলে সর্বপাপ-বিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয় স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিত-শরীরে অবস্থান করেন ॥ ১২ ॥]

ভক্তগণ পরস্পর কৃষ্ণকথা গায়। তাহে রতি তুষ্টি সুখ পরস্পর পায় ॥
হরিস্মৃতি নিজে করে, অন্যেরে করায়। সাধনে উদিতভাবে পুলকাশ্রু পায়॥

কোন কোন সময়ে শুদ্ধভক্ত অভিমানশূন্য হইয়া জগতে কীর্তনমুখে নামপ্রেম প্রচার করেন, যথা (ভাঃ ১।৬।২৭) :—

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥ ১৩ ॥

[(শ্রীনারদ আত্মচরিত-বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন·—) (অনন্তর) আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেবের নামসমূহ নিরন্তর উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অমানী ও মাৎসর্যহীন হইলাম ॥ ১৩ ॥]

লজ্জা ছাড়ি' কৃষ্ণনাম সদা পাঠ করে।
কৃষ্ণের মধুর-লীলা সদা চিত্তে স্মরে ॥

তুষ্টমন, স্পৃহা-মদশূন্য-বিমৎসর।
জীবন যাপন করে কৃষ্ণেচ্ছাতৎপর॥

যথা ভাগবতে (১১।৩।৩২):—

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥১৪॥

[লোকাতীত মহাভাগবতগণ কৃষ্ণলীলা চিন্তা করিতে করিতে কখন (মুগ্ধ হইয়া) রোদন করেন, কখন (সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া) হাস্য করেন, (কখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া) আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও (হে প্রভো! এতদিনে আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম, এইরূপ) বাক্যালাপ করেন, অজ শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করিয়া কখন নৃত্য করেন, কখন গান করেন, কখনও বা পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া শান্ত হ'ন ও মৌনভাবাবলম্বন করেন ॥ ১৪ ॥]

ভাবোদয়ে কভু কাঁদে, কৃষ্ণচিন্তা-ফলে।
হাসে আনন্দিত হয়, অলৌকিক বলে॥
নাচে গায়, কৃষ্ণ-আলোচনে সুখ পায়।
লীলা-অনুভবে হয়, তূষ্ণীভূত-প্রায়॥

শ্রীমূর্তিদর্শনে রূপানুরাগ, যথা ভাগবতে (১০।২৩।২২):—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥ ১৫ ॥

[তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বর্ণ শ্যামল, পরিধানে পীতবসন। তিনি বনমালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালদ্বারা নটবরবেশে সজ্জিত হইয়া একহস্ত সহচরের স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্বক অন্য হস্তে লীলাকমল সঞ্চালন

করিতেছিলেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলযুগলে অলকা এবং বদনকমলে (মৃদুমধুর) হাস্য শোভা পাইতেছিল ॥ ১৫ ॥]

ক্ষণে ক্ষণে দেখে শ্যাম, হিরণ্য-বলিত।
বনমালা-শিখিপিঞ্ছ-ধাত্বাদিমণ্ডিত ॥
নটবেশ, সঙ্গী-স্কন্ধে ন্যস্তপদ্মকর।
কর্ণভূষা-অলকা-কপোলস্মিতাধর ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৫) :—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্তিঃ ॥ ১৬ ॥

[(তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ) চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে সুবর্ণবর্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল পীতবসন ও গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে নটবরবেশে (শঙ্খ-চক্রাদি-লক্ষণযুক্ত) স্বীয়-পদচিহ্ন-শোভিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥]

শিখিচূড়, নটবর, কর্ণে কর্ণিকার। পীতবাস, বৈজয়ন্তীমালা-গলহার ॥
বেণুরন্ধ্রে অধর-পীযূষ পূর্ণ করি'। সখা-সঙ্গে বৃন্দারণ্যে প্রবেশিল হরি ॥

প্রস্ফুটিত নামে স্ববিস্মাপক শ্রীমূর্তির মুগ্ধভাবোদয়-ক্রিয়া, যথা, ভাগবতে (৩।২।১২) :—

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১৭ ॥

[(শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরকে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণমূর্তিটি গোলোকের নিত্যধন।) তিনি স্বীয় যোগমায়াবলে সেই স্বীয়-শ্রীমূর্তি প্রপঞ্চ-জগতে

প্রকটিত করিয়াছেন। সেই শ্রীবিগ্রহ মর্ত্যলীলার উপযোগী। তাহা এত সুন্দর যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়। তাহা সৌভাগ্য ঋদ্ধির পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ ॥ ১৭ ॥]

মর্ত্যলীলা-উপযোগী সবিস্ময়কারী। প্রকটিল বপু কৃষ্ণ চিচ্ছক্তি বিস্তারি' ॥
সুভগ-ঋদ্ধির পরপদ চমৎকার। ভূষণভূষণ-রূপ তুলনার পার ॥

কৃষ্ণ-মাধুর্য সর্বচিত্তাকর্ষক, কৃষ্ণরূপদর্শনে নিমেষকারী বিধাতার প্রতি কোপ—যথা, তত্রৈব (৯।২৪।৬৫):—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন তত়্পুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ১৮ ॥

[যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মকরাকৃতি-কুণ্ডল ও মনোহর কর্ণ-যুগলদ্বারা দীপ্ত কপোল-সৌন্দর্য, সবিলাস-হাস ও নিত্য উৎসব অর্থাৎ আনন্দ-যুক্ত বদন (-সুধা) নয়নসমূহদ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই (অর্থাৎ আরও পানের অভিলাষী ছিলেন) এবং (দর্শনের বাধাপ্রদানকারী) নিমেষের (সৃষ্টিকারী বিধাতার) প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেন ॥ ১৮ ॥]

সুভগ-কপোল হেরি' মকরকুণ্ডল। সবিলাস-হাস্যমুখ-চন্দ্র নিরমল ॥
নরনারীগণ নিত্য-উৎসবে মাতিল। নিমেষকারীর প্রতি কুপিত হইল ॥

কৃষ্ণরূপ বিধাতার অপূর্ব নির্মাণকৌশল, যথা, তত্রৈব (৩।২।১৩):—

যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্বাক্‌সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ১৯ ॥

[ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর সেই রূপ অবলোকন করিয়া ত্রিভুবনস্থ প্রাণিসমূহ ইহাই মনে করিয়াছিলেন যে, বিচিত্র সংসার-নির্মাণে (বা মনুষ্য-নির্মাণ-বিষয়ে) বিধাতার যে কৌশল অর্থাৎ নৈপুণ্য ছিল তৎসমুদায়ই এই শ্রীকৃষ্ণমূর্তি-প্রকাশে নিঃশেষ হইয়াছে অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥]

যুধিষ্ঠির-রাজসূয়ে নয়নমঙ্গল।
কৃষ্ণরূপ, লোকত্রয়-নিবাসী সকল ॥

জগতের সৃষ্টিমধ্যে অতি চমৎকার।
বিধাতার কৌশল এ করিল নির্ধার ॥

অনুরাগে শ্রীমূর্তি-দর্শনের ফল, যথা, তত্রৈব (৩।২।১৪) :—

যস্যানুরাগপ্লুতহাস-রাস-লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্তধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥২০॥

[যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অনুরাগপ্লুত হাস্য-লাস্য-লীলা অবলোকন-পূর্বক মান অর্থাৎ বহুভাগ্যপ্রাপ্ত ব্রজস্ত্রীগণ (প্রত্যাখ্যাত শ্রীকৃষ্ণের গমন-কালে) চক্ষুসংলগ্নরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রবৃত্তবুদ্ধি হইয়া যেন সমস্ত কৃত্য শেষ হইয়াছে, এরূপভাবে (নিশ্চেষ্টের ন্যায়) অবস্থান করিয়াছিলেন ॥২০॥]

অনুরাগ-হাস-রাস-লীলাবলোকনে।
সম্পূজিত-ব্রজগোপী নিত্য দরশনে ॥

সর্বকৃত্য-সমাধান অন্তরে মানিয়া।
কৃষ্ণরূপে মুগ্ধনেত্রে রহে দাঁড়াইয়া ॥

মাধুর্যপুরুষের সর্বৈশ্বর্যভাব, যথা, তত্রৈব (৩।২।২১) :—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ২১ ॥

[শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিশক্তির অধীশ্বর। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই। তিনি স্বীয়-চিদ্রাজ্য-লক্ষ্মী-সেবিত ও পূর্ণকাম। পূজোপহার-সমর্পণরত লোকপালগণের (মস্তকস্থিত) কোটি-কোটি-কিরীটদ্বারা তাঁহার পাদপীঠ (স্পৃষ্ট ও) স্তুত ॥ ২১ ॥]

সমাধিক-শূন্য কৃষ্ণ ত্রিশক্তি-ঈশ্বর। স্বরূপ-ঐশ্বর্যে পূর্ণকাম নিরন্তর ॥
সোপায়ন-লোকপাল-কিরীট-নিচয়। লগ্নপাদপীঠ স্তবনীয় অতিশয় ॥

কৃষ্ণকৃপার হেতুর দুর্বিভাব্যত্ব অর্থাৎ অহৈতুকী কৃষ্ণ-কৃপা, যথা, তত্রৈব (১০।১৬।৩৬):—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥২২॥

[(নাগপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি—) হে দেব (শ্রীকৃষ্ণ)! যে চরণরেণু-লাভের আশায় ললনা শ্রীলক্ষ্মীদেবী কামসমূহ অর্থাৎ বিষয়ান্তর পরিত্যাগ-পূর্বক ব্রতধারণ করিয়া সুচিরকাল তপস্যা করিয়াছেন, (তথাপি প্রাপ্ত হ'ন নাই), এই কালিয় কোন্ পুণ্যপ্রভাবে সেই চরণরেণু-স্পর্শাধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না ॥ ২২ ॥]

কি পুণ্যে কালিয় পায় পদরেণু তব। বুঝিতে না পারি কৃষ্ণ, কৃপার সম্ভব ॥
যাহা লাগি' লক্ষ্মীদেবী তপ আচরিল। বহুকাল ধৃতব্রতা কামাদি ছাড়িল ॥

ব্রজগোপীগণের সর্বোত্তমা ভক্তি, যথা ভাগবতে (১০।৪৭।৬০):—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজবল্লবীনাম্ ॥ ২৩ ॥

[(শ্রীউদ্ধব গোপীগণের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বলিতেছেন—) অহো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় স্বীয় ভুজদণ্ডদ্বারা গোপীগণের কণ্ঠ

আলিঙ্গনপূর্বক (তাঁহাদের অভীষ্টপূরণদ্বারা) তাঁহাদের প্রতি যাদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদীয় বক্ষে একান্তাসক্তা লক্ষ্মীদেবী বা পদ্মের সৌরভ ও শোভা-বিশিষ্টা স্বর্গ-ললনারাও (অপ্সরারাও) তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তৎপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ২৩॥]

রাসে ব্রজগোপী-স্কন্ধে ভুজার্পণ করি'।
যে প্রসাদ কৈল কৃষ্ণ, কহিতে না পারি॥
লক্ষ্মী না পাইল সেই কৃপা-অনুভব।
অন্য-দেবী কিসে পাবে সে কৃপা-বৈভব?

অন্য সর্বপ্রকার ভক্ত গোপীভাবের আকাঙ্ক্ষা করেন, যথা ভাগবতে— (১০।৪৭।৬১):—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ২৪॥

[যাঁহারা দুস্ত্যজ (পতি-পুত্রাদি) স্বজন ও আর্যপথ (সজ্জনমার্গ) পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর ভজন করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তদন্বেষণ করিয়াছেন, অহো! আমি শ্রীবৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটী হইব অর্থাৎ কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ করিয়া ধন্য হইব॥২৪॥]

দুস্ত্যাজ্য আর্যপথ-স্বজন ছাড়ি' দিয়া।
শ্রুতিমৃগ্য কৃষ্ণপদ ভজে গোপী গিয়া॥
আহা! ব্রজে গুল্মলতা-বৃক্ষদেহ ধরি'।
গোপীপদরেণু কি সেবিব ভক্তি করি'?

গোপী-ভাব দেখিয়া ব্রহ্মারও ক্ষোভ হয়, যথা ভাগবতে (১০।৪৭।৫৮):—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ২৫ ॥

[নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীগোবিন্দে পরম-প্রেমবতী এই গোপীরা পৃথিবীতে কেবল সার্থকজন্ম লাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষুগণ, মুক্ত মুনিগণ এবং আমরা (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গী ভক্তগণ) সর্বদা গোপীগণের এতাদৃশ পরম প্রেম প্রার্থনা করিয়া থাকি। অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা-রসিক ভক্তগণের ব্রহ্মজন্মসমূহেই অর্থাৎ শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ জন্মেই অথবা চতুর্মুখজন্মেই বা কি প্রয়োজন ? ২৫ ॥]

ভবভীত মুনিগণ আর দেবগণ।
যাঁহার চরণবাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥
সে গোবিন্দে রূঢ়ভাবাপন্ন গোপী ধন্য।
কৃষ্ণ-রস-আগে ব্রহ্ম-জন্ম নহে গণ্য ॥

ঐশ্বর্যপ্রিয় ভক্তগণও গোপীভাবের লালসা করেন, যথা, তত্রৈব—(১০।৪৪।১৪):—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ২৬ ॥

[(মথুরাবাসিনীগণ বলিলেন—আহা!) গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছেন, (যাহার ফলে) শ্রী, ঐশ্বর্য ও যশঃসমূহের একান্ত আশ্রয়,

দুর্ল্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, সমানাধিকরহিত, লাবণ্যসার শ্রীকৃষ্ণরূপ (-সুধা) তাঁহারা নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করিতেছেন ॥ ২৬ ॥]

যশঃ-শ্রী-ঐশ্বর্য-ধাম দুর্ল্লভ একান্ত। অতীবলাবণ্যসার স্বতঃসিদ্ধকান্ত ॥
কি তপ করিল গোপী যাহে অনুক্ষণ। নয়নেতে শ্যামরস করে আস্বাদন ॥

সায়ংলীলা-সূচনা যথা গোবিন্দলীলামৃতে (২০।১):—

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিতহৃদং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননী-লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োহস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥২৭॥

[যিনি সায়ংকালে স্বীয় সখীদ্বারা নিজরমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনেক প্রকার ভোজনীয় বস্তু প্রেরণ করেন ও সখীকর্তৃক আনীত শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া হৃষ্টচিত্তা হ'ন সেই শ্রীরাধাকে এবং যিনি সুস্নাত, রম্যবেশধারী, গৃহমধ্যে জননীকর্তৃক লালিত ও গোষ্ঠগত হইয়া তথায় (গোষ্ঠে) বিন্যস্ত গোসমূহের দোহন, অতঃপর পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি ॥২৭॥]

শ্রীরাধিকা সায়ংকালে, কৃষ্ণ লাগি' পাঠাইলে,
সখীহস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন।
কৃষ্ণভুক্ত-শেষ আনি', সখী দিল সুখ মানি',
পাঞা রাধা হইল প্রসন্ন ॥
স্নাত রম্যবেশ ধরি', যশোদা লালিত হরি,
সখাসহ গোদোহন করে।
নানাবিধ-পক্ক-অন্ন, পাঞা হৈল পরসন্ন,
স্মরি আমি পরম-আদরে ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে ষষ্ঠযামসাধনম্।

সপ্তমযাম-সাধন

প্রদোষকালীয় ভজন—প্রেম-বিপ্রলম্ভ

(ছয়দণ্ডরাত্র হইতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত)

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির অন্তর্লক্ষণ, বিপ্রলম্ভরসে কৃষ্ণভজন—যথা, শিক্ষাষ্টক (৭ম শ্লোক):—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ১ ॥

[গোবিন্দ-বিরহে আমার একটী নিমেষ এক যুগ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষাকালীন বৃষ্টিধারার ন্যায় জল পড়িতেছে, সমস্ত জগৎ শূন্য-বোধ হইতেছে ॥ ১ ॥]

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হইল 'যুগসম'।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে দু'নয়ন ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥

এই বিপ্রলম্ভরসে পূর্বরাগ ও দূরপ্রবাস ভজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তত্র পূর্বরাগ ; গোপীগণের কৃষ্ণাধরসুধাপায়ী বেণুর প্রশংসা, যথা—ভাগবতে (১০।২১।৯):—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।

ভূঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ ॥ ২ ॥

[(অন্যান্য গোপীগণ বলিতেছেন—) হে গোপীগণ ! এই বেণু কি মঙ্গল-আচরণ অর্থাৎ সুকৃতি করিয়াছিল যে, সে গোপিকাগণের (লভ্য) দামোদরাধরসুধা স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিতেছে, অবশিষ্ট সকল রসই গ্রহণ করিতেছে (আমাদের জন্য কিছুমাত্র রাখিতেছে না)। (গোপীগণ ! দেখ দেখ) যাহাদের জলে এই বেণুবৃক্ষ পুষ্ট হইয়াছিল (মাতৃতুল্যা) সেই নদীসকলও (আজ বেণুর সৌভাগ্য-দর্শনে বিকশিত কমলদলে) রোমাঞ্চিত হইতেছে। (আরও দেখ—) আর্য ব্যক্তিগণ যেরূপ বংশে কোন ভগবদ্ভক্ত সন্তানের জন্ম দেখিয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করে, সেইরূপ এই বেণু যে-তরু হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, সেই-জাতীয় তরুগণ সকলেই (তাহাদের বংশে কৃষ্ণাধরসুধাপানকারী বেণুর জন্ম হওয়ায় গর্বানুভব করিয়া) আনন্দে (মধুধারারূপ) অশ্রু বিসর্জন করিতেছে ॥ ২ ॥]

ওহে সখি ! কিবা তপ কৈল কৃষ্ণ-বেণু।
গোপীপ্রাপ্য মুখামৃত পিয়ে পুনঃ পুনঃ ॥
অবশেষজল দেয় তরু অশ্রুছলে।
সাধুপুত্র-প্রাপ্তো যেন পিতৃ-অশ্রু গলে ॥

বেণুনাদ-শ্রবণে সনাথ মৃগীগণ কৃষ্ণ-পূজা করিয়া ধন্য, যথা ভাগবতে (১০।২১।১১):—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৩ ॥

[(অপর ব্রজরামাগণ বলিলেন—) এই হরিণীগণ মূঢ়গতি অর্থাৎ তির্যগ্ যোনিপ্রাপ্ত হইয়াও ধন্য, কারণ ইহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া পতি কৃষ্ণসারগণসহ বিচিত্রবেশধর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সপ্রণয়-দৃষ্টিসমূহদ্বারা বিরচিতা পূজার বিধান করিয়াছে ॥ ৩ ॥]

কৃষ্ণ-চিত্র-বেশ স্বীয় চক্ষেতে হেরিয়া।
তাঁহার বাঁশরী-ধ্বনি কর্ণেতে শুনিয়া ॥

পূজার বিধান কৈল প্রণয়-নয়নে।
কৃষ্ণসারসহ আজ ধন্য মৃগীগণে ॥

বংশীধ্বনি-শ্রবণে নদীসকলের গতিরোধ ও পদ্মরাশিদ্বারা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-পূজা, যথা ভাগবতে (১০।২১।১৫) :—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ৪ ॥

[(সচেতনের কথা আর কি বলিব ? —এই অচেতন) নদীসকলও শ্রীকৃষ্ণের গীত শ্রবণ করিয়া কমলোপহার গ্রহণপূর্বক তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ধারণ (আলিঙ্গন) করিতেছে। তাহাদের আলিঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাহাদের (তরঙ্গসমূহের) আবর্তসমূহদ্বারা নদীসকলের মনোভাব অর্থাৎ কামবেগ লক্ষিত হইতেছে এবং ঐ কামবশতঃ তাহাদের বেগও ভগ্ন হইতেছে ॥ ৪ ॥]

আহা ! নদী কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া।
স্রোতোবেগ ফিরাইল মোহিত হইয়া ॥
ঊর্মিছলে কৃষ্ণপদ আলিঙ্গন কৈল।
ও পদযুগলে পদ্ম উপহার দিল ॥

রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শে গিরিগোবর্ধনের আনন্দ ও বিবিধ উপচারদ্বারা কৃষ্ণপূজা, যথা ভাগবতে (১০।২১।১৮) :—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৫ ॥

[অহো, হে অবলাগণ! এই পর্বত গোবর্ধন হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া এই পর্বতরাজ পানীয়, সুকোমল তৃণ, কন্দর ও কন্দমূল প্রভৃতিদ্বারা গো ও গোপবালকগণের সহিত তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের) সমাদর অর্থাৎ পূজা বিস্তার করিতেছেন (তর্পণ করিতেছেন) ॥ ৫ ॥]

হরিদাসবর্য এই গিরিগোবর্ধন। রামকৃষ্ণ-পদস্পর্শে সুখে অচেতন ॥
সখা-ধেনুসহ কৃষ্ণে আতিথ্য করিল। পানীয়-কন্দর-কন্দমূল নিবেদিল ॥

বংশীধ্বনি-শ্রবণে জঙ্গমের স্থাবর-ধর্ম ও স্থাবরের জঙ্গম-ধর্মোদয়, যথা, ভাগবতে (১০।২১।১৯) :—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ৬ ॥

[হে সখীগণ! (মস্তকে) গোসকলের পাদবন্ধরজ্জু এবং (স্কন্ধে) পাশ-লক্ষণযুক্ত এই শ্রীরাম-কৃষ্ণ গোপকুমারগণসহ প্রতি বনে গোচারণ-কালে মধুরপদময় উদার (উচ্চ) বংশীধ্বনিসমূহদ্বারা শরীরিগণের মধ্যে যাহারা গতিশীল তাহাদিগকে স্পন্দনহীন স্থাবর-ধর্মযুক্ত এবং (স্থাবর) তরুদিগকে পুলকাঞ্চিত জঙ্গম-ধর্ম-বিশিষ্ট করিয়াছেন ; ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক ॥ ৬ ॥]

সখাধেনুসঙ্গে কৃষ্ণ উদারস্বভাব।
মুরলীর গানে সবে দেয় সখ্যভাব ॥
জঙ্গমে করিল স্পন্দহীন, তরুগণে।
পুলকিত কৈল অহো! বিচিত্র লক্ষণে ॥
হেন কৃষ্ণ না পাইয়া প্রাণ ফেটে যায়।
কবে সখি! বিধি কৃষ্ণ দিবেন আমায় ॥

দূরপ্রবাসে রাধাভাব অধিক উপযোগী। অত্র ভ্রমরগীতাদি পঠনীয়। শ্রীরাধাভাবোচ্ছ্বাস, যথা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীবচনে (পদ্যাবলী ৪০০ অঙ্কধৃত):—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ, কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত, ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥৭॥

[(তীব্রবিরহসন্তপ্তা শ্রীমতী রাধিকার উক্তি—) ওহে দীনদয়ার্দ্র-নাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমার দর্শন পাইব? তোমার অদর্শনে আমার কাতরহৃদয় উন্মাদ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে দয়িত! এখন আমি কি করিব? ৭ ॥]

হে দীন-দয়ার্দ্র নাথ, হে কৃষ্ণ মথুরানাথ,
কবে পুনঃ পাব দরশন।
না দেখি' সে চাঁদমুখ, ব্যথিত হৃদয়ে দুঃখ,
হে দয়িত! কি করি এখন?

কৃষ্ণবিরহ-সংঘটক বিধির নিন্দা—যথা ভাগবতে (১০।৩৯।১৯):—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৮ ॥

[(গোপীগণ বলিলেন—) হায় বিধাতঃ ! তোমার কোথাও অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র দয়া নাই। কারণ, তুমি প্রাণিগণকে মিত্রতা ও প্রণয়দ্বারা সংযুক্ত করিয়া (মিলন-সুখের) অকৃতার্থ-অবস্থায়ই তাহাদের মধ্যে বিয়োগ ঘটাইয়া থাক। (সুতরাং) তোমার এই চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক ॥ ৮ ॥]

বিধাতঃ হে ! নাহি দয়া কিছুই তোমার।
মৈত্রভাবে প্রণয়েতে, দেহি-দেহি-সংযোগেতে,
কেন এত কৈলে অবিচার ?
অকৃতার্থ-অবস্থায়, বিয়োগ করিলে হায়,
বালকের চেষ্টা এ ব্যাপার ॥

কৃষ্ণবিরহ ক্ষণকালও অসহ্য, যথা ভাগবতে (১০।৩৯।২৯) :—

যস্যানুরাগ-ললিতস্মিত-বল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোক-পরিরম্ভণ-রাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ ! কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥ ৯ ॥

[(গোপীগণের পরস্পর উক্তি—) হে গোপীগণ, যে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ, মধুর হাস্য, মনোহর সঙ্কেতোক্তি, লীলাসহ অবলোকন ও আলিঙ্গন-যুক্ত রাসসভায় রাত্রিসকল ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছে, (এক্ষণে) তাঁহা বিনা অর্থাৎ তাঁহার অভাবে এই দুষ্পার অন্ধকার অর্থাৎ বিরহ-দুঃখ কি-প্রকারে অতিক্রম করিব ? ৯ ॥]

অনুরাগ-বিলোকিত, বল্গুমন্ত্র-সুললিত,
স্মিত-আলিঙ্গন রাসস্থলে।
ব্রহ্মরাত্র ক্ষণে গেল, তবু তৃপ্তি না হইল,
এবে কৃষ্ণবিরহ ঘটিল ॥

গোপীর এমন দিন কেমনে যাইবে।
দুঃখের সাগরে ডুবে প্রাণ হারাইবে ॥

কৃষ্ণবিরহিণী রাধার ভাবোন্মাদ—যথা হংসদূতে (২য় শ্লোক) :—

যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা-
ন্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীম্।
তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ-
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী ॥ ১০ ॥

[যখন গোপীহৃদয়ের কন্দর্পস্বরূপ মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত নন্দালয় হইতে মধুপুরীতে গমন করিলেন, তখন বিরহিণী রাধা অগাধ চিন্তানদীতে ঘনঘূর্ণাপরিচয়সমূহদ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ ঘনঘূর্ণাযুক্ত অগাধ পীড়াময়-সলিলে পতিত হইলেন ॥ ১০ ॥]

গোপিকা-হৃদয়-হরি, ব্রজ ছাড়ি' মধুপুরী,
অক্রূর-সহিত যবে গেলা।
তবে রাধা বিরহিণী, ঘনঘূর্ণা-তরঙ্গিণী,
চিন্তাজলে অগাধে পড়িলা ॥

যথা উজ্জ্বলনীলমণিতে (৬৪ শ্লোক) :—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥ ১১ ॥

[অত্র অর্থাৎ বিরহগ্রস্ত-অবস্থায় দশ দশা—চিন্তা জাগরণ অর্থাৎ অনিদ্রিতাবস্থা, উদ্বেগ, তানব (তনুক্ষীণতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু ॥ ১১ ॥]

জাগর, উদ্বেগ, চিন্তা, তানবাঙ্গ-মলিনতা,
প্রলাপ, উন্মাদ আর ব্যাধি।

মোহ, মৃত্যু, দশা দশ, তাহে রাধা সুবিবশ,
পাইল দুঃখকুলের অবধি ॥

অত্যন্ত বিরহহেতু শ্রীরাধার কৃষ্ণের প্রতি দোষোদ্গার, যথা জগন্নাথ-বল্লভনাটকে (৩য় অঃ ৯ম শ্লোক) ঃ—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ ॥১২॥

[এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিচ্ছেদরোগার্তা আমাদের অবস্থা অবগত নহেন; প্রেমও স্থানাস্থান অর্থাৎ পাত্রাপাত্র জানে না; মদনও, আমরা যে দুর্বলা (অবলা—পরবশ্যা), তাহা জানে না; একে অন্যের অখিল দুঃখ অবগত নহে। আমাদের জীবন (পরবশতানিবন্ধন) ক্লেশকর-স্বরূপ। এই যৌবনও দুই তিন দিনমাত্র-স্থায়ী। হায়! (এরূপ অবস্থায়) হে বিধাতঃ! আমাদের কি গতি হইবে? ১২ ॥]

সখী বলে ধৈর্য ধর, আসিবে নাগরবর,
ব্যাকুল হইলে কিবা ফল।
রাধা বলে ওহে সখি, পথ আর নাহি লখি',
প্রেমচ্ছেদ-রোগ যে বাড়িল ॥
লতা বাঁচাইতে হরি, না আসিল মধুপুরী,
প্রেম না বুঝিল স্থানাস্থান।
নিঠুর কানুর প্রেমে, প’ড়ে গেলাম মহাভ্রমে,
মদন তাহাতে হানে বাণ ॥
দুঃখ না বুঝিল সখি, জীবন চঞ্চল লখি,
তাতে এ যৌবনশোভা যায়।

আর কি নাগরমণি, এ ব্রজে আসিবে ধনি,
হাহা বিধি ! কি হবে উপায় ॥

শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা-বর্ণন যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে —
(৪২শ শ্লোকে শ্রীরাধার উক্তি) :—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ।
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনো-নয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ১৩ ॥

[(হে সখীগণ ! কৃষ্ণদর্শন ত' হইল না।) এই বিপত্তিতে কি করি ? কাকেই বা বলি অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শনপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করি ? (এতদিন) যাহা করা হইল, তাহা কেবল তাঁহার (কৃষ্ণের) প্রাপ্তির আশায়ই করা হইয়াছে। (এক্ষণে কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া) অন্য ভাল কথা বল। (কৃষ্ণকথাই বা কি প্রকারে পরিত্যাগ করি ? —যেহেতু) কৃষ্ণ যে আমার হৃদয়ে (কামরূপে) শয়ন করিয়া আছেন। হায় ! মধুর-মধুর-হাস্যকারী, মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ কৃষ্ণে আমার অতিদীনা তৃষ্ণা চিরকাল অর্থাৎ প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৩ ॥]

এবে বল কি করিব, কারে দুঃখ জানাইব,
দেহ ধরি কৃষ্ণের আশায়।
কহ অন্য কথা ধন্য, যাতে চিত্ত সুপ্রসন্ন,
সখি ! তাহা না হইবে উপায় ॥
কৃষ্ণ হৃদে শু'য়ে আছে, মৃদু-মধু হাসিতেছে,
মনোনয়নের মহোৎসব।
কৃষ্ণ লখিবার আশা, মনে কৈল চির বাসা,
সে আশা কৃপণা অসম্ভব ॥

কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার প্রলাপ, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১ শ্লোক) :—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি, হরে, ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো, করুণৈকসিন্ধো, হা হন্ত, হা হন্ত, কথং নয়ামি ॥১৪॥

[হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! আহা! আহা! তোমার দর্শনাভাবে আমি এই অধন্য দিবারাত্রি কিরূপে যাপন করিব? ১৪ ॥]

না হেরিয়ে তব মুখ, হৃদয়ে দারুণ দুঃখ,
দীনবন্ধো, করুণাসাগর।
এ অধন্য দিবানিশি, কেমনে কাটাবে দাসী,
উপায় বলহ অতঃপর ॥

দয়িত কৃষ্ণদর্শনের আকাঙ্ক্ষা, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪০ শ্লোক) :—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ১৫ ॥

[হে দেব! হে প্রিয়! হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হাহা! তুমি কবে আমার নয়নগোচর হইবে? ১৫ ॥]

হে দেব, হে প্রাণপ্রিয়, একমাত্র বন্ধু ইহ,
হে কৃষ্ণ, চপল, কৃপাসিন্ধো।
হে নাথ, রমণ মম, নয়নের প্রিয়তম,
কবে দেখা দিবে প্রাণবন্ধো ॥

তত্র স্ফূর্তিদর্শনং—যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮ শ্লোক) :—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্যমেব নু মনো-নয়নামৃতং নু।

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ১৬ ॥

[(হে সখি !) স্বয়ং-কন্দর্পস্বরূপ, মধুরদ্যুতিমণ্ডলস্বরূপ, (মূর্তিমান) মাধুর্যস্বরূপ, মনোনয়নের অমৃতস্বরূপ, বেণী-মার্জনকারী অর্থাৎ উন্মোচন-কারী আমার প্রাণবল্লভ এই শ্রীকৃষ্ণ আমার দর্শনপথে অভ্যুদিত হইলেন ॥ ১৬ ॥]

স্বয়ং কন্দর্প একি, মধুর-মণ্ডল নাকি,
মাধুর্য আপনি মূর্তিমান।
মনোনয়নের মধু, দূর হ'তে আইল বঁধু,
জীবন-বল্লভ ব্রজপ্রাণ ॥
আমার নয়ন-আগে, আইল কৃষ্ণ অনুরাগে,
দেহে মোর আইল জীবন।
সব দুঃখ দূরে গেল, প্রাণ মোর জুড়াইল,
দেখ সখি ! পাইনু হারাধন ॥

তত্র সাক্ষাদ্দর্শনং, যথা ভাগবতে (১০।৩২।২):—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৭ ॥

[(শ্রীরাসলীলায় গোপীগণের বিচ্ছেদ-বিলাপ চরম সীমায় পৌঁছিলে সহসা) পীতাম্বর, বনমালী, হাস্যবদনাম্বুজ, সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৭ ॥]

গোপীর সম্মুখে হরি, দাঁড়াইল বেণু ধরি',
স্ময়মান-মুখাম্বুজ-শোভা।
বনমালী পীতাম্বর, মন্মথের মনোহর,
রাধিকার দেহ-মনোলোভা ॥

ব্রজভাবমহিমা, যথা দ্বারকামিলনে নববৃন্দাবনে রাধিকার উক্তি :—

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ ॥ ১৮ ॥

[(নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধিকার উক্তি—হে শ্রীকৃষ্ণ!) যে-সকল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি চিরকাল হইতে তোমাতে আশামাত্র ধারণ করিয়া গভীর-মধুরিমাময় মধুপুরে বাস করিতেছেন, হে গোকুলপতে! কৈশোর-বয়সের সখ্য ধারণপূর্বক তোমাকে অবশ্যই তাঁহাদের (প্রত্যেকের) নয়নদ্বয়ের পরিচয় হইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কৈশোর-স্বরূপের দর্শন দিতে হইবে ॥ ১৮ ॥]

গভীর-মাধুর্যময়, সেই ব্রজধাম হয়,
তথা যত স্থিরবুদ্ধি জন।
চির-আশা হৃদে ধরি', তোমার দর্শনে হরি,
বসিয়াছে সে সব সজ্জন ॥
তোমার কৈশোরলীলা, হৃদয়ে বরণ কৈলা,
এবে সে সবারে কৃপা করি'।
নয় গোচর হইয়া, লীলা কর তথা গিয়া,
এইমাত্র নিবেদন করি ॥

বিরহহেতু কৃষ্ণকে চিরমধুরস্মৃতিময় বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীমতীর আগ্রহ—যথা ললিতমাধবে (১০।৩২):—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্ ॥ ১৯ ॥

[(হে শ্রীকৃষ্ণ!) তোমার যে লীলারস-(পাঠান্তর লীলাপদ) পরিমল-বিস্তারী বনসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত এবং মাধুরীসমূহে পরিবেষ্টিত মাথুরী-(অর্থাৎ মাথুরমণ্ডল বা ব্রজমণ্ডল) নাম্নী ধন্যা ভূমি বিলাস অর্থাৎ বিরাজ করিতেছেন, তাহাতে চঞ্চলগোপীভাবমুগ্ধান্তরা আমাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তুমি বদনোল্লাসি-বেণু-বাদন কর ॥ ১৯ ॥]

মথুরামণ্ডল-মাঝে, মাধুরী-মণ্ডিত সাজে,
ধন্য ধন্য বৃন্দাবনভূমি।
তাহে তব নিত্য-লীলা, পরিমল প্রকাশিলা,
অচিন্ত্যশক্তিতে কৃষ্ণ তুমি ॥
গোপীভাবে মুগ্ধ যত, তোমার শৃঙ্গার-রত,
আমা-আদি প্রণয়ীনিচয়।
আমা-সবে ল'য়ে পুনঃ, ক্রীড়া কর অনুক্ষণ,
বংশীবাদ্যে ব্রজেন্দ্রতনয় ॥

অত্যন্ত বিরহহেতু গোপীগণের কৃষ্ণদর্শন-সময়ে নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে ভৎর্সনা, যথা কুরুক্ষেত্র-স্যমন্তপঞ্চকে মিলনং (ভাগবতে ১০।৮২।৪০):—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ২০ ॥

[(শ্রীশুকদেব বলিলেন—) গোপীগণ চিরবাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন দর্শনকালে বাধাপ্রদানকারী নেত্রপক্ষ্মসকলের সৃজনকারী বিধাতাকে শাপ দিতে অর্থাৎ নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে নেত্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া

যথেচ্ছ আলিঙ্গনপূর্বক নিত্যযুক্ত যোগিগণেরও দুর্লভ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০ ॥]

চিরদিন কৃষ্ণ-আশে, ছিল গোপী ব্রজাবাসে,
কুরুক্ষেত্রে প্রাণনাথে পাইয়া।
অনিমেষনেত্রদ্বারে, আনি' কৃষ্ণে প্রেমাধারে,
হৃদে আলিঙ্গিল মুগ্ধ হইয়া ॥
আহা সে অমিয় ভাব, অন্য জনে অসম্ভব,
স্বকীয়-কান্তায় সুদুর্লভ।
গোপী বিনা এই প্রেম, যেন বিশোধিত হেম,
লক্ষ্মীগণে চির অসম্ভব ॥

ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণকে স্বগৃহে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা—যথা ভাগবতে (১০।৮২।৪৮) :—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ২১ ॥

[(গোপীগণ বলিলেন—) হে পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণ-কমলযুগল অগাধবোধবিশিষ্ট (ব্রহ্মাদি) যোগেশ্বরগণও সর্বদা হৃদয়ে বিশেষভাবে চিন্তা অর্থাৎ ধ্যান করিয়া থাকেন। তাহা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সংসার-কূপে পতিত জীবগণের উত্তরণের অবলম্বনস্বরূপ। গৃহ-সেবিনী আমাদের মনেও সর্বদা তোমার চরণযুগল আবির্ভূত হউন ॥ ২১ ॥]

কৃষ্ণ হে!

অগাধ-বোধসম্পন্ন, যোগেশ্বরগণ ধন্য,
তব পদ করুন্ চিন্তন।

সংসার-পতিত জন; ধরু তব শ্রীচরণ,
কূপ হইতে উদ্ধার-কারণ ॥
আমি ব্রজগোপনারী, নহি-যোগী, ন-সংসারী,
তোমা লঞা আমার সংসার।
মম মন বৃন্দাবন, রাখি' তথা ও'চরণ,
এই বাঞ্ছা পূরাও আমার ॥

গোপীপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-সম্ভাষণ—যথা ভাগবতে (১০।৮২।৪০) :—

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নির্জনে তাদৃশী অর্থাৎ তন্ময়তা-প্রাপ্তা গোপীগণের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গন ও কুশল-জিজ্ঞাসাপূর্বক সুরম্য হাস্যসহকারে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥]

বিবিক্তে লইয়া, গোপী আলিঙ্গিয়া,
প্রেমে মর্মকথা কয়।
কৃষ্ণ-গোপী-প্রীতি, মহিষীর ততি,
দেখিয়া আশ্চর্য হয় ॥

আমার প্রতি স্নেহ জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদ ও মৎপ্রাপক, যথা ভাগবতে, (১০।৮২।৪৪) :—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২৩ ॥

[(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে গোপীগণ!) আমার প্রতি ভক্তিতেই প্রাণিগণের অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। তোমরা আমার লাভের উপায়-স্বরূপ আমাতে পরমপ্রেম প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়া তাহা অতিশয় কল্যাণজনক হইয়াছে ॥ ২৩ ॥]

আমাতে যে প্রেমভক্তি পরম অমৃত। তব স্নেহে নিরবধি তব দাস্যে রত ॥

প্রদোষলীলা-সূচনা, যথা গোবিন্দলীলামৃতে (২১।১) :—

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে,
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত-যমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥ ২৪ ॥

[শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণপক্ষীয়া ও শুক্লপক্ষীয়া নিশার উপযুক্ত যথাক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্লবর্ণ-বস্ত্র-বিরচিত বেশ ধারণপূর্বক সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রদোষে বৃন্দার উপদেশে দূতীর সহিত যমুনাতীরবর্তি-কল্পবৃক্ষ-শোভিত কুঞ্জমধ্যে অভিসার করিলেন। (পক্ষান্তরে) শ্রীকৃষ্ণও গোপ-গণের সহিত সভামধ্যে গুণীদিগের কৌশল অবলোকনপূর্বক স্নেহময়ী জননী শ্রীযশোদাকর্তৃক সভা হইতে আনীত হইয়া শয্যায় শায়িত হ'ন ; অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তভাবে সঙ্কেতকুঞ্জে গমন করিলেন। এবম্বিধ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি ॥ ২৪ ॥]

রাধা বৃন্দা-উপদেশে, যমুনোপকূলদেশে,
সাঙ্কেতিক কুঞ্জে অভিসরে।
সিতাসিত-নিশাযোগ্য, ধ্যর' বেশ কৃষ্ণভোগ্য,
সখীসঙ্গে সানন্দ অন্তরে ॥
গোপসভা-মাঝে হরি, নানাগুণকলা হেরি',
মাতৃযত্নে করিল শয়ন।
রাধাসঙ্গ সোঙরিয়া, নিভৃতে বাহির হইয়া,
প্রাপ্তকুঞ্জ করিয়ে স্মরণ ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে সপ্তমযামসাধনম্।

অষ্টমযাম-সাধন

রাত্রলীলা—প্রেমভজন-সম্ভোগ

(মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিন প্রহররাত্র পর্যন্ত)

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির নিষ্ঠা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতা, যথা শিক্ষাষ্টক (৮ম শ্লোক):—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম-
দর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ১ ॥

[(প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার উক্তি—) শ্রীকৃষ্ণ এই পাদরতা দাসীকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শনদ্বারা আমাকে মর্মাহতাই করুন, সেই লম্পট যথা তথা অর্থাৎ তাঁহার অন্য যে কোন বল্লভার সহিত বিহার করুন না কেন, তথাপি তিনি আমারই প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন ॥ ১ ॥]

আমি—কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো—রস-সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর প্রাণ-মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥

এই লীলায় ভজনকারীর অবস্থা। কৃষ্ণের ন্যায় বৈষ্ণবও সচ্চিদানন্দময়। বৈষ্ণব কৃষ্ণাভিন্ন-তনু, যথা ভাগবতে (১১।২৯।৩৪):—

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ২ ॥

[(স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—) মরণশীল মানব যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) সমর্পণপূর্বক আমার ইচ্ছাক্রমে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ-রস-ভোগে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হয় ॥ ২ ॥]

সর্ব-কর্ম তেয়াগিয়া, মোরে আত্ম নিবেদিয়া,
যেই করে আমার সেবন ।
অমৃতত্ব-ধর্ম পাঞা, লীলা-মধ্যে প্রবেশিয়া,
আমা-সহ করয়ে রমণ ॥

তত্র তস্য ভজন-নিষ্ঠা ; যথা (মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক) :—

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্যামিহ তনু ।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ৩ ॥

[হে মন ! তুমি বেদবিহিত ধর্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ও শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ৩ ॥]

শ্রুতি-উক্ত-ধর্মাধর্ম, বিধিনিষেধ-কর্মাকর্ম,
ছাড়ি' ভজ রাধাকৃষ্ণপদ ।
গৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জান', গুরু কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ মান',
এই ভাব তোমার সম্পদ ॥

তস্য দৈন্যভাবঃ। আশাবন্ধযুক্ত জাতরতিজনের উক্তি, যথা শ্রীরূপ-গোস্বামি-ধৃত শ্রীপ্রভুপাদবাক্য (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১৬):—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানম্বা শুভকর্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ, ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ॥ ৪ ॥

[(শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের আশাবন্ধাত্মক শ্লোক) আমার প্রেম, শ্রবণাদি-ভক্তি, বৈষ্ণবযোগ, জ্ঞান বা শুভকর্ম অথবা সজ্জাতি, কিছুই নাই। হে গোপীজনবল্লভ! মাদৃশ এই দীনের অর্থসাধকরূপ তোমাতে একপ্রকার অচ্ছেদ্য মূলা যে শুদ্ধা আশা আমার হৃদয়ে আছে তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে ॥ ৪ ॥]

শ্রবণাদি-ভক্তি, প্রেমভক্তি, যোগ-হীন।
জ্ঞানযোগ-কর্মহীন, সজ্জন্মবিহীন ॥
কাঙ্গালের নাথ তুমি রাধাপ্রাণধন।
তোমা-পদে দৃঢ়-আশায় ব্যাকুলিত মন ॥

তস্য সিদ্ধপরিচয়ঃ। যথা শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি (৫৩ শ্লোক):—

দুকূলং বিভ্রাণামথ কুচতটে কঞ্চুকপটং
প্রসাদং স্বামিন্যাঃ স্বকরতলদত্তং প্রণয়তঃ।
স্থিতাং নিত্যং পার্শ্বে বিবিধপরিচর্যৈকচতুরাং
কিশোরীমাত্মানং চটুলপরকীয়াং নু কলয়ে ॥ ৫ ॥

[অনন্তর স্বামিনী শ্রীমতী রাধিকার প্রণয়বশতঃ স্বকরতলদত্তপ্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহরূপে প্রাপ্ত বস্ত্র ও কুচতটে কঞ্চুকপট-পরিহিতা নিজকে নিত্য তদীয় পার্শ্বে স্থিতা বিবিধপরিচর্যৈকচতুরা চঞ্চল-পরকীয়া কিশোরী-রূপে গণনা করি ॥ ৫ ॥]

সিদ্ধদেহে গোপী আমি শ্রীরাধিকাকিঙ্করী।
রাধাপ্রসাদিত বস্ত্র-কঞ্চুলিকা পরি॥
গৃহে পতি পরিহরি' কিশোরী-বয়সে।
রাধাপদ সেবি কুঞ্জে রজনী-দিবসে॥

তদ্ভাবাপন্নব্যক্তির ভজনপ্রণালী ও বসতি-নির্ণয়—যথা উপদেশামৃতে (৮ম শ্লোক):—

তন্নামরূপচরিতাদিসুকীর্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥ ৬॥

[ক্রমপন্থানুসারে (কৃষ্ণভিন্ন অন্যরুচিপর) রসনাকে ও (কৃষ্ণভিন্ন অন্যচিন্তাপর) মনকে তাঁহার অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার সম্যক্ কীর্তনে ও পুনঃ পুনঃ স্মরণে নিযুক্ত করিয়া (জাতরুচিক্রমে) ব্রজে বাসপূর্বক তাঁহার অনুরাগী (ব্রজবাসী) জনগণের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিতে হইবে—ইহাই উপদেশসার॥ ৬॥]

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-সুকীর্তন।
অনুস্মৃতিক্রমে জিহ্বা-মনঃসংযোজন॥
কুঞ্জে বাস অনুরাগিজনাদাসী হঞা।
অষ্টকাল ভজি লীলা মজিয়া মজিয়া॥

তস্য ভজনরীতিঃ; রাগানুগভক্তের নিরন্তর গুর্বানুগত্যে নিজাভীষ্ট সিদ্ধসেবা—যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৫০):—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৭॥

[এই ব্যক্তি অর্থাৎ সাধক কৃষ্ণকে এবং নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনকে স্মরণপূর্বক তত্তদ্রসোচিত-কথায় রত হইয়া সর্বদা ব্রজে বাস করিবেন। (শরীরে ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে মনে মনেও ব্রজে বাস করিবেন। প্রাকৃত-বিষয়ভোগবিমূঢ় কৃষ্ণভজনবিহীন ব্যক্তির কখনও ধামবাস হয় না। পক্ষান্তরে, বাহ্য-দৃষ্টিতে অন্যত্র অবস্থিত নিত্যভজনশীল মহাভাগবত সর্বদাই ধামবাসী বা ব্রজবাসী। তাঁহার নিকটে তাঁহার আনুগত্যেই ভজন ও প্রকৃত ধামবাস হয়।) ॥ ৭ ॥]

স্মরি' কৃষ্ণ, নিজ-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-ব্রজজন। কৃষ্ণকথা-রত, ব্রজবাস অনুক্ষণ ॥

তস্য বাহ্যব্যবহারঃ ; প্রেমভক্তের লক্ষণ ও ক্রিয়া-চেষ্টা—যথা ভাগবতে (১১।২।৪০):—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৮ ॥

[(নব যোগেন্দ্রের অন্যতম কবি মহারাজ নিমিকে উপদেশ করিতেছেন—) কৃষ্ণসেবাব্রত ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া উন্মত্তবৎ লোকাপেক্ষাশূন্য হইয়া কখনও উচ্চহাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান, কখনও বা নৃত্য করেন ॥ ৮ ॥]

এই ব্রতে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া।
জাতরাগ দ্রবচ্চিত্ত হাসিয়া কাঁদিয়া ॥
চীৎকার করিয়া গাই লোকবাহ্য ত্যজি'
এই ব্যবহারে ভাই, প্রেমে কৃষ্ণ ভজি ॥

তস্য ব্রজলীলা-নিষ্ঠা ; শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত সঙ্কেত-শ্লোক (কাব্যপ্রকাশে ১।৪, সাহিত্যদর্পণে ১।১০, পদ্যাবলীতে ৩৮৬ অঙ্ক-ধৃত) : —

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৯ ॥

[(পুরীতে রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুকীর্তিত কাব্যপ্রকাশ-শ্লোক—) কৌমারকালে (রেবানদীতটে) যিনি আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, এখন তিনিই আমার পতি হইয়াছেন। সেই চৈত্র অর্থাৎ মধুমাসের (পূর্ণিমার) রাত্রিও উপস্থিত। প্রস্ফুটিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে। ঘনসুখপ্রদ কদম্বপুষ্পের সুরভিপূর্ণ সমীরণও বিদ্যমান অর্থাৎ বহিতেছে। সেই (নায়িকা) আমিও আছি। তথাপি (আমার চিত্ত এই অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া) সেই রেবানদীতটে বেতসীতরুতলে সুরতব্যাপারলীলাকার্যে গমনের জন্য আমার চিত্ত সম্যগ্‌রূপে উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৯ ॥]

কৌমারে ভজিনু যারে সেই এবে বর।
সেই ত' বসন্তনিশি সুরভিপ্রবর ॥
সেই নীপ, সেই আমি, সংযোগ তাহাই।
তথাপি সে রেবাতট-সুখ নাহি পাই ॥

তত্র শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-স্পষ্টীকৃতশ্লোকঃ (পদ্যাবলীতে ৩৮৭ সংখ্যা) :—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১০ ॥

[(শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ এই শ্লোক লিখিয়াছেন।) (শ্রীমতী রাধিকার উক্তি—) হে সহচরি ! আমার সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন। আমিও সেই রাধা। আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাহাই বটে।

তথাপি এই কৃষ্ণের মদীয় অন্তঃকরণে ক্রীড়াশীল মধুর-মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দ-প্লাবিতা যমুনার পুলিনস্থ বৃন্দাবনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে ॥ ১০ ॥]

সেই কৃষ্ণ প্রাণনাথ, কুরুক্ষেত্রে পাইনু ।
সেই রাধা আমি, সেই সঙ্গম লভিনু ॥
তথাপি আমার মন বংশীধ্বনিময় ।
কালিন্দীপুলিনে স্পৃহা করে অতিশয় ॥
বৃন্দাবনলীলাসম লীলা নাহি আর ।
বৈকুণ্ঠাদ্যে এই লীলার নাহি পরচার ॥
ব্রজে যেই লীলা তাহে বিচ্ছেদ, সম্ভোগ ।
দুই ত' পরমানন্দ, সদা কর ভোগ ॥

তত্র রাধাকৃষ্ণসম্ভোগলীলা, যথা (উজ্জ্বলনীলমণিতে ১৫।২২২-২২৪) :—

তে তু সন্দর্শনং জল্পঃ স্পর্শনং বর্ত্মরোধনম্ ।
রাস-বৃন্দাবনক্রীড়া-যমুনাদ্যম্বুকেলয়ঃ ॥
নৌখেলা লীলয়া চৌর্যং ঘট্টঃ কুঞ্জাদিলীনতা ।
মধুপানং বধূবেশধৃতিঃ কপটসুপ্ততা ॥
দ্যূতক্রীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুম্বাশ্লেষৌ নখার্পণম্ ।
বিম্বাধরসুধাপানং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ ॥ ১১ ॥

[(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর) সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শ, বর্ত্ম-নিরোধন, রাসলীলা, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যমুনাদিতে জলক্রীড়া, নৌকাখেলা, লীলাচৌর্য, দানঘট্ট, কুঞ্জাদি-লীনতা অর্থাৎ গোপন, মধুপান, বধূবেশ-ধারণ, কপট-নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধরসুধাপান প্রভৃতি সম্ভোগলীলায় হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥]

সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শ, বর্ত্মনিরোধন।
রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাখেলন ॥
নৌকাখেলা, পুষ্পচুরি, ঘট্ট, সংগোপন।
মধুপান, বধূবেশ, কপট স্বপন ॥
দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রটানা, সুরতব্যাপার।
বিম্বাধরসুধাপান, সম্ভোগ-প্রকার ॥

তত্র রাধাকৃষ্ণ-শৃঙ্গার-রচনা—যথা স্তবাবলীতে (শ্রীস্বসংকল্পপ্রকাশ-স্তোত্র—৯ম শ্লোক) :—

স্ফুরন্মুক্তা-গুঞ্জা-মণি-সুমনসাং হাররচনে
মুদেন্দোর্লেখা মে রচয়তু তথা শিক্ষণবিধিম্।
যথা তৈঃ সংকল্পৈর্দয়িতসরসীমধ্যসদনে
স্ফুটং রাধাকৃষ্ণাবয়মপি জনো ভূষয়তি তৌ ॥ ১২ ॥

[শোভমান-মুক্তা, গুঞ্জা, মণি ও পুষ্পসমূহের হার-বিরচনে (গুরু) ইন্দুলেখা শিক্ষণবিধি রচনা করুন অর্থাৎ আমাকে শিক্ষা দিন, যাহার ফলে শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যগৃহে ঐ সকলদ্বারা গ্রথিত হারসমূহদ্বারা এই জন সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে বিশদরূপে ভূষিত করিতে পারে ॥ ১২ ॥]

মুক্তা-গুঞ্জা-মণি-পুষ্প-হার-বিরচনে।
ইন্দুলেখা-গুরু-কৃপা লভিব যতনে ॥
রাধাকুণ্ডরত্নময় মন্দিরে দুঁহারে।
ভূষিত করিব আমি সুললিত-হারে ॥

তত্র বিপ্রলম্ভ-রসে গোপীগীতা (পঠনীয়া।) ভাগবত—দশম ৩১ অঃ ভগবৎ-কথামৃত-বিতরণকারীই মহাবদান্য। যথা ভাগবতে (১০।৩১।৯) :—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১৩ ॥

[(গোপীগণ বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ !) যে-সকল ব্যক্তি তোমার প্রেমতপ্ত জনগণের জীবনস্বরূপ, (কৃষ্ণরসবিৎ) কবিগণকর্তৃক আরাধিত অর্থাৎ প্রেমভরে কীর্তিত, কলুষনাশী (অথবা বিরহ-সন্তাপ-নাশক) কর্ণ-রসায়ন, শ্রীযুক্ত অর্থাৎ সর্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিস্তৃতভাবে কীর্তন করিয়া থাকেন, সংসারে সেই জনগণই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। ১৩ ॥]

তব কথামৃত কৃষ্ণ ! জীবনের সুখ।
কবিগণ গায় যাতে যায় পাপদুঃখ ॥
শ্রবণমঙ্গল সদা সৌন্দর্যপূরিত।
সুকৃতজনের মুখে নিরন্তর গীত ॥

গোপীগণের গাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয়, কৃষ্ণের বনভ্রমণ-চিন্তায় মহা-দুঃখানুভব, যথা ভাগবতে (১০।৩১।১১) ঃ—

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥১৪॥

[হে নাথ ! হে কান্ত ! তুমি যখন পশু-চারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে (গৃহে) গমন কর, তখন তোমার কমলসদৃশ-সুন্দর (সুকোমল) চরণ ধান্যকণিশ (শস্যের অগ্রভাগ), তৃণ ও অঙ্কুরে ক্লেশপ্রাপ্ত হয়, এই চিন্তায় আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয় ॥ ১৪ ॥]

ধেনু ল'য়ে ব্রজ হ'তে যবে যাও বনে।
নলিনসুন্দর তব কমলচরণে ॥
শিলাঙ্কুরে কষ্ট হ'বে মনেতে বিচারি'।
মহাদুঃখ পাই মোরা ওহে চিত্তহারি ॥

কুটিল-কুন্তল শ্রীমুখ-অদর্শনে গোপীগণের এক একটি ত্রুটি-কালও শতযুগ-সম হইয়া পড়ে, যথা ভাগবতে (১০।৩১।১৫) ঃ—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥

[(হে প্রিয় !) দিবাভাগে যখন তুমি ব্রজে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে আমাদের নিকটে ক্রুটি অর্থাৎ ক্ষণকালের সপ্তবিংশতিশততম অংশ (ধারণাতীত অত্যল্পকাল) এক যুগ বলিয়া বোধ হয়, (পুনরায় দিনান্তে) যখন তোমার কুটিল-কুন্তলযুক্ত সুন্দর বদনমণ্ডল দর্শন করি, তখন নিমেষমাত্র ব্যবধান অসহ্য হওয়ায়) আমাদের নিকটে চক্ষুর পক্ষ্ম-(নিমেষ) নির্মাতা বিধাতাকে জড় অর্থাৎ বিবেকহীন বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ১৫ ॥]

পূর্বাহ্নে কাননে তুমি যাও গো-চারণে।
ক্রুটি যুগ-সম হয় তব অদর্শনে ॥
কুটিল-কুন্তল তব শ্রীচন্দ্রবদন।
দর্শনে নিমেষদাতা বিধির নিন্দন ॥

কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য গোপীভাব-বর্য, যথা ভাগবতে (১০।৩১।১৯) :—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভব-দায়ুষাং নঃ ॥ ১৬ ॥

[হে প্রিয় ! (তোমার কষ্ট হইবে এই চিন্তায়) ভীত হইয়া আমরা তোমার সুকুমার (অতি মৃদু) চরণকমল ধীরে ধীরে আমাদের কর্কশ স্তনসমূহে ধারণ করিয়া থাকি। সেই চরণদ্বারা তুমি বনে ভ্রমণ করিতেছ। (ইহাতে) তাহা (সেই চরণকমল) সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ পাষাণকণসমূহদ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি ? তুমি আমাদের জীবনস্বরূপ। (তজ্জন্য) আমাদের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ আমাদের চিত্ত অতিশয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥]

তোমার চরণাম্বুজ এ কর্কশ স্তনে।
সাবধানে ধরি সখে! ক্লেশভীতমনে॥
সে পদকমলে বনে কূর্পাদির দুঃখ।
হয় পাছে, শঙ্কা করি' নাহি পাই সুখ॥

সম্ভোগে ভাবোচ্ছ্বাস, যথা, কৃষ্ণকর্ণামৃতে (১২ শ্লোক):—

নিখিল-ভুবন-লক্ষ্মী-নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথী-গর্ব-সর্বঙ্কষাভ্যাম্।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়ীগাঢ়াদৃতাভ্যাং
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্॥ ১৭॥

[নিখিল-ভুবন-লক্ষ্মীর নিত্যলীলাস্পদস্বরূপ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি সর্ব-লোকস্থ শোভানিচয়ের কেলিগৃহস্বরূপ, (স্বীয় সৌগন্ধ্যাদিদ্বারা) কমল-বনশ্রেণীর (সৌগন্ধ্যাদি-গুণসমূহজন্য) যে গর্ব, তাহার নাশক (এবং) প্রণত জনকে অভয়দানরূপ অপরিমিত-গৌরব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মদ্বয় আমার চিত্তে অনির্বচনীয় সুখ বহন করুন্॥ ১৭॥]

নিখিল-ভুবনলক্ষ্মী রাধিকাসুন্দরী।
তাঁর নিত্য-লীলাস্পদ পরম-মাধুরী॥
কমলবিপিনগর্ব ক্ষয় যাহে হয়।
প্রণত-অভয়দানে প্রৌঢ়-শক্তিময়॥
হেন কৃষ্ণপাদপদ্ম, কৃষ্ণ! মম মন।
অপূর্ব উৎসবরতি করুক বহন॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (১৮ শ্লোক):—

তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়ত-নয়নং
কমলাকুচ-কলসীভর-বিপুলীকৃত-পুলকম্।

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানস-নলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

[তরুণ-অরুণবর্ণ, করুণাময় অর্থাৎ শ্রান্ত প্রিয়াকে দেখিয়া করুণাপূর্ণ, বিপুল-বিস্তৃত-নয়নবিশিষ্ট, শ্রীমতী রাধিকার কুচরূপ-কলসীস্পর্শে বিপুল হর্ষ-(রোমাঞ্চ) প্রাপ্ত, মুরলীরবদ্বারা মুনিগণের (কঠিন হৃদয়কেও) পদ্মের ন্যায় কোমলকারী অথবা মানে বা লজ্জায় মৌনাবলম্বনকারিণীদের মানসরূপ কমলকে কোমলকারী শ্রীকৃষ্ণের মধুর-অধর-স্থিত অমৃত আমার আনন্দমদপূর্ণ হৃদয়ে ক্রীড়া করুন্ ॥ ১৮ ॥]

তরুণ অরুণ জিনি', করুণাস্বরূপ মণি,
বিপুল নয়ন শোভে যাঁর।
রাধা-কুচদ্বয়-ভর, প্রেমে দেহ-গর গর,
বিপুল পুলক চমৎকার ॥
মধুর-মুরলী-স্বনে, মুনিমন-পদ্মবনে,
তরলিত করে সর্বক্ষণ।
কৃষ্ণের মধুরাধর, পরামৃত-শশধর,
চিত্তে মোর করুক নর্তন ॥

সেই সেই লীলায় ভজনকারীর সিদ্ধদেহগত মানসসেবা, যথা (উজ্জ্বল-নীলমণিতে ৮।৯৭—৯৯ শ্লোক) :—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্ ॥
নর্মাশ্বাসন-নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবম্।
ছিদ্রসম্বৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা ॥
শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষাপ্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

[শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর প্রেমগুণোৎকীর্তি-বর্ণন, উভয়ের আসক্তি-কারিতা, উভয়ের অভিসারকরান, কৃষ্ণে রাধা-সমর্পণ, নর্মবাক্যদ্বারা-আশ্বাসন-প্রদানরূপ সজ্জা, হৃদয়োদ্‌ঘাটনে পটুতা, উভয়ের ছিদ্র-গুপ্তি, পত্যাদির পরিবঞ্চনা, যথাকালে সঙ্গমন-শিক্ষা, ব্যজনাদিদ্বারা সেবন, উভয়ের উপালম্ভ অর্থাৎ নিন্দা বা স্তুতিপূর্বক তিরস্কার, সংবাদ-পাঠান ও নায়িকার প্রাণ-সংরক্ষায় প্রযত্নাদি সখীর কার্যাবলী ॥ ১৯ ॥]

রাধাকৃষ্ণগুণোৎকীর্তি, আসক্তিবর্ধন।
অভিসারদ্বয়, কৃষ্ণে রাধা-সমর্পণ ॥
নর্মাশ্বাস, বেশকার্য, হৃদয়সন্ধান।
ছিদ্রগুপ্তি, গৃহপতিগণের বঞ্চন ॥
শিক্ষাদান, জল আর ব্যজনসেবন।
উভয়মিলন, সন্দেশাদি-আনয়ন ॥
নায়িকার প্রাণরক্ষায় প্রযত্ন প্রধান।
সখীসেবা জানি' যথা করহ বিধান ॥

যথা স্তববলী (ব্রজবিলাসস্তব—৩৮ শ্লোক) :—

তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥ ২০ ॥

[(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে) তাম্বূল-প্রদান, উভয়ের পাদমর্দন, উভয়কে পয়োদান, উভয়ের অভিসারাদিদ্বারা প্রিয়সখীগণ প্রিয়তায় বৃন্দাবন-মহেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার সন্তোষবিধান করেন। (ললিতাদি) প্রাণপ্রেষ্ঠ-সখীকুল হইতেও নিশ্চিতরূপে অসঙ্কোচিত-ভূমিকা-স্বরূপা সেই রূপমঞ্জরী-প্রমুখা রাধাদাসীদিগকে কেলিভূমিসমূহে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করি অর্থাৎ তাঁহাদের দাস্যেই আমাদের সেবা ॥ ২০ ॥]

তাম্বূল-অর্পণ, দুঁহার চরণমর্দন। পয়োদান, অভিসার, দাসীসেবাধন ॥

তত্র সেবাভিমানঃ, যথা স্তবাবলী (শ্রীস্বসংকল্পপ্রকাশস্তোত্র—২য় শ্লোক):—

নবং দিব্যং কাব্যং স্বকৃতমতুলং নাটককুলং
প্রহেলীর্গূঢ়ার্থাঃ সখি রুচিরবীণাধ্বনিগতীঃ।
কদা স্নেহোল্লাসৈর্লিতললিতাপ্রেরণবলাৎ
সলজ্জং গান্ধর্বা সরসমকৃচ্ছিক্ষয়তি মাম্ ॥ ২১ ॥

[হে সখি! প্রিয়-ললিতার প্রেরণাবলে অর্থাৎ অনুরোধে গান্ধর্বা শ্রীমতী রাধিকা কবে স্বকৃত তুলনারহিত নাটকসমূহ ও (তৎস্থিত) নব দিব্য কাব্য, প্রহেলী ও গূঢ়ার্থসমূহ এবং মনোজ্ঞ-বীণাধ্বনিগতি লজ্জাযুক্তভাবে স্নেহোল্লাসসমূহে আমাকে রসের সহিত পুনঃ পুনঃ শিক্ষা-প্রদান করিবেন? ২১ ॥]

স্বকৃতনাটক আর নব্য কাব্য-ততি। গূঢ়ার্থ-প্রহেলী, দিব্য বীণারব-গতি ॥

ললিতার অনুরোধে স্নেহোল্লাসে কবে।
সলজ্জ-গান্ধর্বা মোরে নিভৃতে শিখাবে ॥

কলকণ্ঠ তিরস্করী-বিশাখাসখীকে শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে বরণ, যথা স্তবাবলী (উক্তস্তোত্রে ৫ম শ্লোক ও প্রার্থনা ৩য় শ্লোক):—

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুন-
র্বিশাখা গানস্যাপি চ রুচিরশিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদকহারানিহ মুহুঃ ॥ ২২ ॥

[কোকিলার কণ্ঠ হইতেও কমন-(মধুর) কণ্ঠী বিশাখা পুনরায় গানের মনোজ্ঞ-শিক্ষা আমাকে প্রদান করুন, যদ্দ্বারা অর্থাৎ যে গানদ্বারা রাসে সগণ যুবযুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে উল্লাসিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ মণিপদক-হারাদি উপহারসমূহ লাভ করিব ॥ ২২ ॥]

কুহূকণ্ঠ-তিরস্করী বিশাখাসুন্দরী। গানবিদ্যা শিখাইবে মোরে কৃপা করি' ॥

সেই গানে রাধাকৃষ্ণে রাসে উল্লসিব।
মণিপদকাদি পারিতোষিক পাইব ॥

অথ রাসলীলানন্দঃ, ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কৃষ্ণের নিত্যরাস-বিলাস —যথা শ্রীগীতগোবিন্দে (১ম সর্গ ১২ শ্লোক):—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারং সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ২৩ ॥

[হে সখি ! প্রীতিবিধানদ্বারা বিশ্বসমূহের অর্থাৎ সর্ব-ব্রজরামাগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং শ্যামবর্ণ-বিবিধ-সুকুমার ইন্দীবরপ্রতিম অঙ্গসমূহদ্বারা গোপীগণের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করাইয়া স্বচ্ছন্দে (অসঙ্কোচে) ব্রজসুন্দরীগণকর্তৃক সাকল্যে প্রত্যঙ্গালিঙ্গিত মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে মূর্তিমান্ শৃঙ্গারের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২৩ ॥]

মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি। মধুর কুসুম-মধু-মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন-মাঝ। মধুর-মধুর-রসরাজ ॥
মধুর-নটিনীগণ-সঙ্গ। মধুর-মধুর-রসরঙ্গ ॥
সুমধুর যন্ত্র-রসাল। মধুর-মধুর করতাল ॥
মধুর-নটন-গতি-ভঙ্গ। মধুর নটনী-নট-রঙ্গ ॥
মধুর-মধুর রসগান। মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥

তত্র দর্শনসুখং ; বিরহহেতু কৃষ্ণের দর্শন বা মিলনক্ষণকে গোপীগণের বহুমানন, যথা জগন্নাথবল্লভনাটকে (৩য় অঃ, ১১ শ্লোক):—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ২৪ ॥

[দৈবাৎ যখন শ্রীকৃষ্ণ আমার লোচনপথগত হইলেন, তখন মদন (ও আনন্দ) নামক শত্রুকর্তৃক আমাদের চিত্ত অপহৃত হইল। পুনরায় যে-ক্ষণে এই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নেত্রপথ প্রাপ্ত হইবেন তখন সেই অখিল ঘটিকাসমূহকে রত্নখচিত অর্থাৎ মাল্য-চন্দন-মণি-মুক্তাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিব ॥ ২৪ ॥]

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
'আনন্দ' আর 'মদন', হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি'॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল।
দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥

রাত্রিলীলা-সূচনা, যথা গোবিন্দলীলামৃতে (২২।১):—

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরণৈর্গানরাসাদিলাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়িসহচরীবৃন্দসংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥২৫॥

[নিশাকালে যাঁহারা পরস্পর মিলনের জন্য উৎসুক, পরে লব্ধসঙ্গ অর্থাৎ মিলিত, অতঃপর প্রেষ্ঠসখীগণসহ বৃন্দাকর্তৃক বহু পরিচর্যাদ্বারা আরাধ্যমান, তৎপরে ঐসকল প্রেষ্ঠসখীসহ বনবিহার, গান, রাসাদি নৃত্যদ্বারা নানালীলায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া প্রণয়ি-সহচরীবৃন্দদ্বারা সংসেব্যমান, সর্বশেষে উত্তম কুসুমশয্যায় নিদ্রাগ্রস্ত, আমি সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি ॥ ২৫ ॥]

বৃন্দা-পরিচর্যা পাঞা, প্রেষ্ঠালিগণেরে লঞা,
রাধাকৃষ্ণ রাসাদিক-লীলা।
গীতলাস্য কৈল কত, সেবা কৈল সখী যত,
কুসুমশয্যায় দুঁহে শুইলা ॥
নিশাভাগে নিদ্রা গেল, সবে আনন্দিত হৈল,
সখীগণ পরানন্দে ভাসে।
এ সুখ-শয়ন স্মরি', ভজ মন, রাধা-হরি,
সেই লীলা-প্রবেশের আশে ॥ ২৫ ॥

সাধনের সহ অষ্টকাল লীলাধন।
চিন্তিতে চিন্তিতে ক্রমে সিদ্ধভাবাপন ॥
স্বরূপসিদ্ধিতে ব্রজে প্রকটাবস্থান।
গুণময় গোপীদেহে লীলার বিতান ॥
কৃষ্ণকৃপাবলে গুণময় বপু ত্যজি'।
অপ্রকটব্রজে গোপী-সালোক্যাদি ভজি ॥
নিত্যকাল শুদ্ধদেহে রাধাকৃষ্ণসেবা।
স্থূললিঙ্গসঙ্গবোধ আর পায় কেবা ॥
'হরে কৃষ্ণ' নাম গানে নিত্য-মুক্ত-ভাবে।
পূর্ণপ্রেমানন্দ-লাভ অনায়াসে পাবে ॥
দেখ ভাই! সাধনে সিদ্ধিতে একই ভাব।
কভু নাহি ছাড়ে নাম স্বকীয় প্রভাব ॥
অতএব নাম গাও, নাম কর সার।
আর কোন সাধনের না কর বিচার ॥

ইতি শ্রীভজনরহস্যে অষ্টমযামসাধনম্।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণবের

সংক্ষেপার্চনপদ্ধতি

নামসংকীর্তনে সর্বসিদ্ধি হয়, তথাপি ভক্তিময় জীবনযাত্রার জন্য কিছু অর্চনক্রিয়ায় বিশেষ উপকার হয়। *

সাধক প্রাতে শুচি হইয়া পূর্বাভিমুখে আসনে বসিবেন। পঞ্চপাত্রের জল স্পর্শপূর্বক এই মন্ত্র বলিয়া তীর্থসকলকে আহ্বান করিবেন :—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

সেই জল মস্তকে প্রক্ষেপপূর্বক ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ বলিয়া আচমন করিবেন।

তৎপর গোপীচন্দনের দ্বারা দ্বাদশ তিলক করিবেন। দ্বাদশ তিলকের মন্ত্র, যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ, নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু, হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু, বাসুদেবায় মূর্ধনি ॥

আদৌ গুরুপূজা ; গুরুধ্যান, যথা—

প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্বকম্ ॥

---

* অর্চনমার্গে যাঁহাদের প্রভূত রুচি, তাঁহারা 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত **'অর্চন-পদ্ধতি'** পাঠ করিবেন।

চিন্ময় নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রত্নমণ্ডপের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ, বামপার্শ্বে শ্রীগদাধর বসিয়া আছেন। সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত যোড়হস্তে স্তব করিতেছেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত সম্মুখে ছত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার নিম্নবেদীতে শ্রীগুরুদেব বসিয়া আছেন। এইরূপ ধ্যানপূর্বক স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া তাঁহাকে (শ্রীগুরুদেবকে) ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। যথা—

ইদমাসনম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এতৎ পাদ্যম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদমর্ঘ্যম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদমাচমনীয়ম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এষ মধুপর্কঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং স্নানীয়ম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদমাভরণম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এষ গন্ধঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এষ ধূপঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
এষ দীপঃ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং সচন্দনপুষ্পম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং নৈবেদ্যম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং পানীয়জলম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং তাম্বূলম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ।
ইদং সর্বম্ ঐং গুরুদেবায় নমঃ॥

তৎপরে গুরুগায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিবেন। গায়ত্রী, যথা—

ঐং গুরুদেবায় বিদ্মহে কৃষ্ণানন্দায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ॥

তৎপরে এই বলিয়া গুরুপ্রণাম করিবেন—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পরে বৈষ্ণববৃন্দকে এই বলিয়া প্রণাম করিবেন, যথা—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

তদনন্তর পঞ্চতত্ত্বাত্মক-শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান, যথা,—

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্‌দিব্যভূষাঞ্চিতম্‌
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

গৌরপূজা, যথা—

ইদমাসনং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এতৎ পাদ্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদমর্ঘ্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদমাচমনীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ মধুপর্কঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং স্নানীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদমাভরণং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ গন্ধঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ ধূপঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
এষ দীপঃ ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

ইদং সচন্দনপুষ্পং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং নৈবেদ্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং পানীয়জলং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং তাম্বূলং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং মাল্যং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।
ইদং সর্বং ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

গৌরপূজা করিয়া যথাশক্তি গৌরগায়ত্রী জপ করিবেন। যথা—

ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ।

তৎপর গৌরসুন্দরকে প্রণাম করিবেন। গৌরপ্রণাম-মন্ত্র, যথা—

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়, হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

তৎপরে শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ ভাবনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চন করিবেন। অগ্রে শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান, যথা—

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্ধনম্।
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতম্॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধ-বৃক্ষ-ষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কোটিসূর্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্‌তরঙ্গকৈঃ
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ॥

অতঃপর রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন। যথা—

শ্রীকৃষ্ণং শ্রীঘনশ্যামং পূর্ণানন্দকলেবরম্।
দ্বিভুজং সর্বদেবেশং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্॥

তদনন্তর তাঁহাদের ষোড়শোপচার-পূজা, যথা—

ইদমাসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদমর্ঘ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদমাচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ মধুপর্কঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং স্নানীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদমাভরণং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ গন্ধঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ ধূপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
এষ দীপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং নৈবেদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং পানীয়জলং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং তাম্বূলং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং মাল্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
ইদং সর্ব্বং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

পূজান্তে এই যুগলগায়ত্রী-মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবেন, যথা—

ক্লীং কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ॥

শ্রীং রাধিকায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

শ্রীরাধার প্রণাম—

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

তৎপরে কামবীজ, কামগায়ত্রী ও মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবেন।

তদনন্তর পদ্য-পঞ্চক ও বিজ্ঞপ্তি-পঞ্চক যথাক্রমে আর্তির সহিত করিবেন।

পদ্যপঞ্চক, যথা—

সংসারসাগরান্নাথ পুত্রমিত্রগৃহাঙ্গনাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্নভয়ভঞ্জনৌ॥ ১॥
যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ।
তৎসর্বং ভবতোঽদ্যৈব চরণেষু সমর্পিতম্॥ ২॥
অহমপ্যপরাধানামালয়স্ত্যক্তসাধনঃ।
অগতিশ্চ ততো নাথৌ ভবন্তৌ মে পরা গতিঃ॥ ৩॥
তবাস্মি রাধিকানাথ কর্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্মম॥ ৪॥
শরণং বাং প্রপন্নোঽস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরু দাস্যং ভো ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনি॥ ৫॥

বিজ্ঞপ্তি-পঞ্চক, যথা—

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥ :

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ২ ॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥ ৩ ॥
গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ ॥ ৪ ॥
রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনি।
কৃপয়া নিজপাদাব্জদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

তদনন্তর শ্রীগুরু-বৈষ্ণববৃন্দকে নির্মাল্য অর্পণ করিবেন, যথা—

এতৎ মহাপ্রসাদ-নির্মাল্যং শ্রীগুরবে নমঃ।
এতৎ পানীয়জলং শ্রীগুরবে নমঃ।
এতৎ প্রসাদ তাম্বূলং—শ্রীগুরবে নমঃ।
এতৎ সর্বং সর্বসখীভ্যো নমঃ।
শ্রীপৌর্ণমাস্যৈ নমঃ।
সর্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ।
সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

পূজার পূর্বে যে তুলসী আবশ্যক হইবে, তাহা চয়নের মন্ত্র—

তুলস্যমৃতজন্মাসি, সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে।
কেশবার্থং বিচিনোমি, বরদা ভব শোভনে ॥

অথ তুলসীপূজা—

নির্মাল্য-গন্ধপুষ্পাদিপানীয়জলম্ ইদমর্ঘ্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ।

তুলসী প্রার্থনা-মন্ত্র, যথা—

নির্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মেঽবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥

তুলসী-প্রণাম, যথা—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তাহন্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে সুভক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥

তুলসী-প্রণাম করিয়া তুলসীমালায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত নির্বন্ধ-কৃষ্ণ নাম জপ করিবেন। হরিনাম-গ্রহণে দেশ-কাল-শৌচাশৌচের কিছুই বিচার নাই। ইহা পরম মঙ্গলময় নিত্য-সত্য বস্তু। তৎপর মন্ত্রপাঠপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ চরণামৃত গ্রহণ করতঃ মস্তকে ধারণ করিবেন। চরণামৃত-ধারণ-মন্ত্র, যথা—

অশেষক্লেশনিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
কৃষ্ণপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র-উচ্চারণপূর্বক মহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবেন:—

রুদন্তি পাতকাঃ সর্বে নিশ্বসন্তি মুহুর্মুহুঃ।
হা হা কৃত্বা পলায়ন্তি জগন্নাথান্নভক্ষণাৎ॥

পরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিবেন। অষ্টাঙ্গ-প্রণাম, যথা—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাং চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

ইতি প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত।

সন্ধ্যায় মূলমন্ত্র, কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বাদশবার জপ করিবেন। শ্রীভগবানে অনিবেদিত অন্নপানাদি কখনও ভোজন করিবেন না।

পথ্যং পূতমনাময়ন্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং বিদুঃ।
রাজসমিন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসমার্তিদ্রোহশুচিঃ॥

শ্রীএকাদশীব্রত, হরিজন্মব্রত ইত্যাদি যথাসাধ্য পালন করিবেন অসৎসঙ্গ কখনও করিবেন না। অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণব-সদাচার।

ইতি সংক্ষেপার্চন-পদ্ধতিঃ।